চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইড লাইন

(স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান-এর অভ্যন্তরীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক)

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ
২০১৫-২০১৬ খ্রীষ্টাব্দ

প্রকাশক

পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমুহ এবং
লাইন ডাইরেক্টর, হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
ফোন : ০২-৯৮৪ ৯৪ ৯৩
ফ্যাক্স : ০২-৯৮৬ ২৩ ৭৫
ই-মেইল : hsmdghs.org.bd

ISBN : 978-984-34-0102-1

গ্রন্থস্বত্ব: মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর পক্ষে পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ) এই প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী। পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমুহ) এর অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোন প্রকার পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা যাবে না। সম্পাদক/প্রকাশকের স্বীকৃত সাপেক্ষে এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনামূলক, শিক্ষামূলক এবং গবেষণামূলক কর্মকান্ডে ব্যবহার করা যাবে।

প্রধান উপদেষ্টা

অধ্যাপক (ডাঃ) দীন মোহাম্মদ নুরুল হক

মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ।

সার্বিক তত্ত্বাবধান

অধ্যাপক (ডাঃ) মোঃ শামিউল ইসলাম

পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ।

সার্বিক নির্দেশনা

অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ

অতিরিক্ত মহা-পরিচালক, প্রশাসন; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

ডাঃ মোঃ ইহতেশামুল হক চৌধুরী

পরিচালক, প্রশাসন; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

ডাঃ হাবিব আবদুল্লাহ সোহেল

পরিচালক পিএইচসি ও লাইন ডাইরেক্টর, এমএনসিএন্ড এএইচ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

ডাঃ মোঃ আবুল হাসিম

লাইন ডাইরেক্টর, ইএসডি; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

ডাঃ রাশেদুন নেছা

পরিচালক,পরিকল্পনা ও গবেষণা; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

সম্পাদনা

ডাঃ এ, কে, এম, সাইদুর রহমান

উপ পরিচালক, হাসপাতাল-১, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

ডাঃ এ, এস, এম, নাজমুল হক

ডিপিএম (টিকিউএম), হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

ডাঃ রাশেদ আহমেদ

মেডিকেল অফিসার (এমবিপিসি), হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

সহ-সম্পাদনা/
নিরীক্ষক মন্ডলী

অধ্যাপক (ডাঃ) এ, বি, এম, আব্দুল হান্নান

পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা ও উন্নয়ন; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

জনাব হুজুর আলী

সিনিয়র এসিষ্ট্যান্ট চীফ, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাপকম, বাংলাদেশ সচিবালয়

ডাঃ চাঁদ সুলতানা

প্রাক্তন পরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

অধ্যাপক মঞ্জুরুল হাসান

ভূগোল-জিওগ্রাফী অনুষদ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

জনাব জিয়াউল হক

উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; আগারগাঁও, ঢাকা

ডাঃ মোঃ আমির হোসেন

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; ধানমন্ডি, ঢাকা

ডাঃ এ এন এম সামশুল ইসলাম

সহকারী অধ্যাপক, পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট; নিপসম, ঢাকা

জনাব তড়িৎ কান্তি বিশ্বাস

কনসালটেন্ট, মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ক্যাপ্টেন রাকিব উদ্দিন

চীফ ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট অফিসার; ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা

জনাব তোফাজ্জল হোসেন

টেকনিক্যাল এডভাইজার, কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, জিআইজেড

ডাঃ লাভলী বারৈ

সদস্য সচিব, ইনফেকশন কন্ট্রোল কমিটি, বারডেম হাসপাতাল

ডাঃ কাজী মোঃ আতিকুল ইসলাম

সিভিল সার্জন অফিস, গাজীপুর

ব্রিগেঃ জেনাঃ জাকির হোসেন

পরিচালক, স্যার সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজ ও মিডফোর্ট হাসপাতাল, ঢাকা

ডাঃ মোঃ মোসলেহ্ উদ্দিন

পরিচালক, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর

ডাঃ খন্দকার রাহাত হোসেন

কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন

ডাঃ রাফিউল আলম

সিনিয়র প্রোজেক্ট অফিসার, জাইকা

ডাঃ ফারজানা আরজুমান্দ

সহকারী অধ্যাপক, কমিউনিটি মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট, নিপসম, ঢাকা

ডাঃ নজিব আহমেদ

উপ-পরিচালক, হাসপাতাল-২, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডাঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মিয়া

যুগ্ম-পরিচালক, নিটোর

ব্রিগেঃ জেনারেল মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

ডাঃ শেখ দাউদ আদনান

সহকারী অধ্যাপক, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ, এনআইসিভিডি

ডাঃ মোহাম্মদ আলী

আবাসিক চিকিৎসক, হেমাটোলজী বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

ডাঃ সেতারা রহমান

কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স স্পেশালিষ্ট, ইউপিএইচসিএসডিপি, এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক

ডাঃ সুপ্রিয় সরকার

ডিপিএম (মনিটরিং), হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডাঃ দেওয়ান মোঃ মেহেদী হাসান

মেডিকেল অফিসার, হসপিটাল ও ক্লিনিকসমূহ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডাঃ কাজী মাহাবুব আলম

মেডিকেল অফিসার, হসপিটাল ও ক্লিনিকসমূহ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

কৃতজ্ঞতা

"চিকিৎসা- বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮" অনুসরণ করে দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত চিকিৎসা বর্জ্য-এর ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। দেশ ও বৃহত্তর জনস্বার্থে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মানসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

সেই লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত অভ্যন্তরীণ বর্জ্য-এর ব্যবস্থাপনাকে প্রাধান্য রেখেই প্রণীত এই গাইড লাইনটি HPNSDP-এর আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন "হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট" Operational Plan -এর অধীন আরো একটি প্রকাশনা।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর প্রতি, সময়োপযোগী এই প্রকাশনা প্রণয়নে নির্দেশনা প্রদানের জন্য। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সহ সকলের প্রতি যাদের সার্বক্ষণিক নির্দেশনা প্রকাশনাটি প্রণয়নে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।

বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি, যারা এই প্রকাশনাটির সম্পাদনা এবং সহ-সম্পাদনায় অক্লান্ত পরিশ্রম/ অবদান রেখেছেন। আমি কৃতজ্ঞ থাকব পাঠকদের প্রতি, যারা তাদের মূল্যবান মতামত/তথ্য দিয়ে এই প্রকাশনার পরবর্তী সংস্করণ প্রণয়নে সহায়তা করবেন।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শামিউল ইসলাম
পরিচালক
হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমুহ এবং
লাইন ডাইরেক্টর, হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

সূচি

বিবরণী	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
পটভূমি	২
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংজ্ঞা, শব্দকোষ বা পরিভাষা	৫
চিকিৎসা বর্জ্যের ধরণ	৭
চিকিৎসা বর্জ্যের শ্রেণী বিভাগ	৮
চিকিৎসা বর্জ্যজনিত ঝুঁকি	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
চিকিৎসা বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা	১৪
বর্জ্য হ্রাসকরণ	১৪
বর্জ্য চিহ্নিতকরণ ও পৃথকীকরণ	১৬
বর্জ্য সংগ্রহকরণ	৩৫
অভ্যন্তরীণ বর্জ্য পরিবহন	৩৬
চিকিৎসা বর্জ্য-এর সংরক্ষণ	৩৬
পরিশোধণ এবং চূড়ান্ত অপসারনের লক্ষ্যে চিকিৎসা বর্জ্য হস্তান্তরকরণ	৩৯
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব/অংশীদারিত্ব	৩৯
হাউজ কিপিং-এর নির্দেশিকা (Guide lines)	৪০
তৃতীয় অধ্যায়	
চিকিৎসা বর্জ্য সংরক্ষণের পাত্র বা বিন-এর প্রতিস্থাপন/ব্যবস্থাপনা	৪২
চিকিৎসা বর্জ্য পরিবহন/সংরক্ষণ-এর বিন/পাত্রের লেবেলিং-এর সিডিউল	৪৩
চিকিৎসা বর্জ্য হস্তান্তর/অপসারণ এবং বিন/পাত্রের পরিস্কারকরণ-এর সিডিউল	৪৩
চিকিৎসা- বর্জ্যের প্যাকেটজাতকরণের সাংকেতিক চিহ্ন (Symbol)	৪৪
হাসপাতালের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত বর্জ্যের বিন/পাত্রের সাংকেতিক চিহ্ন (Symbol)	৪৫
স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা বর্জ্য-এর সামগ্রীক ব্যবস্থাপনার ছক	৪৬
স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য-এর সামগ্রীক ব্যবস্থাপনার সিডিউল	৪৮
চতুর্থ অধ্যায়	
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা	৫০
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা-এর সিডিউল	৫০
চিকিৎসা বর্জ্য জনিত আঘাত ও সংস্পর্শের কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ	৫০
অন্যান্য দূর্ঘটনায় ব্যবস্থা গ্রহণ	৫১
ছিটিয়ে/ছড়িয়ে পড়া বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা	৫১
পঞ্চম অধ্যায়	
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব/করণীয়	৫২
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের গঠিত কমিটি	৫২
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব	৫২
স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান-এর দায়িত্ব	৫২
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার দায়িত্ব	৫৩
বর্জ্য উৎপাদনকারী/সেবা প্রদানকারী-এর দায়িত্ব	৫৩
বিভাগীয় প্রধান-এর দায়িত্ব	৫৪
মেট্রন/নার্সিং সুপারেনটেনডেন্ট/সিনিয়র স্টাফ নার্স-এর দায়িত্ব	৫৪
স্টাফ নার্স/ওয়ার্ড এবং ওটি ইনচার্জ/প্যারামেডিকস্-এর দায়িত্ব	৫৫

বিবরণী	পৃষ্ঠা
ওয়ার্ড মাস্টার-এর দায়িত্ব	৫৫
ওয়ার্ড বয়/আয়া/কুক-এর দায়িত্ব	৫৫
ক্লিনার/পরিছন্ন কর্মীর দায়িত্ব	৫৬
সকল চিকিৎসকদের দায়িত্ব	৫৬
স্বাস্থসেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের দায়িত্ব	৫৬
চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, চূড়ান্ত অপসারন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নিমিত্ত বিভিন্ন স্তরের জন্য গঠিত কমিটি ঃ	
• জাতীয় পর্যায়ের জন্য গঠিত কমিটি	৫৬
• সিটি কর্পোরেশনের জন্য গঠিত কমিটি	৫৭
• জেলা পর্যায়ের জন্য গঠিত কমিটি	৫৭
• উপজেলা পর্যায়ের জন্য গঠিত কমিটি	৫৮
• চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিভাগীয় পর্যায়ের জন্য গঠিত "কর্তৃপক্ষ"১	৫৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	
স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান/পরিদর্শনের চেক লিস্ট	৫৯
কেন্দ্রীয়ভাবে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান/পরিদর্শন চেক লিস্ট	৬১
সপ্তম অধ্যায়	
তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রেরণ	
স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা বর্জ্যের হিসাব সংরক্ষণের রেজিস্টার -০১	৬২
স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা বর্জ্যের হিসাব সংরক্ষণের রেজিস্টার -০২	৬৩
দুর্ঘটনা প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করার ছক -০৩	৬৪
স্টক রেজিস্টার-এর ছক -০৪	৬৪
অষ্টম অধ্যায়	
বিবিধ	
এক নজরে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান-এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয় ও অকরণীয় বিষয়াদি	৬৬
এক নজরে হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা	৬৭
এক নজরে সার্জিক্যাল হাত ধোয়ার করণীয় বিষয়াদি	৬৮
এক নজরে সাধারণ হাত ধোয়ার করণীয় বিষয়াদি	৬৯
স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কখন হাত ধোবেন এবং কি প্রক্রিয়ায়	৭০
স্বাস্থ্যসম্মতভাবে হাত ধোয়ায় সুপারিশমালা	৭২
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রবণ-এর প্রস্তুত প্রক্রিয়া	৭২
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সেবা প্রদানকারীদের গ্লভ্স পরিধান এবং অপসারণ পদ্ধতি	৭৬
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ছলকে/উপচিয়ে পড়া বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি	৭৭
চিকিৎসা বর্জ্যের চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা	৭৮
এক নজরে চিকিৎসা বর্জ্যের চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ছক	৭৯
স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সেবা গ্রহণকারী এবং জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত পোস্টার সমূহের নমুনা	৮০
চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮	৮৮
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত মালামাল	১১৫
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত মালামালের স্পেসিফিকেশন	১১৫
তথ্য সূত্র	

ভিশন (Vision)

জনগণের স্বাস্থ্য তথা পরিবেশের বিপন্নতা রোধকল্পে নিরাপদ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, ধারাবাহিক, ব্যয়সাশ্রয়ী এবং টেকসই চিকিৎসা বর্জ্য-এর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; একই সাথে সেবা প্রদানকারীদের কর্মকালীন স্বাস্থ্য ঝুঁকি, সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং পরিবেশের বিপন্নতা কমানোর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি

- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ফলশ্রুতিতেই জন্ম হয় চিকিৎসা বর্জ্যের, তাই সকল স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে চিকিৎসা বর্জ্য উৎপাদনের এক একটি উৎস।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখান থেকে তিন বা ততধিক ক্ষতিকারক বর্জ্য উৎপন্ন হয় বলেই, আন্তর্জাতিক নীতিমালায় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান "লাল" শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান।
- চিকিৎসা বর্জ্য উৎপাদন না করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা প্রায় অসম্ভব, তবে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদিত বর্জ্যের ধরন ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত সকল জীবাণুযুক্ত বর্জ্যই ক্ষতিকারক বর্জ্য কিন্তু সকল ক্ষতিকারক বর্জ্যই জীবাণুযুক্ত নয়।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত বর্জ্যের আনুমানিক ৮০ শতাংশ বর্জ্য অক্ষতিকারক/সাধারণ বর্জ্য এবং ২০ শতাংশ ক্ষতিকারক বর্জ্য। ব্যবস্থাপনার দূর্বলতায় এই ২০ শতাংশ ক্ষতিকারক বর্জ্য, ৮০ শতাংশ অক্ষতিকারক/সাধারণ বর্জ্যের সাথে মিশে সম্পূর্ণ বর্জ্যকেই ক্ষতিকারক বর্জ্যে রুপান্তরিত করে।
- সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান মানদন্ডের একটি অন্যতম সূচঁক।
- Florence Nightingale in 1860 said " Health care facilities should do no harm to sick. It is the normal responsibility of all health care institutions to ensure proper disposal of its generated Biomedical waste to ensure safety to the patients, visitors & staffs taking care of sick."
- বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার তথ্য মতে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় হাসপাতালজনিত রোগ সংক্রমণের ১০ শতাংশ হাসপাতাল হতে সংগৃহীত (Hospital acquired)। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বর্জ্য সম্পর্কিত ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা না থাকায়, অনুন্নত/উন্নয়নশীল বিশ্বে আনুমানিক ৫০ শতাংশ ব্যবহৃত সিরিঞ্জ পুনরায় ব্যবহৃত হয়।
- মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জীবনচক্রের সাথে বিভিন্ন দল জড়িত। চিহ্নিত দলসমুহ যথাক্রমে-স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, রোগী ও দর্শনার্থী, সহযোগী সংস্থা, সংরক্ষনে নিয়োজিত কর্মী এবং টোকাই/ছিন্নমূল।
- ইউরোপিয়ান কমিশন, ১৯৯০ সালে Environmental Protection Act-কর্মসূচীর আওতায় আর্থিক দন্ড ও জেল এর বিধান করে। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে চিকিৎসা বর্জ্যের পরিশোধণ এবং অপসারনের উপর গুরুত্ব রেখে ইনসিনারেটর ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয় করে।
- অপরিকল্পিত মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মারাত্মক পেশাজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি এবং পরিবেশ বিপন্ন করে থাকে, যা ১৯৯২ সালের "পরিবেশ ও তার উন্নয়ন" বিষয়ক "রিও ডিক্লারেশন"-এর অনুচ্ছেদ ২১-এ উল্লেখ আছে।
- উন্নয়নশীল বিশ্বে বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ১৯৮০ সালের পূর্ব পর্যন্ত "মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" কার্যক্রম স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম (Hospital Cleaning Activity) -এর একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হতো।
- ১৯৮০ সালে এতদ্অঞ্চলে এইডস রোগের মহামারী দেখা দেয়। Epidemeological Servilence-এ প্রতীয়মান হয় নেশাকারীদের মধ্যে অপরিশোধিত সিরিঞ্জের গণব্যবহারই এইডস মহামারীর একটি অন্যতম কারণ। ফলশ্রুতিতে জন্ম নেয় ব্যবহৃত সিরিঞ্জের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক চিন্তাধারা, জন্ম হয় মেডিকেল বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার নতুন দিগন্ত।
- ১৯৮০ সালের ধ্যান ধারণায় ১৯৯২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যালয়ে "উন্নয়নশীল বিশ্বে মেডিকেল বর্জ্য এর ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক নীতিনির্ধারণীমূলক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ১৯৯৫ সালে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ১০-টি দেশের ২৬৪-টি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়িত মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়।

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ১৯৯৫ সালে চিকিৎসা বর্জ্যের পরিশোধণ এবং অপসারণ বিষয়ক ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে বিশ্বব্যাপী "বর্জ্য সীমিতকরনের" ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

- ১৯৯৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে থাইল্যান্ড-এর চিয়াংমাই-এ মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় একটি Action Plan প্রনয়ন করা হয় এবং Action Plan -টি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমুহে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

- এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮ সালে "মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম" বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়-এর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা HPSP কর্মসূচীতে অর্ন্তভূক্ত করা হয় এবং সরকারি পর্যায়ের জেলা হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন "হসপিটাল সার্ভিস" অপারেশনাল Plan -এ অর্ন্তভূক্তি করণের মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

- ১৯৯৮ হতে ২০০২ সাল পর্যন্ত DFID এর আর্থিক সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা HLSP-এর উদ্যোগে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট সদর হাসপাতাল, হবিগঞ্জ জেলা হাসপাতাল, সুনামগঞ্জ জেলা হাসপাতাল, মৌলভীবাজার জেলা হাসপাতাল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ৪ টি জেলা হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করা হয়। HLSP কর্তৃক মেডিকেল বর্জ্যের পরিশোধণ এবং চূড়ান্ত অপসারণের জন্য উপযোগী/টেকসই পদ্ধতি হিসাবে "ডিসপোজাল পিট" পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়।

- আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা HLSP এর পাশাপাশি ২০০০ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিভাগের কয়েকটি জেলা হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করা হয়।

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ২০০৩ সালে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় Regional meeting in Bangladesh for Promoting Sound Medical Waste Management বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়-এর HPSP কর্মসূচীর ধারাবাহিকতায়, মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম উন্নয়ন (Oparetional Plan) বাজেটের আওতায় পুনরায় পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা HNPSP (২০০৩-২০১১) কর্মসূচীতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। জেলা হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহ এই কার্যক্রমের আওতায় আসে। একই সাথে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানেও এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

- HNPSP (২০০৩-২০১১) কর্মসূচীতে দাতা গোষ্ঠী কর্তৃক মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে মূল্যায়নের (Annual Performance Review) একটি সুচঁক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

- ২০০৪ সাল, ক্রমাগত অর্গানিক বর্জ্যের দূষণ বিষয়ক স্টকহোম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পরপরই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নীতিনির্ধারণী প্রকাশিত হয় যে "ক্রমাগত বর্জ্য নির্গমণ কমিয়ে আনতে হবে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দূরীভূত করতে হবে, বিশেষ করে ডাইঅক্সিন ও ফুরান গ্যাস, যার অন্যতম প্রধান উৎপত্তিস্থল হলো মেডিকেল ইনসিনারেটর"।

- ২০০৭ সালে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যথাক্রমে- (ক) কেন্দ্রীয় পরিশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন ও চূড়ান্ত অপসারণ করা হবে, (খ) স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান তথা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বাহিরে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধণ ও চূড়ান্ত অপসারণের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের তথা সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভার, (গ) সরকারিসহ সকল বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদিত চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধন ও চূড়ান্ত অপসারণের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় তথা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাকে সার্ভিস চার্জ প্রদান করবে যা সরকার কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হবে, (ঘ) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় তথা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা-এর অপারগতায় যে কোন সক্ষম এনজিও সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা-এর পক্ষে এ কাজটি করতে পারবে, (ঙ) চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা-এর প্রচলিত বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে।

- মেডিকেল বর্জ্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার ৪র্থ দেশ হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ধারা ২০-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে "চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮" শিরোনামে বিধিমালা প্রকাশ করে।

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর HNPSP কর্মসূচীর ধারাবাহিকতায়, মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম উন্নয়ন (অপারেশনাল Plan) বাজেটের আওতায় পুনরায় পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা HPNSDP (২০১১-২০১৬) কর্মসূচীতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। জেলা হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে এই কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে গবেষণামূলক তথ্য প্রকাশ করেছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং মডিউল, পকেট বুক, পোস্টার ইত্যাদি ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংজ্ঞা, শব্দকোষ বা পরিভাষা

১.২.১. মেডিকেল প্রতিষ্ঠান (Medical Facility)

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনাই মেডিকেল প্রতিষ্ঠান। যেমন- সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, কনসালটেশন চেম্বার, প্রাইভেট ক্লিনিক, নার্সিংহোম, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, ডিসপেনসারি, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, ঔষধের দোকান, Blood bank এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বা কর্মকান্ড পরিচালনাকারী যে কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রাঙ্গন।

১.২.২. বর্জ্য (Waste)

কোন পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত, যে কোন ক্ষুদ্র টুকরা (Scrap), নির্গত ময়লা (Effluent), উপকরণের বর্জিত অংশ (By-product), জীবাণু (Organism) অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত (Excess) বস্তু যা উৎপাদনকারীর বিবেচনায় অবাঞ্চিত।

১.২.৩. বায়ো মেডিকেল বর্জ্য (Bio-Madical Waste)

বায়ো-মেডিকেল বর্জ্য অর্থ প্রাণীকুলের (মানব, পশু, পাখির) চিকিৎসা, প্রতিষেধক ব্যবস্থা, রোগ নির্ণয় বা রোগ সংক্রান্ত গবেষণায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদিত সকল প্রকার কঠিন, তরল, বায়বীয় এবং তেজষ্ক্রীয় বা বিকিরণযোগ্য বর্জ্য।

১.২.৪. চিকিৎসা বর্জ্য (Medical Waste)

মানবকুলের চিকিৎসা, প্রতিষেধক ব্যবস্থা, রোগ নির্ণয় বা রোগ সংক্রান্ত গবেষণার ফলশ্রুতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান হতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদিত সকল প্রকার বর্জ্য। বর্জ্য দ্বারা সংক্রামিত পাত্রও চিকিৎসা বর্জ্য হিসেবে পরিগনিত।

চিকিৎসা বর্জ্য প্রধানত কঠিন/তরল/বায়বীয় এবং তেজষ্ক্রীয় বা বিকিরণযোগ্য বর্জ্য। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে আগত দর্শনার্থী, সহযোগী সংস্থা এবং প্রশাসনিক কাজের নিমিত্তে উৎপাদিত বর্জ্যও চিকিৎসা বর্জ্যের আওতাভূক্ত। কাজেই সকল হাসপাতাল বর্জ্যই চিকিৎসা বর্জ্য কিন্তু সকল চিকিৎসা বর্জ্যই হাসপাতাল বর্জ্য না। ক্লিনিক্যাল বর্জ্য এবং হাসপাতাল বর্জ্য চিকিৎসা বর্জ্যের একটি ধরন।

১.২.৫. হাসপাতাল বর্জ্য (Hospital Waste)

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে উৎপাদিত সকল বর্জ্যই হাসপাতাল বর্জ্য। তবে ডাক্তারদের স্বতন্ত্র কনসালটেশন চেম্বার, স্বতন্ত্র বেসরকারী প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, ডিসপেনসারি, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ঔষধের দোকান এবং স্বতন্ত্র বেসরকারী Blood ব্যাংক ইত্যাদি থেকে উৎপাদিত বর্জ্যকে হাসপাতাল বর্জ্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় না।

১.২.৬. স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য (Health Care Waste)

স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য ও মেডিকেল বর্জ্য একই বর্জ্য। স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য শব্দটি আমেরিকান পারিভাষিক শব্দ।

১.২.৭. ক্লিনিক্যাল বর্জ্য (Clinical Waste)

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত মানবকুলের চিকিৎসা-এর ফলশ্রুতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদিত সকল প্রকার কঠিন, তরল, বায়বীয় এবং তেজষ্ক্রীয় বা বিকিরণযোগ্য বর্জ্যই ক্লিনিক্যাল বর্জ্য।

১.২.৮. ক্ষতিকারক বর্জ্য (Hazardous Waste)

কোন পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত, যে কোন ক্ষুদ্র টুকরা (Scrap), নির্গত ময়লা (Effluent), উপকরণের বর্জিত অংশ (By-product), জীবাণু (Organism) অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত/অবাঞ্চিত যে কোন বস্তু; যা সরাসরি (Direct)/ভেঙ্গে গিয়ে (Broken)/ছিড়ে গিয়ে (Worn out)/সংক্রামিত(Contaminated) হয়ে অথবা নষ্ট হয়ে মানবকুল বা পরিবেশের অথবা উভয়ের ক্ষতি (Adverse/Negative change) সাধন করে বা ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে, তাকে ক্ষতিকারক বর্জ্য বলে। লক্ষ্যণীয় যে, সকল জীবাণুযুক্ত বর্জ্যই ক্ষতিকারক বর্জ্য কিন্তু সকল ক্ষতিকারক বর্জ্যই জীবাণুযুক্ত নয়।

১.২.৯. ওয়েস্ট হ্যান্ডলার (Waste Handler)

সে সকল কর্মীবাহিনী, যারা বর্জ্য নাড়াচাড়াতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ সকল কর্মী বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধণ, অপসারণে এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করণে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মী, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের আয়া/ক্লিনার/ওয়ার্ড বয় এই কর্মী বাহিনীর অর্ন্তভূক্ত।

১.২.১০. ধরনভেদে বাংলাদেশে উৎপাদিত মেডিকেল বর্জ্য ও তার সাধারণ উৎপত্তিস্থল এর ছক।

বর্জ্যের ধরণ	উৎপত্তি স্থল
সাধারণ বর্জ্য	➢ প্রশাসনিক বিভাগ ➢ রোগীর সেবা প্রদানের স্থান সমূহ ➢ ল্যাবরেটরি ➢ সাপোর্ট সার্ভিস সমূহ
প্যাথলজীক্যাল বর্জ্য	➢ জরুরি বিভাগ ➢ অন্তঃবিভাগ ➢ রোগীর সেবা প্রদানের স্থান সমূহ ➢ অপারেশন থিয়েটার ➢ ল্যাবরেটরি
সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য	➢ অপারেশন থিয়েটার ➢ রোগীর সেবা প্রদানের স্থান সমূহ ➢ ল্যাবরেটরি
এনাটমিক্যাল বর্জ্য	➢ অপারেশন থিয়েটার ➢ ল্যাবরেটরি
সাইটোটক্সিক বর্জ্য	➢ রোগীর সেবা প্রদানের স্থান সমূহ ➢ ল্যাবরেটরি
রাসায়নিক ও ঔষধ সম্পর্কীয় ও সাইটোটক্সিক বর্জ্য	➢ স্টোর ➢ ফার্মেসি ➢ রোগীর সেবা প্রদানের স্থান সমূহ ➢ সাপোর্ট সার্ভিস সমুহ
তেজস্ক্রীয়/বিকিরণযোগ্য বর্জ্য	➢ রোগীর সেবা প্রদানের স্থান সমূহ ➢ ল্যাবরেটরি ➢ নিউক্লিয়ার মেডিসিন ইউনিট
ধারালো বর্জ্য	➢ রোগীর সেবা প্রদানের স্থান সমূহ ➢ Blood ব্যাংক/রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র ➢ অপারেশন থিয়েটার ➢ প্যাথলজী ল্যাবরেটরি
তরল বর্জ্য	➢ রোগীর সেবা প্রদানের স্থান সমূহ ➢ সাপোর্ট সার্ভিস সমূহ ➢ অপারেশন থিয়েটার ➢ ল্যাবরেটরি ➢ হাউজ কিপিং
পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য	➢ রোগীর সেবা প্রদানের স্থানসমূহ ➢ সাপোর্ট সার্ভিস সমূহ ➢ প্রশাসনিক বিভাগ ➢ ল্যাবরেটরি
উচ্চ চাপীয় বর্জ্য	➢ অপারেশন থিয়েটার ➢ রোগীর সেবা প্রদানের স্থানসমূহ ➢ ল্যবরেটরি
পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য	➢ রোগীর সেবা প্রদানের স্থানসমূহ ➢ সাপোর্ট সার্ভিসসমূহ ➢ ল্যাবরেটরি

১.৩. চিকিৎসা বর্জ্যের ধরণ

১.৩.১. কঠিন চিকিৎসাবর্জ্য

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত বর্জ্যের সিংহভাগ কঠিন বর্জ্য। উৎপাদিত কঠিন মেডিকেল বর্জ্যই সাধারণতঃ দৃশত চিকিৎসা বর্জ্য। রাসায়নিক নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, সাধারণত কঠিন মেডিকেল বর্জ্যের গুণগতমান হলো কার্বন/নাইট্রোজেন-এর আনুপাতিক হার ১৪.০৭ হতে ২০.০৪ পর্যন্ত, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৭০ শতাংশের অধিক, ক্যালোরিগত মান প্রতি কেজিতে ১৭১৩ কিলো ক্যালোরী হতে ৪০৭৮ কিলো ক্যালোরী, বর্জ্যে অবস্থিত কার্বনের পরিমাণ ১৬.১২ শতাংশ হতে ২৪.১৩ শতাংশ পর্যন্ত এবং নাইট্রোজেনের পরিমাণ ১.০২ শতাংশ হতে ২.৭৬ শতাংশ।

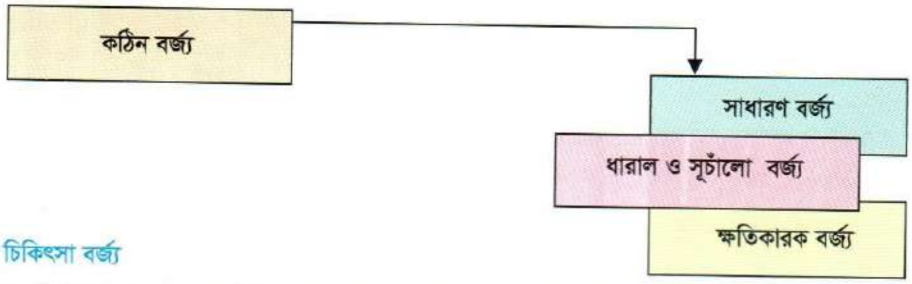

১.৩.২. তরল চিকিৎসা বর্জ্য

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বর্জ্যের একটি বৃহত্তম অংশ তরল বর্জ্য। তরল চিকিৎসা বর্জ্য বিভিন্ন জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং কৃমি), ক্ষতিকারক ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য এবং বিকিরণযোগ্য বর্জ্য দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারে। তরল বর্জ্য ক্ষতিকারক এবং অক্ষতিকারক উভয় বর্জ্যই হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত তরল বর্জ্যের কতিপয় উদাহরণ, নিম্নে দেওয়া হলো-

- ব্যবহৃত পানি
- কুলির পানি
- পানের পিক
- গর্ভাশয়ের পানি
- পূঁজ
- সাকশন করা তরল
- মুত্র/বমি/কফ
- তরল রাসায়নিক দ্রব্য
- তরল রক্ত/রক্ত রস/দেহ রস/সিরাম
- বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য
- অব্যবহৃত তরল ঔষধ
- ড্রেনেজ ব্যাগের তরল বর্জ্য ইত্যাদি

১.৩.৩. বায়বীয় চিকিৎসা বর্জ্য

স্বাস্থ্যসেবায় বিভিন্ন প্রকার গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যা সাধারণত উচ্চচাপে সিলিন্ডার, কার্টিজ বা ক্যানে ভরা থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার অনুপোযোগী খালি পাত্রে কিছু গ্যাস অবশিষ্ট থেকে যায়। এই সকল উচ্চচাপীয় পাত্র প্রতি মুহুর্তেই বিস্ফোরণসহ বিভিন্ন ঝুঁকি বহন করে। স্বাস্থ্যসেবায় বহুল ব্যবহৃত গ্যাসসমূহ হলো-

- অজ্ঞান করায় ব্যবহৃত গ্যাস: নাইট্রাস অক্সাইড, হ্যালোজিনেটেড হাইড্রো-কার্বন (হ্যালোথেন) ইত্যাদি।
- ইথিলিন অক্সাইড: অস্ত্রপচার যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন মেডিকেল সরঞ্জাম এবং বিশেষ ক্ষেত্রে অপারেশন থিয়েটার জীবাণুমুক্ত করণে ব্যবহৃত হয়।
- অক্সিজেন: কেন্দ্রীয় ভাবে নিয়ন্ত্রিত পাইপের মাধ্যমে বা সিলিন্ডারের মাধ্যমে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যবহৃত হয়।
- উচ্চতাপীয় বাতাস: ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।
- হিটিং গ্যাস: বিউটেন, প্রপেন ইত্যাদি।

১.৩.৪. তেজস্ক্রীয়/বিকিরণযোগ্য চিকিৎসা বর্জ্য

মানবকূলের চিকিৎসা, প্রতিষেধক ব্যবস্থা, রোগ নির্ণয় বা রোগ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য বিকিরণযোগ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয়। স্বাস্থ্যসেবায় বহুল ব্যবহৃত বিকিরণযোগ্য পদার্থ ক্ষতিকারক, কারণ Radionucleotides অরক্ষিত অবস্থায় সার্বক্ষণিক বিকিরণ নির্গত করে, যা জীব কোষের ভিতরের পদার্থকে Ionization করে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বিকিরণযোগ্য বর্জ্যের কতিপয় উদাহরণ, নিম্নে দেওয়া হলো-

- রেডিওএ্যাকটিভ আইসোটোপ।
- অব্যবহৃত এক্স-রে মেশিনের হেড।

চিকিৎসা বর্জ্য।
ক হার ১৪.০৭
ী হতে ৪০৭৮
১.০২ শতাংশ

রিয়া, ভাইরাস
ং অক্ষতিকারক

। বেশিরভাগ
রণসহ বিভিন্ন

করণে ব্যবহৃত

য়। স্বাস্থ্যসেবায়
করে, যা জীব

- বিকিরণযোগ্য Radionuclides দ্বারা সংক্রামিত কাপড়, কাগজ, গাস, সিরিঞ্জ, ভায়াল ইত্যাদি।
- বিকিরণযোগ্য Radionucleotides দ্বারা সংক্রামিত বর্জের পাত্র, প্যাকিং দ্রব্য এবং তরল পদার্থ।
- অরক্ষিত বিকিরণযোগ্য Radionuclides দ্বারা চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর মল-মূত্র ইত্যাদি।

১.৪. চিকিৎসা বর্জ্যের শ্রেণী বিভাগ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা বর্জ্যের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। বিভিন্ন মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে এই শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। নিম্নে চিকিৎসা বর্জ্যের শ্রেণী বিভাগের উদাহরণ দেয়া হলো-

১.৪.১. সাধারণ/অক্ষতিকারক বর্জ্য (General / Non-hazardous Waste)

এই বর্জ্যকে অক্ষতিকারক বা গৃহস্থলী বর্জ্যও বলা হয়, কারণ এই বর্জ্য কোন স্বাস্থ্যঝুঁকি বহন করে না। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতঃকরণে, সেবা গ্রহনকারী বা দর্শনার্থী কর্তৃক এবং প্রশাসনিক কাজের নিমিত্ত্বে সবচেয়ে বেশি সাধারণ বর্জ্য উৎপাদিত হয়। সাধারণ বর্জ্য পঁচনশীল এবং অপঁচনশীল হয়ে থাকে। বেশীরভাগ সাধারণ বর্জ্য পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত সাধারণ বর্জ্যের কতিপয় উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো-

- ব্যবহৃত কাগজ
- বিভিন্ন মোড়ক
- ফলমূলের খোসা
- রোগীর উচ্ছিষ্ট খাবার
- ডিমের খোসা
- পলিথিন ব্যাগ
- ডাবের মালা/খালি বোতল
- রাবার/কর্ক
- রান্না ঘরের উচ্ছিষ্ট
- প্লাস্টিক কৌটা, ধাতব কৌটা
- ঔষধের স্ট্রিপ/ঔষধের কনটেইনার
- খালী বাক্স/প্যাকিং বাক্স ও কার্টন
- মিনারেল পানির বোতল
- কাগজের ঠোঙ্গা/বিস্কুটের মোড়ক
- অসংক্রামিত সিরিঞ্জ
- ইনজেকশনের খালী ভায়াল
- অসংক্রামিত স্যালাইন ব্যাগ
- অসংক্রামিত তুলা/গজ/কাপড় ইত্যাদি

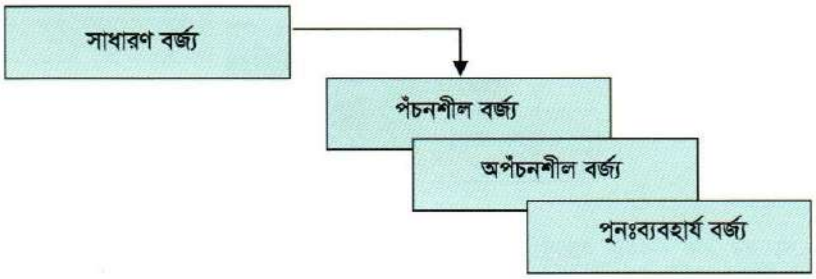

১.৪.২. ক্ষতিকারক বর্জ্য (Hazardous Waste)

ক্ষতিকারক চিকিৎসা বর্জ্য মানবকূল বা পরিবেশের অথবা উভয়ের ক্ষতিসাধন (Adverse/Negative change) করে বা ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে। ক্ষতিকারক চিকিৎসা বর্জ্য সাধারণত দুই প্রকার, যথাক্রমে জীবাণুযুক্ত চিকিৎসা বর্জ্য এবং জীবাণুমুক্ত চিকিৎসা বর্জ্য।

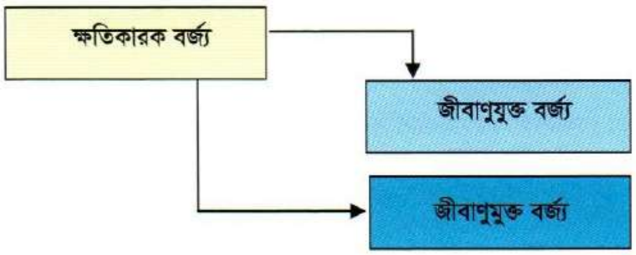

১.৪.৩. জীবাণুমুক্ত বা অসংক্রামিত ক্ষতিকারক বর্জ্য (Non-infectious Hazardous Waste)

সেই সকল বর্জ্য যা, জীবাণুযুক্ত না হয়েও মানবকূল এবং পরিবেশের বা উভয়ের ক্ষতিসাধন করে বা ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে।

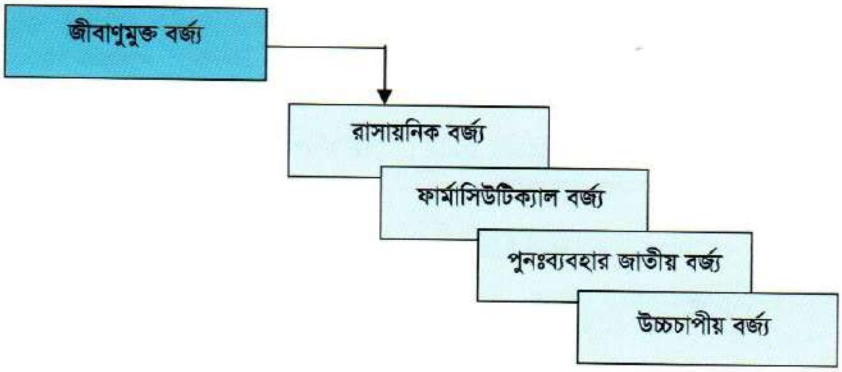

১.৪.৪. জীবাণুযুক্ত বা সংক্রামিত ক্ষতিকারক বর্জ্য (Infectious Hazardous Waste)

জীবাণুযুক্ত বা সংক্রামিত বর্জ্য ক্ষতিকারক বর্জ্যের আওতাভুক্ত। জীবাণুযুক্ত বর্জ্য মানব দেহে রোগের সংক্রমণসহ যে কোন সময় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বা মহামারী ঘটাতে পারে বা ঘটানোর ঝুঁকি বহন করে। জীবাণুযুক্ত বর্জ্যের কতিপয় উদাহরণ, যথাক্রমে-

- সংক্রামিত তুলা/গজ/ব্যান্ডেজ/স্পঞ্জ
- সংক্রামিত কাপড়/মব/প্লাস্টার
- রক্ত সঞ্চালনের ব্যবহৃত ব্যাগ ও নল
- ডায়ালাইসিস সংক্রান্ত বর্জ্য
- কালচার মিডিয়া
- সংক্রামিত সিরিঞ্জ
- সংক্রামিত ব্যান্ডেজ/সোয়াব
- সংক্রামিত ব্যান্ডেজ/সোয়াব
- ব্যবহৃত রাইলস টিউব/ক্যাথেটার/ড্রেনেজ টিউব
- জলাতংক রোগীর কাপড় চোপড়
- ব্যবহৃত ইউরিন ব্যাগ/কালেকশন ব্যাগ/ রক্ত ব্যাগ
- এইচ আই ভি রোগীর রক্ত
- বার্ড ফ্লু বহনকারী রোগীর রক্ত
- ডায়রিয়া রোগীর সংক্রমিত কাপর-চোপর ইত্যাদি

১.৪.৫. প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য (Pathological Waste)

প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য ক্ষতিকারক বর্জ্যের আওতাভূক্ত। এই বর্জ্য সাধারণত- দেহ কোষ, অংঙ্গ পতঙ্গ, দেহের কর্তিত অংশ, গর্ভেমৃত অপরিণত শিশু, রক্ত, দেহ রস, অথবা দেহ নিঃসৃত তরল ইত্যাদি। প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য জীবাণুযুক্ত বর্জ্যের একটি ধরন। প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য সাধারণত জীবাণু বা ক্ষতিকারক বস্তু দ্বারা সমৃদ্ধ থাকে। স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য যথাক্রমে-

- জমাট বাধা দেহ রস/রক্ত রস/রক্ত
- এম আর/ডি,এন্ড,সি সংক্রান্ত বর্জ্য
- বায়োলজিক্যাল টক্সিন
- ল্যাবরেটরি কালচার মিডিয়া
- মজুদ অথবা বিভিন্ন টিকার নমুনা
- পরীক্ষার জন্য দেয় রক্ত, কফ, মল, সিরাম বা শরীরের নিঃসরণ ইত্যাদি

১.৪.৬. এনাটমিক্যাল বর্জ্য (Anatomical Waste)

প্যাথলজিক্যাল বর্জ্যের একটি দৃশতঃ দেহাংশই এনাটমিক্যাল বর্জ্য। এনাটমিক্যাল বর্জ্য ক্ষতিকারক বর্জ্যের আওতাভূক্ত এবং এটি জীবাণু যুক্ত বর্জ্যের একটি ধরন। যে গুলো এনাটনিক্যাল ৰর্জ্যের আওতাভুক্ত তা হলো-

- দেহ কোষ, অংঙ্গ, কর্তিত দেহাংশ
- গর্ভমৃত অপরিণত শিশু, গর্ভ ফুল
- গর্ভ সংক্রান্ত বর্জ্য ইত্যাদি

১.৪.৭. রাসায়নিক বর্জ্য (Chemical Waste)

চিকিৎসা, প্রতিষেধক ব্যবস্থা, রোগ নির্ণয় বা রোগ সংক্রান্ত গবেষণা, প্রতিষ্ঠানের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, জীবাণুমুক্তকরণ, পোকা-মাকড় নিধন কাজে ব্যবহৃত কঠিন তরল বা বায়বীয় রাসায়নিক পদার্থের উচ্ছিষ্ট অংশ বা মেয়াদ উত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্যই রাসায়নিক বর্জ্য। যেমন- বিভিন্ন প্রকার রিএজেন্ট, ডেভলেপার, ডায়ালাইসিস-এ ব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি। নিম্নে রাসায়নিক বর্জ্যের উদাহরন দেওয়া হলো-

- ফরমালডিহাইড
- প্যাথলজি এবং হিস্টোপ্যাথলজিতে ব্যবহৃত ক্লোরোফর্ম, জাইলিন, মিথানল, ট্রাইক্লোরোইথাইলিন
- অরগানিক রাসায়নিক: পারক্লোরোইথেন
- বিভিন্ন প্রকার এসিড ও ক্ষার (Acid of PH<2 & Bases of PH>12.0)
- এক্স-রে বিভাগে ব্যবহৃত ফিক্সার (10% Hydroquinone, 1.5% Potassium Hydroxide & <10% Silver) এবং ডেভলোপার (45% Glutaraldehyde)
- এমাইনোএসিড
- চিনি এবং বিভিন্ন লবন ইত্যাদি

১.৪.৮. ঔষধ সম্পর্কীয় বর্জ্য (Pharmaceutical Waste)

বাতিলকৃত, মেয়াদ উত্তীর্ণ, সংক্রামিত বা ব্যবহার অযোগ্য কঠিন ও তরল ঔষধ, সিরাম, ভ্যাক্সিন ইত্যাদি এই শ্রেণীর আওতাভূক্ত। ঔষধ এর পাত্র এবং সংক্রামিত বোতল, ভায়াল, কাপড় ইত্যাদিও এই শ্রেণীর আওতাভূক্ত।

১.৪.৯. ধারাল ও সূচাঁলো বর্জ্য (Sharp Waste)

চিকিৎসা, প্রতিষেধক ব্যবস্থা, রোগ নির্ণয় বা রোগ সংক্রান্ত গবেষণায় ব্যবহৃত সকল ধারালো ও সূচাঁলো বর্জ্য এই শ্রেণীর আওতাভূক্ত। ধারালো ও সূচাঁলো বর্জ্য সংক্রামক দ্রব্য বা জীবাণু বা ক্ষতিকারক বস্তু দ্বারা সংক্রামিত না হয়েও ধারালো জনিত কারণে ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে। একই সাথে সংক্রামক দ্রব্য বা জীবাণু বা ক্ষতিকারক বস্তু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে অতিরিক্ত স্বাস্থ্য ঝুঁকি বহন করে। কেবলমাত্র ধারালো ও সূচাঁলো বর্জ্যের এই দ্বিমুখী স্বভাবের জন্য এর প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ধারালো ও সূচাঁলো বর্জ্য যথাক্রমে-

- ব্যবহৃত সকল প্রকার সূঁই
- সার্জিক্যাল বেড
- ভাঙ্গা বোতল বা কাঁচ/টেস্ট টিউব বা পিপেট বা জার/ভায়াল
- অর্থোপেডিক কাজে ব্যবহৃত স্ক্রু
- নেইল, স্টীলের তার, স্টীল পেট, পিন
- সকল প্রকার বেড
- ভাঙ্গা স্লাইড, ব্যবহৃত এ্যম্পুল ইত্যাদি

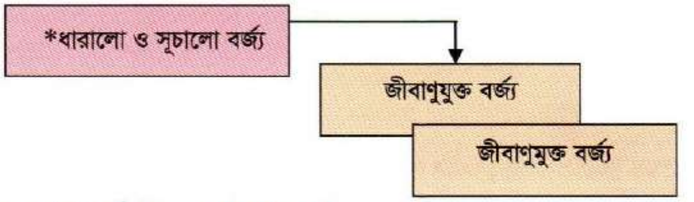

১.৪.১০. পুন:ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য (Reusable Waste)

যে সকল মেডিকেল বর্জ্যকে তার আকারের বা পূর্ব অবস্থার পরিবর্তন না করে পুনরায় ব্যবহার করা হয়, সে সকল বর্জ্য এই শ্রেনির অন্তর্ভুক্ত। পুনঃ ব্যবহার্য বর্জ্য জীবাণুযুক্ত (কালচার মিডিয়ার জন্য ব্যবহৃত পেট্রি ডিস) বা সংক্রমিত (অপারেশনের রোগীর ব্যবহৃত গাউন) বর্জ্য হলে, সেক্ষেত্রে যথাযথভাবে জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করা যেতে পারে। পুনঃব্যবহার্য বর্জ্য অনেক সময় অক্ষতিকারক/জীবাণুমুক্ত অসংক্রমিত বর্জ্য হতে পারে। পুনঃব্যবহার্য বর্জ্যের কতিপয় উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো-

- ব্যবহার্য কাগজ/মোড়ক,
- প্লাস্টিক বা ধাতব কৌটা,
- ঔষধের স্ট্রিপ, বিস্কুটের মোড়ক
- খালি বাক্স ও কার্টন, প্যাকিং বাক্স, পলিথিন ব্যাগ, মিনারেল পানির বোতল।
- ইনজেকশনের খালি ভায়েল,
- অসংক্রমিত ব্যবহার্য স্যালাইন ব্যাগ ও সেট,
- অসংক্রমিত ব্যবহার্য সিরিঞ্জ,
- অসংক্রমিত কাপড়/গজ/তুলা/রাবার দ্রব্য/কর্ক
- কাঁচের খালি বোতল।

১.৪.১১. পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য (Recyclable Waste)

"চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক পুনঃ চক্রায়নযোগ্য বর্জ্যের আলাদা কোন শ্রেণী করা হয়নি। কিন্তু "National 3R Strategy for Waste Management'2009" অনুসারে পুনঃ চক্রায়নযোগ্য বর্জ্যের আলাদা একটি শ্রেনি করা হলো। কারণ, পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একাধারে অনিয়মতান্ত্রিক ব্যবহার রোধ করা যায় এবং পাশাপাশি মূল্যবান সম্পদ আহরন সম্ভব, যা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় খরচের একটি বড় অংশ নির্বাহে সহায়তা করবে।

পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্যকে তার আকারের বা পূর্ব অবস্থার পরিবর্তন করে পুনরায় ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ কাচাঁমাল হিসাবে বিভিন্ন কারখানায় পুনরায় ব্যবহৃত হয়। পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য সাধারণতঃ ঝুঁকিমুক্ত ও জীবাণুমুক্ত, তবে অনেক সময় ঝুঁকিযুক্ত হতে পারে। যেমন- এক্স-রে ফিল্ম থেকে রুপা, প্লাস্টিক জাতীয় বিভিন্ন বর্জ্য থেকে বিভিন্ন ব্যবহার্য দ্রব্য (গামলা, বালতি, বদনা ইত্যাদি) তৈরি করা হয়।

১.৪.১২. বাংলাদেশে উৎপাদিত চিকিৎসা বর্জ্যকে নিম্নেবর্ণিত ধরন অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে[১]।

উৎপাদিত মেডিকেল বর্জ্য	বর্জ্যের শ্রেণী
সাধারণ বর্জ্য (General/Municipal Waste)	শ্রেণী -১
এনাটমিক্যাল বর্জ্য (Anatomical Waste)	শ্রেণী -২
প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য (Pathological Waste)	শ্রেণী -৩
রাসায়নিক বর্জ্য (Chemical Waste)	শ্রেণী -৪
ঔষধ সম্পর্কীয় বর্জ্য (Pharmaceutical Waste)	শ্রেণী - ৫
সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য (Infectious Waste)	শ্রেণী - ৬
তেজক্রিয় বা বিকিরণযোগ্য বর্জ্য (Radioactive Waste)	শ্রেণী -৭
ধারাল বর্জ্য (Sharp Waste)	শ্রেণী -৮
পুনঃব্যবহারযোগ্য সাধারণ বর্জ্য (অক্ষতিকারক / জীবাণুমুক্ত / অসংক্রমিত)	শ্রেণী -৯
তরল বর্জ্য (Liquid Waste)	শ্রেণী -১০
উচ্চচাপীয় বর্জ্য (Pressurised Waste)	শ্রেণী -১১

১.৫. চিকিৎসা বর্জ্য জনিত ঝুঁকি

১.৫.১. চিকিৎসা বর্জ্যের ঝুঁকির আওতায় ব্যক্তিবর্গ

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ যারা ক্ষতির ঝুঁকি বহন করেন তারা হলেন-

➢ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে

- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ
- রোগী ও দর্শণার্থী
- স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের পরিছন্নতাকর্মী ও সহযোগী সংস্থার নিয়োজিত ব্যক্তি
- স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মী

➢ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বাহিরে

- বর্জ্য নিষ্কাশনে নিয়োজিত কর্মী
- টোকাই ও ছিন্নমূল, যারা বর্জ্য থেকে মূল্যবান জিনিস সংগ্রহ করে
- বর্জ্য পরিশোধন, বিনষ্ট/ধ্বংসকরণ প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মী
- সাধারণ জনগণ

➢ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ও বাহিরে

- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী
- বর্জ্য নিষ্কাশনে নিয়োজিত কর্মী
- টোকাই ও ছিন্নমূল, যারা বর্জ্য থেকে মূল্যবান জিনিস সংগ্রহ করে

১.৫.২. চিকিৎসা বর্জ্যের স্বাস্থ্য জনিত ঝুঁকি/ক্ষতি

➢ ধারালো বর্জ্য জনিত খোঁচা লাগা বা কেটে যাওয়ার ঝুঁকি বহন করে, একই সাথে ধারালো বর্জ্যে অবস্থিত রোগের জীবাণুও অধিকতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি বহন করে।

➢ চিকিৎসা বর্জ্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মী, রোগী, দর্শনার্থী ও সহযোগী কর্মীদের মাঝে রোগ ছড়ায়।

➢ রাসায়নিক ও ঔষধ জাতীয় মেডিকেল বর্জ্য অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণ ঘটায়।

➢ কিছু কিছু রাসায়নিক ও ঔষধ জাতীয় চিকিৎসা বর্জ্য সাময়িক ও দীর্ঘ মেয়াদী সংস্পর্শে বিষঃক্রিয়া, শরীরের অঙ্গ ঝলসানো, ক্ষত সৃষ্টি ও পুড়ে যাওয়ার জন্য দায়ী।

➢ রাসায়নিক চিকিৎসা বর্জ্য ক্যান্সার তৈরি ও মানবদেহ বিকলাংগকরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

- এন্টি-নিওপ্লাস্টিক এবং সাইটোটক্সিক ঔষধ মানবদেহে কারসিনোজেনের (একটি সাধারণ কোষকে ক্যান্সার কোষে রূপান্তর করণ) ভূমিকা রাখে ।
- চিকিৎসা বর্জ্য সংক্রমিত রোগের নীরব মহামারীর ঝুঁকির আশংকা তৈরি করে, যেমন-ভাইরাল হেপাটাইটিস, টাইফয়েড, এইডস ইত্যাদি রোগসমূহ।
- চিকিৎসা বর্জ্য টোকাই/ছিন্নমূল মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, যারা জীবন ধারণের জন্য বর্জ্য থেকে বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করে।
- খোলা জায়গায় চিকিৎসা বর্জ্য পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন ধোয়া ও নানাবিধ গ্যাস মানবদেহের বিশেষ করে শ্বাসনালীর প্রদাহ তৈরি করে থাকে।

১.৫.৩. কর্মকালীন ঝুঁকি/ক্ষতি

- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মী অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবস্থান করে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বহন করে।
- ল্যাবরেটরি বিভাগের স্বাস্থ্যসেবা কর্মী বিশেষ করে ল্যাব-টেকনিশিয়ান ও ব্লাড ব্যাংক টেকনিশিয়ান অসাবধানতার জন্য পুড়ে যাওয়া, ধারালো বর্জ্য দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়া, ঝলসে যাওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি বহন করে।
- বর্জ্য পরিবহনকারী কর্মী, আয়া, পরিচ্ছন্ন কর্মী তাদের কর্মকালে ধারালো বর্জ্য দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়া ছাড়াও জীবাণু দ্বারা আক্রান্তের ঝুঁকি বহন করে।
- কর্মকালীন সময়ে নার্স/টেকনোলজিস্টগণ তাদের কর্মকালে ধারালো বর্জ্য দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়।

১.৫.৪. পরিবেশ জনিত ঝুঁকি/ক্ষতি

- ক্ষতিকারক বর্জ্যের অস্বাস্থ্যকর স্তুপীকরণের জন্য ভূপৃষ্ঠের/ভূগর্ভের পানি ও বায়ুমন্ডলের দূষণ ঘটে।
- বর্জ্য ড্রেন ও নর্দমা ভর্তি করে, রাস্তায় উপচিয়ে পড়ে, দৃশত পরিবেশের সৌন্দর্য নষ্ট এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে।
- প্রবাহিত বায়ু ক্ষতিকারক বর্জ্যের জীবাণু ও ক্ষতিকারক পদার্থ বহন করে, যার মাধ্যমেও রোগ ছড়ায়।
- বিকিরণযোগ্য বর্জ্য মারাত্মকভাবে মাটিতে অবস্থানকারী জীবাণুর উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে, পচঁনের পরিধিকে নষ্ট করে এবং মাটির উর্বরতা বিনষ্ট করে।
- খোলা জায়গায় স্তুপীকৃত বর্জ্য বায়োডিগ্রেডেশনের মাধ্যমে বিক্রিয়া করে গ্যাস তৈরি করে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য সংরক্ষণের পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে বর্জ্য উপচিয়ে পড়ে পরিবেশের ক্ষতি করে ।
- খোলা জায়গায় মেডিকেল বর্জ্য পোড়ানোর ফলে বায়ুমন্ডলের দূষণ তথা পরিবেশের ক্ষতি করে।
- রাসায়নিক বর্জ্য বিদ্যমান খাদ্য উৎপাদন চক্রের (Food Chain) ক্ষতি সাধন করে ।

১.৫.৫. জীবাণুযুক্ত বর্জ্য জনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি/ক্ষতি

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বর্জ্য বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইট, ভাইরাস এবং ফাঙ্গাস) প্রচুর পরিমাণে ধারণ করে এবং সংবেদনশীল মানবদেহে সংক্রমিত হয়ে রোগের সৃষ্টি করে। প্যাথলজিক্যাল এবং এনাটমিক্যাল বর্জ্যজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি/ক্ষতির কারণ এই বর্জ্যে জীবাণুর উপস্থিতি, যেমন

- ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত কালচার মিডিয়া (Culture media)।
- অপারেশন থিয়েটার এবং মর্গে কর্তিত দেহাংশ।
- জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত রক্ত, দেহরস, রক্তরস ইত্যাদি।
- সংক্রমিত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে মেডিকেল বর্জ্য বাহিত জীবাণুসমূহ যথাক্রমে-

- স্ট্রেপটোকক্কাস (Streptococcus)
- নিমোকক্কাস (Pneumococcus)
- স্টেফাইলোকক্কাস (Staphylococcus)
- ই-কোলাই (E.Coli)
- ক্লস-টিটানি (C.Tetani)
- হেমোফিলাস ইনফ্লুইনজি (H. Inflouenzae)
- সিওডোমোনাস (Pseudomonus)
- ক্লেবসিলা (Klebsiella)
- সালমোনেলা (Salmonella)

- সিগেলা (Shigella) ইত্যাদি ।

এবং গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে চিকিৎসা বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা বা দুর্বল ব্যবস্থাপনা জনিত কারণে সংক্রামিত রোগসমূহ হলো-

- পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহ (ডায়রিয়া)
- চর্মরোগ
- হেপাটাইটিস- বি
- টিবি
- হেপাটাইটিস- সি
- শ্বাসনালীর রোগ
- রক্তবাহিত প্রদাহ
- এইডস
- সার্স ভাইরাস ইত্যাদি

১.৫.৬. ধারালো ও সূচাঁলো বর্জ্য জনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি/ক্ষতি

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ধারালো বর্জ্যকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেয়া হয়, কারণ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বর্জ্যের মধ্যে ধারালো ও সূচালো বর্জ্যই একমাত্র বর্জ্য যা দুই ভাবে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বহন করে। প্রাথমিকভাবে জীবাণুমুক্ত বর্জ্য আঘাতজনিত ঝুঁকি বহন করে এবং জীবাণুযুক্ত বর্জ্য আঘাতসহ সংক্রমনের ঝুঁকি বহন করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে (Source: Kane et al, 2000) সংক্রমিত সিরিঞ্জ এবং সূঁই ব্যবহারে প্রতি বৎসর সমগ্র পৃথিবীতে ২৩ মিলিয়ন লোক হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি এবং এইডস রোগে আক্রান্ত হয়।

বাংলাদেশে সরকারি জেলা, মেডিকেল কলেজ এবং বিশেষায়িত পর্যায়ের হাসপাতালে পরিচালিত এক গবেষণা মতে[১০] ২৯৪ (পুরুষ ২০৩ জন এবং স্ত্রী লোক ৯১) জন বর্জ্য পরিবহনকারী (ওয়ার্ড বয়, আয়া, ক্লিনার) এর মধ্যে মোট ৪০ (১৩.৬১%) (পুরুষ ৩২ জন এবং স্ত্রী লোক ৮) জনের রক্তে হেপাটাইটিস-বি সনাক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ বর্জ্য পরিবহনকারী নিজেই জানেন না যে তিনি হেপাটাইটিস-বি তে আক্রান্ত। বর্ণিত গবেষণায় মেডিকেল বর্জ্যই যে হেপাটাইটিস-বি এর জন্য দায়ী তা স্পষ্টত সনাক্ত করা না গেলেও, সম্ভবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

সরকারী জেলা, মেডিকেল কলেজ এবং বিশেষায়িত পর্যায়ের হাসপাতালে পরিচালিত একটি গবেষণা [৯]মতে, ২৮৩ জন বর্জ্য পরিবহনকারীর মধ্যে মোট ২৫৫ (৯০.১১%) জন বর্জ্য পরিবহনকারী প্রতি সপ্তাহে কর্মকালীন সময়ে কমবেশী ২৫ বার ধারালো বর্জ্য দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হন।

১.৫.৭. ঔষধ এবং রাসায়নিক বর্জ্যজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি/ক্ষতি

ঔষধ এবং রাসায়নিক বর্জ্য বিস্ফোরণ এবং পুড়িয়ে দেবার ঝুঁকিসহ বিভিন্ন ঝুঁকি বহন করে, তবে শ্বাস নালীর প্রদাহ এবং বিভিন্ন অঙ্গের চামড়া পুড়ে যাওয়া খুব বেশী দেখা যায়।

১.৫.৮. তেজস্ক্রীয়/বিকিরণযোগ্য বর্জ্যজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি/ক্ষতি

স্বাস্থ্যসেবায় ব্যবহৃত বিকিরণযোগ্য পদার্থ সাধারণত Short Half life সম্পন্ন। এই সকল বিকিরণযোগ্য পদার্থ হতে এক্স-রে, আলফা/বিটা-পারটিক্যাল এবং গামা রশ্মি নির্গত হয়। বিকিরণযোগ্য বর্জ্য কঠিন, তরল এবং বায়বীয় হতে পারে যা Radionuclides দিয়ে সংক্রমিত থাকে।

- আলফা-পারটিক্যাল (α-Particles): যার ইলেকট্রন ধনাত্মক এবং প্রোটন ও নিউট্রন ধারণ করে। জীবদেহ ভেদের কম ক্ষমতা সম্পন্ন। খাবার এবং শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানব দেহে প্রবেশ করে ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে।
- বিটা-পারটিক্যাল (ß-Particles): যার ইলেকট্রন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক এবং জীবদেহ ভেদের ক্ষমতা সম্পন্ন, যা জীব কোষের ভিতরের আমিষ পদার্থকে Ionization করোর ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে।
- গামা রশ্মি: ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণ করে এবং ছোট ওয়েভলেন্থ সম্পন্ন। জীবদেহ ভেদের অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন।

চিকিৎসা বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা

চিকিৎসা বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা একটি নিয়মানুগ পদ্ধতি, যা বর্জ্যের নিয়ন্ত্রিত/বাস্তবিক পৃথকীকরণ, সংগ্রহকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন, পৃথকীকৃত বর্জ্যের সুষ্ঠু পরিশোধন এবং চূড়ান্ত অপসারন পদ্ধতি, যা জনগণ ও পরিবেশের জন্য কোন ঝুঁকি বহন করবে না ।

বর্জ্য উৎপাদনকারীর জ্ঞানের পরিধি, মনোভাব এবং সেবা প্রদানকারীদের অনুশীলনই হল সুষ্ঠ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মুলমন্ত্র, তাই সুষ্ঠু চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা । এই পরিকল্পনায় থাকবে নির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার ।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুইটি অংশ রয়েছে । যথা-

- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ভিতরে চিকিৎসা বর্জ্য-এর ব্যবস্থাপনা এবং
- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বাহিরে চিকিৎসা বর্জ্য-এর ব্যবস্থাপনা

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে চিকিৎসা বর্জ্য-এর ব্যবস্থাপনা

২.১. বর্জ্য হ্রাসকরণ

বর্জ্য হ্রাসকরণ বলতে বোঝায় বর্জ্যের উৎপাদন রোধকরা বা উৎপাদনের পরিমান কমিয়ে রাখা । স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণই বর্জ্যের ধরন ও পরিমাণ হ্রাসকরণে মৌলিক ভূমিকা পালন করে ।

সমগ্র বিশ্বে ইদানিং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়, বর্জ্য হ্রাসকরণের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । ২০০৫ ইং সালে সার্ক সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত Solid Waste Management in SARC countries বিষয়ক কর্মশালায় Dhaka Declaration-এ গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য যত কম উৎপন্ন করা যায় । পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়নের মাধ্যমে উৎপাদিত বর্জ্য যেন সম্পদে পরিণত করা হয় ।

২.১.১. লোগোতে গুরুত্ব বুঝাবার জন্য, গুরুত্বের ক্রমানুসারে অক্ষর-এর আকার বাড়ানো ও কমানো হয়েছে ।

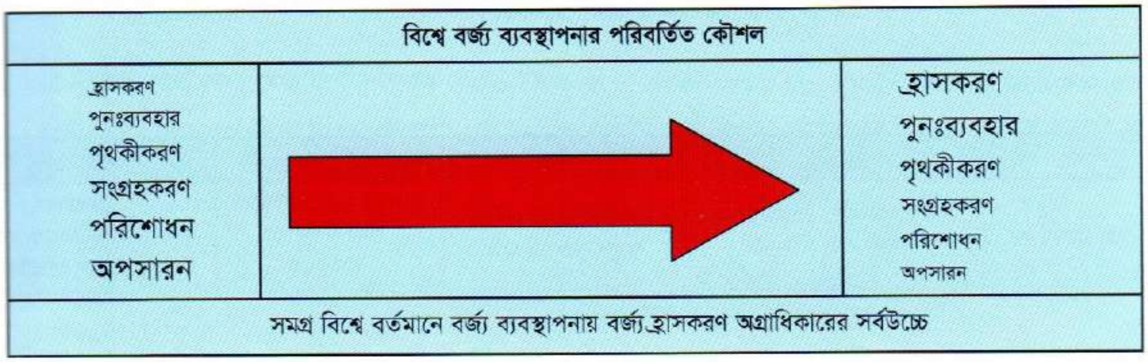

২.১.২. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস করার কতিপয় পদ্ধতি

- উৎসে বর্জ্য হ্রাস করা
  - পিভিসি ছাড়া প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি বেশী ক্রয়/সংগ্রহ করা
  - সেবা প্রদানকারী কর্তৃক বর্জ্য কম উৎপাদন করা
  - ক্রয় ও সরবরাহ-এর উৎস হ্রাস, যাতে ক্ষতিকারক বর্জ্য কম উৎপন্ন হয়
  - পুনরায় ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য বেশী ক্রয়/সংগ্রহ করা
- নির্ধারিত নীতিমালার অধীনে পুনঃব্যবহার্য দ্রব্যাদী প্রয়োজনীয় জীবাণুমুক্ত করে তড়িৎ ব্যবহার নিশ্চিতঃ করা
- দর্শনার্থী ও তাদের আনা বিভিন্ন সামগ্রীর প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা
- রোগী এবং দর্শনার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও তাদের সহায়তা নেয়া
- সেবা প্রদানকারী এবং সহযোগী সংস্থার জনবলকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- ভান্ডারের ব্যবস্থাপনা সুচারুভাবে পরিচালনা করা
- সরকার অনুমোদিত 3R (Reduse, Reuse & Recycle) পদ্ধতির প্রচলন নিশ্চিত করা
- সরকার অনুমোদিত 5S-Kaizen-TQM পদ্ধতি-এর প্রচলন নিশ্চিত করা

ব্যবস্থাপনা	করণীয়
গুদামজাতকরণ	• যথাযথভাবে মেডিকেল দ্রব্যাদীর সংরক্ষণ নিশ্চিত করা । • "প্রথম সংগ্রহ/জমা প্রথম বিতরণ"-নীতিমালা অনুসরণ করে মেডিকেল দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করা । • কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত/তিন মাস অন্তর অন্তর ভাভারে রক্ষিত বিভিন্ন ঔষধ ও যন্ত্রপাতির মেয়াদপুর্তি তদারকী করা । • গুদামরক্ষক গুদাম ব্যবস্থাপনার নীতিমালাসমুহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে কিনা, কর্তৃপক্ষকে তা নিশ্চিত করা । • মেডিকেল দ্রব্যাদি সংগ্রহ থেকে সরবরাহ করা পর্যন্ত তত্ত্বাবধান করা ।
দ্রব্যাদি গ্রহণ	• পাষ্টিক দ্রব্যাদির গ্রহণ/ক্রয় যতটুকু সম্ভব সীমিতকরণ । কারন প্লাস্টিক দ্রব্যাদি অপঁচনশীল, বেআইনীভাবে পুনঃব্যবহার, পোড়ানো বা ইনসিনারেশন করার ভয় থাকে । • সংগৃহীত মেডিকেল মালামাল দীর্ঘ মেয়াদী মর্মে নিশ্চিত হতে হবে ।
দ্রব্যাদি সরবরাহ	• প্রাধিকার ভিত্তিতে স্বল্প মেয়াদী ও পুরাতন স্টক, প্রথমে ব্যবহার নিশ্চিত করা । • সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন মজুদ নিশ্চিত করে, চাহিদার ভিত্তিতে অল্প অল্প মালামাল সরবরাহ করা । • "প্রথম সংগ্রহ/জমা প্রথম বিতরণ"- নীতিমালা অনুসরণ করে মেডিকেল দ্রব্যাদি সরবরাহ করা ।
রেকর্ড সংরক্ষণ	• মেডিকেল দ্রব্যাদির গ্রহণ ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ নিশ্চিত করা ।
অব্যবহারযোগ্য দ্রব্য বিনষ্ট বা ধ্বংসকরণ	• গুদামরক্ষক কর্তৃক গুদামের অব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদির তালিকা প্রনয়ণ । • কনডেমনেশন কমিটির মাধ্যমে সরকারি বিধির আওতায় অব্যবহারযোগ্য দ্রব্য নষ্ট বা ধ্বংস করতে হবে ।
মনিটরিং ও তদারকী	• সহায়তামূলক তদারকী করা । • কর্মচারীদের যথার্থ জ্ঞান ও দক্ষতা নিশ্চিত করা । • কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা ঘাটতিতে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ।

২.১.৩. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস করার সিডিউল

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্তাবধান
বর্জ্য হ্রাসকরণ	সেবা প্রদানকারী, সহযোগী সংস্থা, রোগী এবং দর্শনার্থী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনামতে	সম্পদ সংগ্রহ, সরবরাহ এবং ব্যবহারের সময়কালে	ক্ষেত্রভেদে স্টোর কিপার/স্টোর অফিসার, বিভাগীয় প্রধান, প্রতিষ্ঠান প্রধান,

২.২. বর্জ্য চিহ্নিতকরণ ও পৃথকীকরণ

বর্জ্য সনাক্তকরণ ও পৃথকীকরণই হলো, সরকার নির্ধারিত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত চিকিৎসা বর্জ্য পৃথক করা। বিশেষজ্ঞদের মতে বর্জ্য পৃথকীকরণই হলো চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চাবিকাঠি। কারণ সঠিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য সনাক্তকরণ ও পৃথকীকরণ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।

২.২.১. বর্জ্য পৃথকীকরণে উলেখযোগ্য বিষয়

- প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বর্জ্যটি কোন ধরনের এবং কোন রং-এর পাত্রে রাখতে হবে।
- ধারণার বশবর্তী হয়ে এবং বর্জ্যের ধরন সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে, কখনও চিকিৎসা বর্জ্য পৃথক করা যাবে না।
- পৃথকীকৃত বর্জ্য পুরোপুরি ও সঠিকভাবে পাত্রে রাখা হয়েছে এবং ভালভাবে পাত্রের ঢাকনা লাগানো হয়েছে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- পৃথকীকরণের পর, কর্মচারীগণ কখনও পৃথকীকৃত বর্জ্য এক পাত্র হতে অন্য পাত্রে স্থানান্তর করতে পারবে না।
- যদি কোন কারণে সাধারণ বর্জ্য, ক্ষতিকারক বর্জ্যের সাথে মিশে যায়, তাহলে মিশ্রিত বর্জ্য ক্ষতিকারক/সংক্রামক বর্জ্য হিসাবে ধরে নিতে হবে।
- বর্জ্য পৃথকীকরণ-এর সময় যদি বর্জ্য সনাক্তকরণ সম্ভব না হয়, তাহলে বর্জ্য গুলোকে ক্ষতিকারক বর্জ্য হিসাবে ধরে নিতে হবে।
- বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী সিলভার রং-এর ছিদ্র বিহীন লেড পাত্রে বিকিরণযোগ্য বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও পরিবহন করতে হবে।
- বর্জ্যের ধরনভেদে লাল/কাল/সবুজ/নীল অথবা হলুদ রং-এর পাত্রে পৃথকীকৃত বর্জ্য রাখতে হবে।
- রোগীর বিছানার নিচে রাখা গামলায় তরল বর্জ্য ছাড়া অন্য কোন কঠিন (ঔষধের খোসা, খাবারের উচ্ছিষ্ট, ফলের খোসা, কাগজ, টিস্যু বা টয়লেট পেপার ইত্যাদি) বর্জ্য ফেলা যাবে না।
- পঁচনশীল ও অপঁচনশীল সাধারণ বর্জ্য পৃথকীকরণ ও সংরক্ষণ একই পাত্রে (কাল রং-এর পাত্র) করা যায়, তবে কাল রং-এর ২টি ভিন্ন পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- তরল ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য অল্প পরিমাণ হলে, তা নীল রঙের পাত্রে রাখা যেতে পারে।
- কঠিন ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য অল্প পরিমান হলে ক্ষতিকারক বর্জ্য রাখার হলুদ পাত্রে রাখা যেতে পারে।
- বিভিন্ন প্রকার তরল রাসায়নিক বর্জ্য এক সাথে এক পাত্রে রাখা সঠিক না, কারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
- প্রতিটি বর্জ্য রাখার পাত্রে স্পষ্ট বাংলা ভাষায়, রংভেদে বর্জ্যের ধরন লিখতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বা বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত সাংকেতিক চিহ্ন/লেবেল ব্যবহার করতে হবে।
- জীবাণুযুক্ত/সংক্রমনযোগ্য বর্জ্য পৃথক করার পর, নির্ধারিত পাত্রে রাখার সময় বা পাত্রে রাখার পূর্বে জীবাণুমুক্ত করা উত্তম।
- স্বাস্থ্যসেবায় ব্যবহৃত সকল প্রকার নল/ব্যাগ নির্দিষ্ট রং-এর পাত্রে রাখার পূর্বে টুকরো টুকরো করে কেটে পুনঃব্যবহারের অযোগ্য করে দিতে হবে।
- পুনঃচক্রায়নযোগ্য (সংক্রামক বা অসংক্রামক) বর্জ্য সবুজ রং-এর পাত্রে রাখতে হবে, সেক্ষেত্রে জীবাণুমুক্ত করণের লক্ষ্যে সবুজ পাত্রে জীবাণুনাশক (০.৫% ক্লোরিণ দ্রবণ) রাখতে হবে।
- ধারালো (সংক্রামক বা অসংক্রামক) বর্জ্য লাল রং-এর পাত্রে রাখতে হবে, সেক্ষেত্রে জীবাণুমুক্ত করণের লক্ষ্যে লাল পাত্রে জীবাণুনাশক (০.৫%ক্লোরিণ দ্রবণ) রাখতে হবে।
- সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান সকল সময় বর্জ্য পৃথকীকরণ এর পদ্ধতি ও অনুশীলন তদারকী করবেন।

২.২.২. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রং-এর বিন্যাস (Color Coding)

বর্জ্যের ধরন সনাক্তকরণের সহজ পদ্ধতিই হলো বর্জ্য উৎপত্তির পরপরই বর্জ্য উৎপাদনকারী কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন রং-এর পাত্রে পৃথকভাবে বর্জ্য রাখা।

২.২.২.১. বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত রং বিন্যাস[১]

বর্জ্যের প্রকার	বর্জ্যের ধরণ	কালার কোড	অনুমোদিত রং
সাধারণ বর্জ্য	শ্রেণী - ১	কাল	
এ্যানাটমিক্যাল/প্যাথলজিক্যাল/সংক্রামক/ জীবাণুযুক্ত বর্জ্য	শ্রেণী - ২, ৩, ৬	হলুদ	
রাসায়নিক/ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য (পরিমাণে অল্প হলে)	শ্রেণী - ৪, ৫	হলুদ	
তেজস্ক্রিয়/বিকিরণযোগ্যবর্জ্য	শ্রেণী - ৭	সিলভার	
ধারালো বর্জ্য (সংক্রমিত বা অসংক্রমিত)	শ্রেণী - ৮	লাল	
তরল বর্জ্য (ক্ষতিকারক, সংক্রামিত, জীবাণুযুক্ত, জীবাণুমুক্ত, কেমিক্যাল এবং অক্ষতিকারক)	শ্রেণী - ১০	নীল	
পুনঃব্যবহারযোগ্যবর্জ্য	শ্রেণী - ৯	সবুজ	

২.২.৩. চিকিৎসা বর্জ্য পৃথকীকরণের সিডিউল

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
বর্জ্য পৃথকীকরণ	বর্জ্য উৎপাদনকারীর	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী এবং অনুমোদিত কালার কোড অনুসারে	বর্জ্যের উৎপত্তিস্থলে এবং বর্জ্য উৎপাদনের পর পরই	ক্ষেত্রভেদে মেট্রন, নার্সিং সুপারভাইজার, আর এম ও এবং বিভাগীয় প্রধান

২.২.৪. চিকিৎসা বর্জ্য পৃথকীকরণের ছক

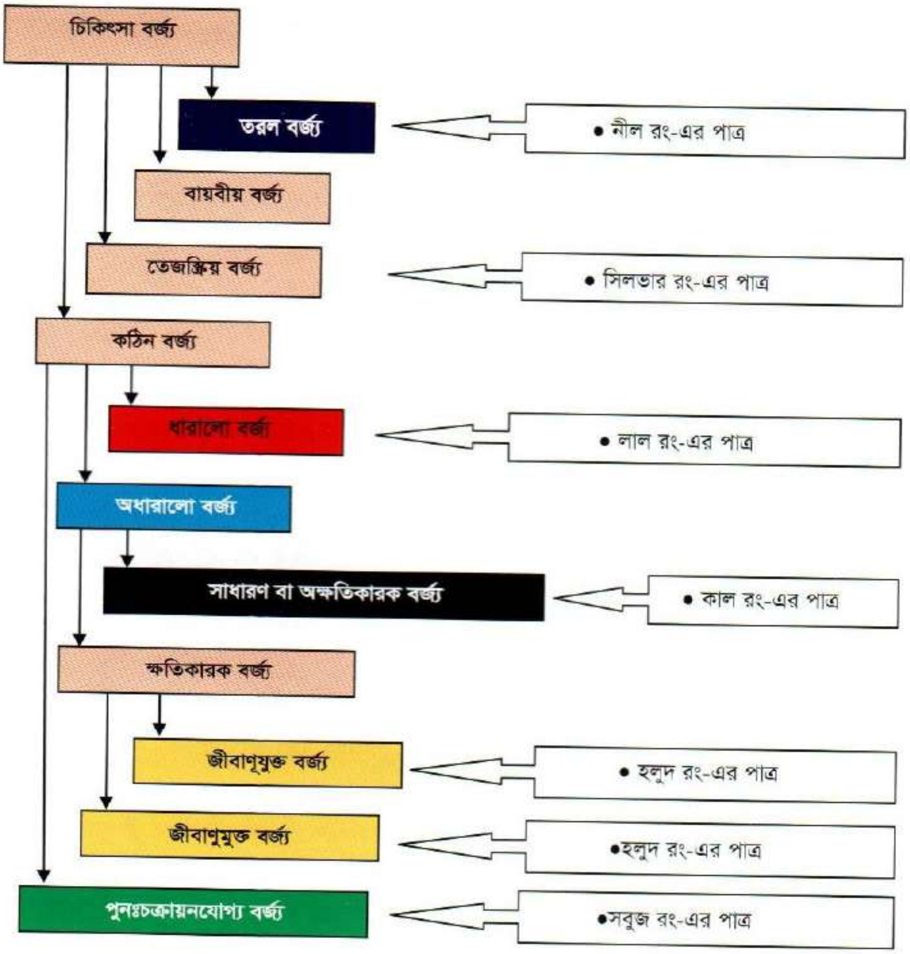

২.২.৪.১. ব্যবহৃত স্যালাইন ব্যাগ ও সেটের পৃথকীকরণের ছক

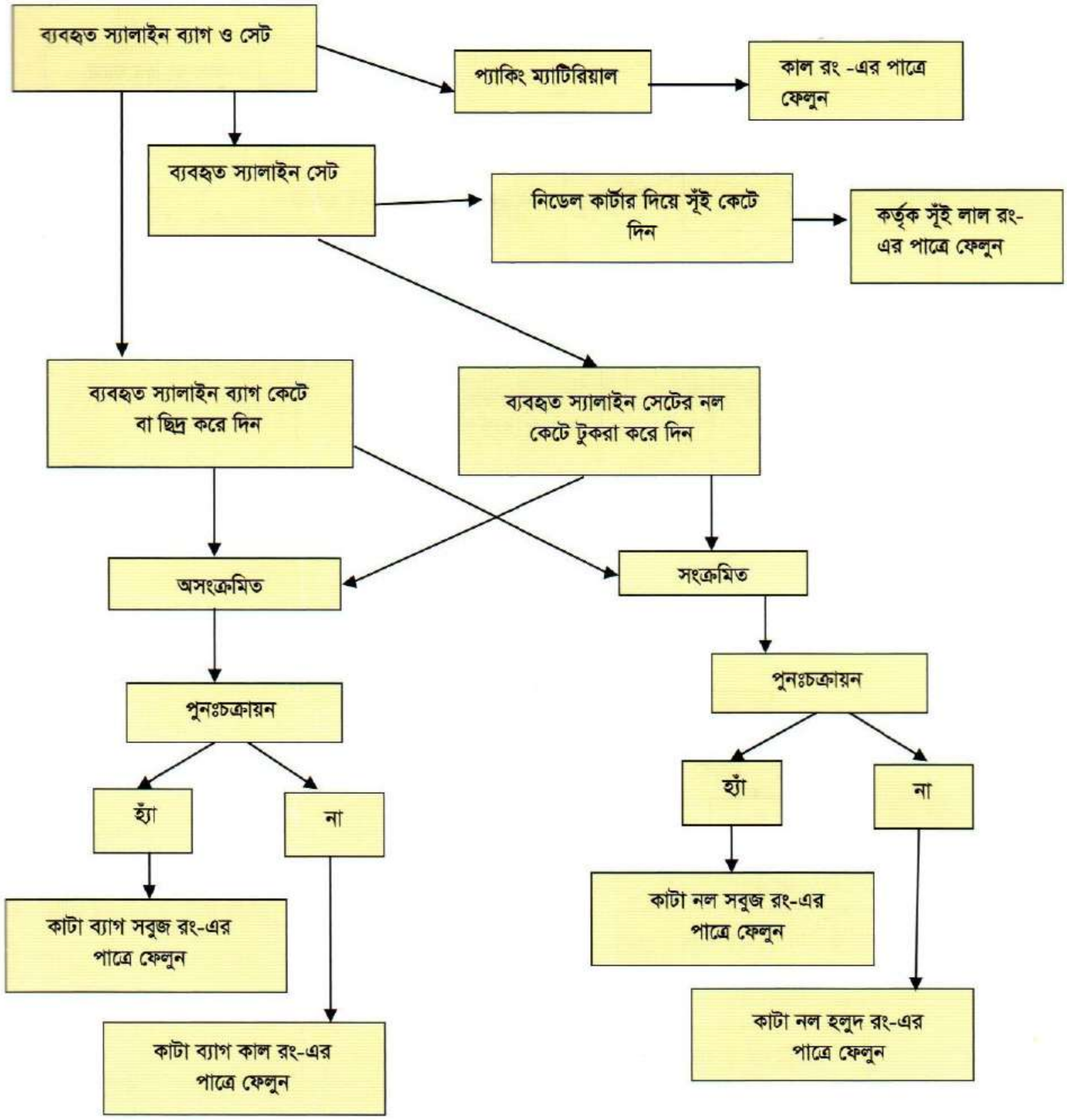

- **বিঃ দ্রঃ**

১. সেবা প্রদানের পূর্বে গ্লাভস্ পড়ে নিন।
২. লাল এবং সবুজ রং-এর পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখুন।
৩. হলুদ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে অটোক্লেভ করে দিন।
৪. সবুজ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে জীবাণূমুক্ত করে দিন।

২.২.৪.২. ব্যবহৃত রক্ত সঞ্চালনের সেট ও ব্যাগ-এর পৃথকীকরণের ছক

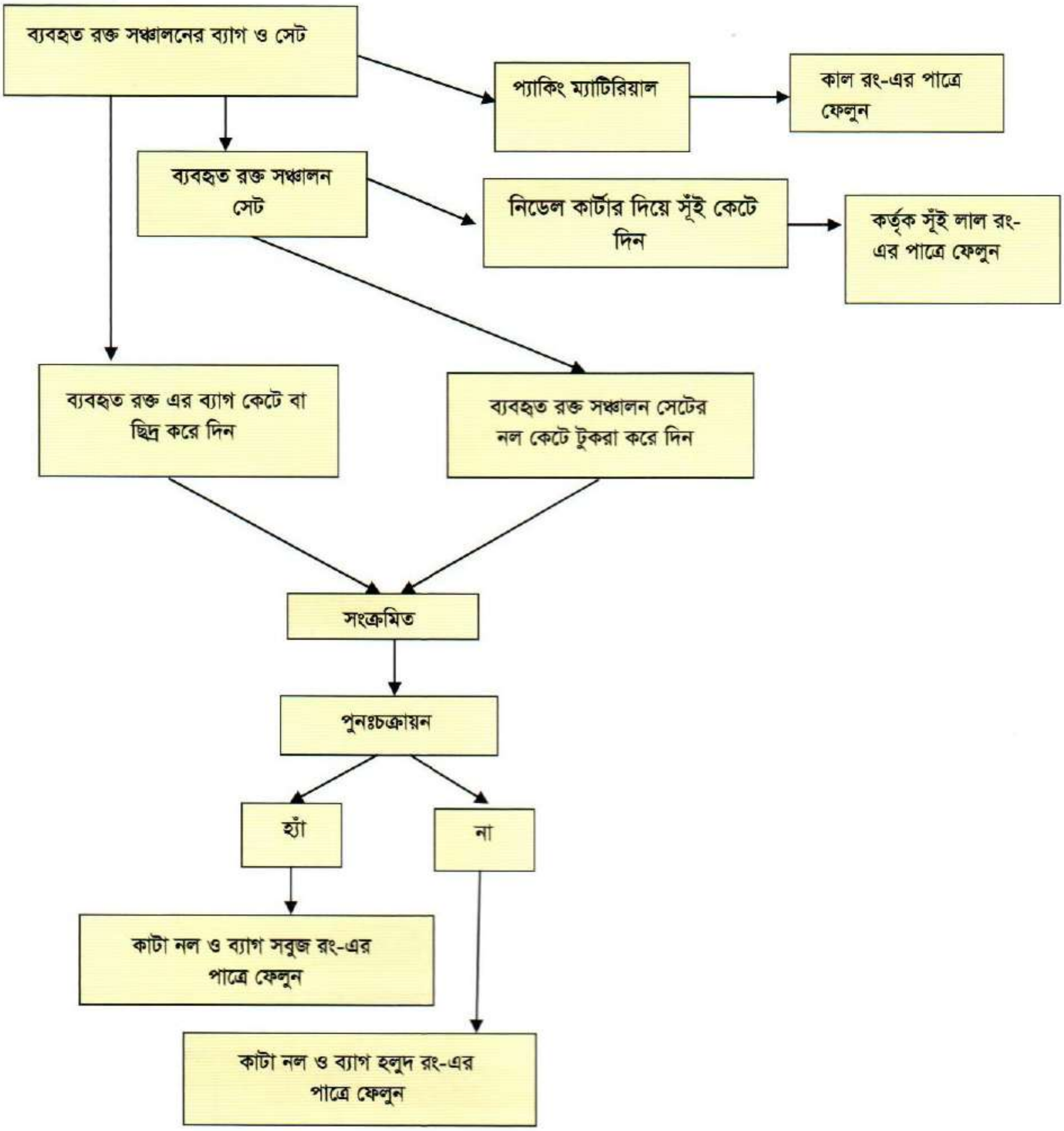

• বিঃ দ্রঃ

১. সেবা প্রদানের পূর্বে গ্লাভস পড়ে নিন।
২. লাল এবং সবুজ রং-এর পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখুন।
৩. হলুদ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে অটোক্লেভ করে দিন।
৪. সবুজ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে জীবাণুমুক্ত করে দিন।

২.২.৪.৩. ব্যবহৃত ইউরিন ব্যাগ/ক্যাথেটার-এর পৃথকীকরণের ছক

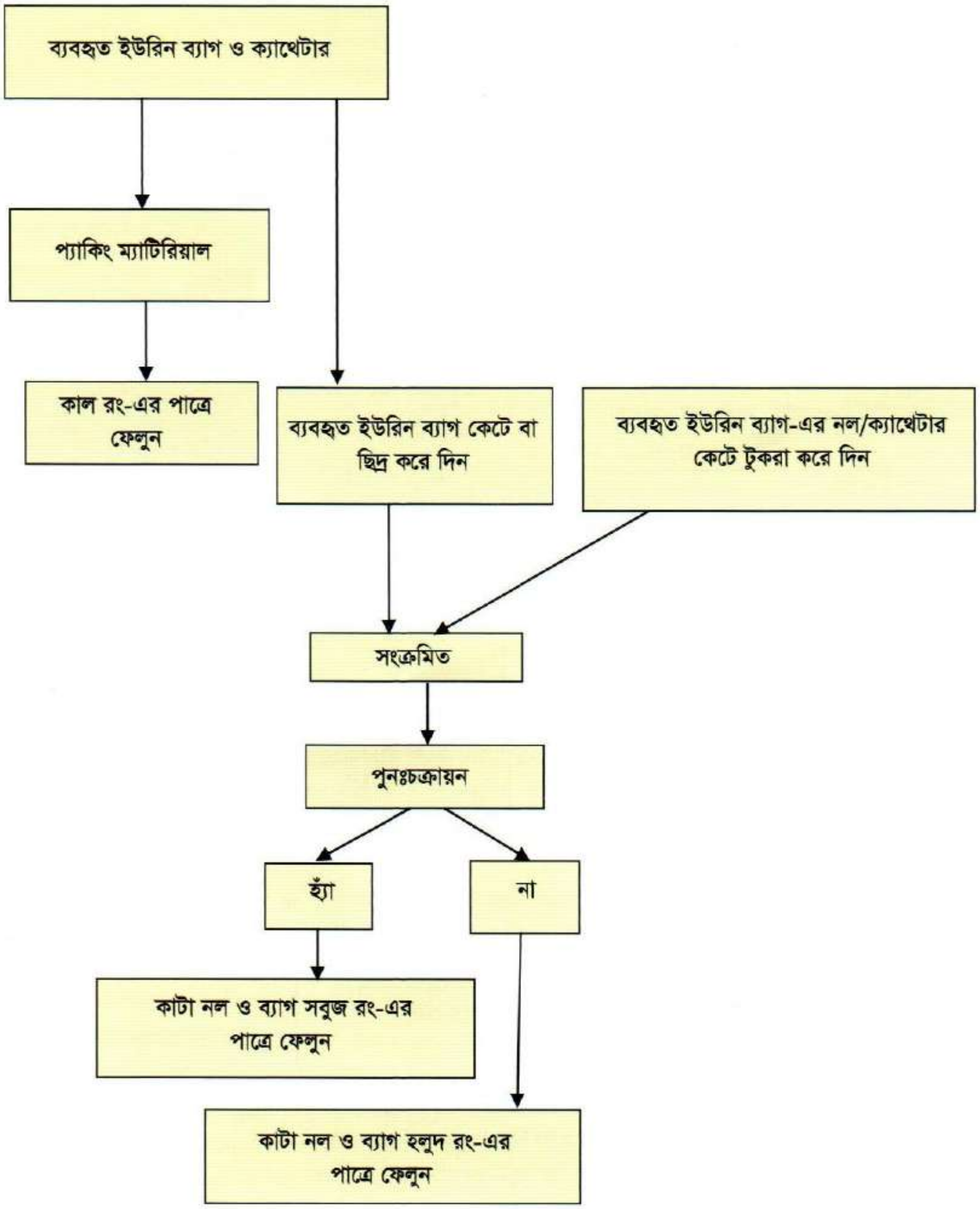

- বিঃ দ্রঃ

১. সেবা প্রদানের পূর্বে গ্লাভস্ পড়ে নিন।
২. লাল এবং সবুজ রং-এর পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখুন।
৩. হলুদ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে অটোক্লেভ করে দিন।
৪. সবুজ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে জীবাণুমুক্ত করে দিন।

২.২.৪.৪. ব্যবহৃত রাইলস টিউব-এর পৃথকীকরণের ছক

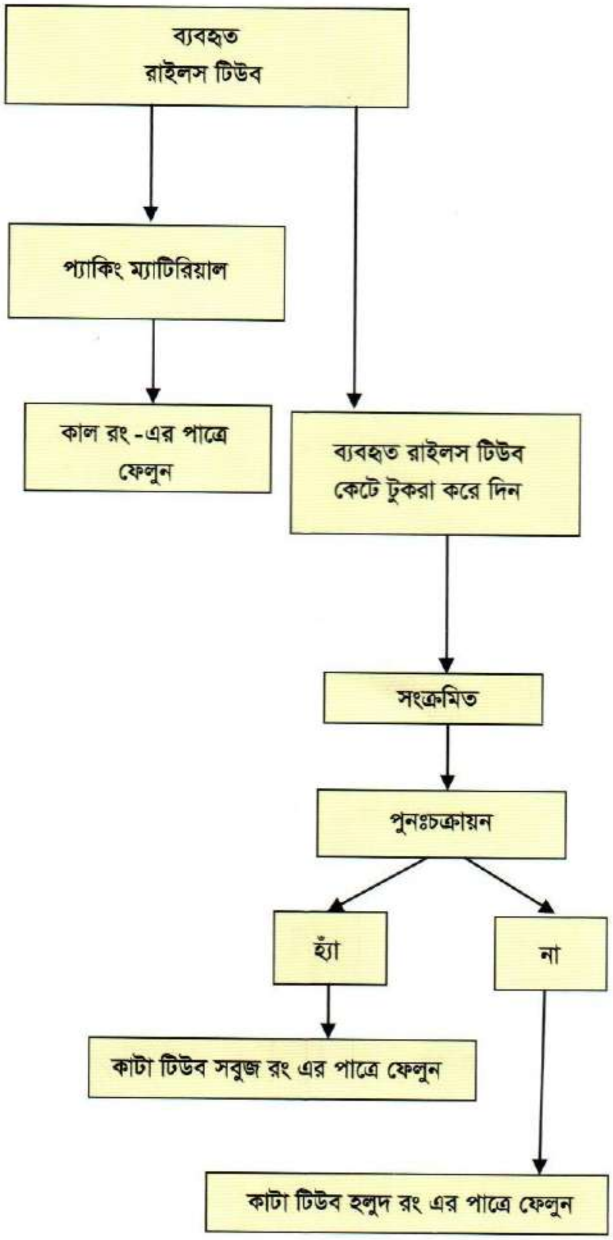

- বিঃ দ্রঃ
  ১. সেবা প্রদানের পূর্বে গ্লাভস্ পড়ে নিন।
  ২. লাল এবং সবুজ রং-এর পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখুন।
  ৩. হলুদ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে অটোক্লেভ করে দিন।
  ৪. সবুজ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে জীবাণুমুক্ত করে দিন।

২.২.৫. সূচাঁলো বা ধারালো বর্জ্য (সিরিঞ্জ) পুনঃব্যবহার বন্ধের পদ্ধতি ঃ

ধারালো বর্জ্যের পুনঃব্যবহার বন্ধের এবং অপসারণের অনেক পদ্ধতি আছে, তবে প্রাপ্ত তথ্য মতে বহুল প্রচলিত পদ্ধতি সমুহ যথাক্রমে -

- হস্তচালিত নিডল কার্টার

ধারালো বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনেক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে নিডল কার্টার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে সিরিঞ্জ থেকে সূঁই এবং নজল কেটে ফেলা হয়, ফলে কার্যত সিরিঞ্জটি পুনঃব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পুনঃচক্রায়নের যোগ্য হয়। সূঁইকে এক বা একাধিক টুকরা করার ফলে সূঁইটিও পুনঃব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। কোন কোন যন্ত্র সূঁই সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্বলিত হয়ে থাকে। এই যন্ত্র ব্যবহারের ফলে অপসারণযোগ্য ধারালো বর্জ্যের পরিমান অনেক কমে যায় এবং আর্থিক অপচয় কম হয়।

বহুল প্রচলিত নিড্‌ল কার্টারের ছবি-

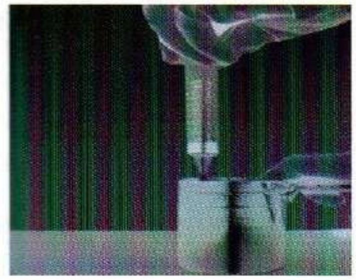

- যান্ত্রিক চালিত কার্টার

প্রচুর পরিমাণে ধারালো বর্জ্যের ব্যবস্থাপনায় অনেক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে যান্ত্রিক কার্টার ব্যবহার করা হয়। কার্টার গুলো সাধারণত বিদ্যুৎ শক্তি চালিত হয়ে থাকে।

- ইলেকট্রিক স্পার্ক/নিডল ডেষ্ট্রয়ার

এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যন্ত্র সাধারণত বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা পরিচালিত। এই যন্ত্রে উচ্চ তাপে একটি ইলেট্রোড দ্বারা সূঁইকে নিমিষেই গলিয়ে ফেলা হয়। যেখানে অল্প সময়ে অনেক সূঁই ধ্বংস করা প্রয়োজন, এমন স্থানে এপিই উপযুক্ত পদ্ধতি, যেমন- প্যাথলজি বিভাগ, রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ, ওটি ইত্যাদি। অনেক সময় একই যন্ত্র কার্টার এবং ডেষ্ট্রয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

২.২.৫.১. কার্টার এবং ডেষ্ট্রয়ার ব্যবহারের নির্দেশনাবলী

- পুনঃব্যবহার রোধ করার জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত সূঁই ব্যবহারের পরপরই কেটে বা গালিয়ে দিতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে নিডল কার্টার সেবা প্রদানকারীদের কাছাকাছি রাখতে হবে। সেবা প্রদানকারীদের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে নিডল কার্টার সরবরাহ করা উত্তম।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ আদর্শগত পদ্ধতি অনুসরণ করে কার্টার যন্ত্রটি ব্যবহার করবেন।
- ব্যবহারের পর সকল প্রকার সূঁই কার্টার যন্ত্রের উপরের ছোট ছিদ্রপথে ঢুকিয়ে কার্টারের হাতলে চাপ দিন, সাথে সাথে সূঁই কেটে যন্ত্রের ভিতরে পড়ে যাবে। একই ভাবে সিরিঞ্জের নজল অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্রে ঢুকিয়ে হাতলে চাপ দিয়ে কেটে নিন।
- প্রচুর পরিমাণ সিরিঞ্জ ব্যবহারের স্থানে নিডল ডেষ্ট্রয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন ব্লাড ব্যাংক, অপারেশন থিয়েটার ইত্যাদি। নিডল ডেষ্ট্রয়ার সাধারনত বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হয়। নিডল ডেষ্ট্রয়ারের নির্ধারিত স্থানে সূঁই লাগানোর সাথে সাথে সূঁইটি গলে যায়। বিদ্যুৎ বা ব্যাটারী চালিত শক্তির অবর্তমানে অনেক নিডল ডেষ্ট্রয়ারে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে নজল এবং সূঁই কাটার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে।
- বাটারফ্লাই নিডেল, আই ভি ক্যানুলা, স্যালাইন সেটের সূঁই, রক্ত সঞ্চালনের সেটের সূঁই, সিরিঞ্জের নজল ব্যবহারের পরপরই কেটে দিতে হবে। সিরিঞ্জের নজল কাটা না গেলে, সিরিঞ্জটি অবশ্যই কেটে/ভেঙ্গে টুকরা করে দিতে হবে।

২.২.৫.২. সূচাঁলো বা ধারালো বর্জ্যের পৃথকীকরণ

- ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ-এর ক্ষেত্রে
  - সংক্রমিত নয় এমন সিরিঞ্জের ক্ষেত্রে, সিরিঞ্জের ফয়েল কাল পাত্রে ফেলুন। সূঁই ও নজল কার্টার দিয়ে কেটে কার্টারের পাত্র হতে লাল বিন/পাত্রে, সিরিঞ্জের বাকী অংশ পুনঃচক্রায়নের জন্য ক্লোরিন সলিউশন রাখা সবুজ পাত্রে ফেলুন। পুনঃচক্রায়ন ব্যবস্থার অবর্তমানে সিরিঞ্জের বাকী অংশ কাল পাত্রে রাখা যেতে পারে।

- সংক্রমিত সিরিঞ্জের ক্ষেত্রে, সিরিঞ্জের ফয়েল কাল পাত্রে ফেলুন। সূঁই ও নজল কার্টার দিয়ে কেটে কার্টারের পাত্র হতে লাল বিন/পাত্রে ফেলুন এবং-
  - সিরিঞ্জের বাকী অংশ পুনঃচক্রায়নের জন্য ক্লোরিন সলিউশন রাখা সবুজ পাত্রে ফেলতে হবে
  - পুন:চক্রায়ন ব্যবস্থার অবর্তমানে সিরিঞ্জের বাকী অংশ হলুদ পাত্রে ফেলতে হবে
  - রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে কাল পাত্রে ফেলা যেতে পারে।
- রোগীর শরীরের চামড়ার নীচে বা মাংসে ইনজেকশন দেবার পর পরই কার্টার দিয়ে সূঁই/নজল কেটে নিডল কার্টারে সংযুক্ত পাত্র হতে ধারালো বর্জ্য ফেলার লাল পাত্রে এবং ফয়েলটি কাল পাত্রে ফেলুন।
  - সিরিঞ্জ পুনঃচক্রায়নের জন্য ক্লোরিন সলিউশন রাখা সবুজ পাত্রে ফেলতে হবে
  - বা পুনঃচক্রায়ন ব্যবস্থার অবর্তমানে সিরিঞ্জের বাকী অংশ কাল পাত্রে রাখা যেতে পারে।
- রোগীর শিরাতে ব্যবহৃত সিরিঞ্জে রক্ত উঠে এলে, সিরিঞ্জ ব্যবহার করার পর পরই কার্টার দিয়ে সূঁই/নজল কেটে কার্টারে সংযুক্ত পাত্র হতে ধারালো বর্জ্য ফেলার লাল পাত্রে ফেলুন এবং সিরিঞ্জের বাকী অংশ-
  - পুনঃচক্রায়নের জন্য ক্লোরিন সলিউশন রাখা সবুজ পাত্রে ফেলতে হবে বা
  - পুনঃচক্রায়নের ব্যবস্থার অবর্তমানে সিরিঞ্জের বাকী অংশ হলুদ পাত্রে ফেলতে হবে বা
  - রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে কাল পাত্রে ফেলা যেতে পারে।
- রোগীর শরীর হতে পরীক্ষার জন্য বা চিকিৎসার অংশ হিসাবে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত/দেহ রস/পূঁজ টানা হলে, কার্টার দিয়ে সূঁই/নজল কেটে কার্টারে সংযুক্ত পাত্র হতে ধারালো বর্জ্য ফেলার লাল পাত্রে ফেলুন, সিরিঞ্জটির ফয়েল কাল পাত্রে ফেলুন এবং সিরিঞ্জের বাকী অংশ
  - পুনঃচক্রায়নের জন্য ক্লোরিন সলিউশন রাখা সবুজ পাত্রে ফেলতে হবে বা
  - পুনঃচক্রায়ন ব্যবস্থার অবর্তমানে সিরিঞ্জের বাকী অংশ হলুদ পাত্রে ফেলতে হবে বা
  - রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে কাল পাত্রে ফেলা যেতে পারে।
- পুনঃচক্রায়নের জন্য সিরিঞ্জটি জীবাণুমুক্তকরণসহ অপসারণ করার জন্য সবুজ পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখতে হবে। একই সাথে সূঁই রাখার লাল পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন দ্রবণ রাখতে হবে।
- ডেস্ট্রয়ার ব্যবহার করা হলে, ফয়েলটি কাল পাত্রে ফেলুন। ডেস্ট্রয়ার দিয়ে সূঁই গালিয়ে ফেলার পর, সিরিঞ্জের বাকী অংশ
  - পুনঃচক্রায়নের জন্য ক্লোরিন সলিউশন রাখা সবুজ পাত্রে ফেলতে হবে বা
  - পুনঃচক্রায়ন ব্যবস্থার অবর্তমানে সিরিঞ্জের বাকী অংশ হলুদ পাত্রে ফেলতে হবে বা
  - রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে কাল পাত্রে ফেলা যেতে পারে।

বাটারফ্লাই নিডেল/ আই ভি সেটের ক্ষেত্রে -

- রোগীর শিরাতে ব্যবহৃত বাটারফ্লাই নিডেল/আই ভি সেট খোলার সাথে সাথে কার্টার দিয়ে সূঁই কেটে কার্টারে সংযুক্ত পাত্র হতে ধারালো বর্জ্য ফেলার লাল পাত্রে ফেলুন। সেট এর নলটি কেটে টুকরো করে-
  - পুনঃচক্রায়নের জন্য ক্লোরিণ সলিউশন রাখা সবুজ পাত্রে ফেলতে হবে বা
  - পুনঃচক্রায়নের ব্যবস্থার অবর্তমানে হলুদ পাত্রে ফেলতে হবে বা
  - রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে কাল পাত্রে ফেলা যেতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার সূঁই-এর ক্ষেত্রে -

- ফয়েলটি কাল পাত্রে ফেলুন। কার্টার দিয়ে সূঁই কেটে কার্টারে সংযুক্ত সংযুক্ত পাত্র হতে ধারালো বর্জ্য ফেলার লাল পাত্রে ফেলুন। ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহৃত সূঁই (যেমন-সার্জিক্যাল সুঁই) সরাসরি ধারালো বর্জ্য ফেলার লাল পাত্রে ফেলতে হবে।

বিভিন্ন প্রকার আইভি ক্যানুলা/সিভি চ্যানেল-এর ক্ষেত্রে -

- ফয়েলটি কাল পাত্রে ফেলুন। রোগীর শরীর থেকে চ্যানেল খোলার সাথে সাথে কার্টার দিয়ে সূঁই কেটে কার্টারে সংযুক্ত পাত্র হতে ধারালো বর্জ্য ফেলার লাল পাত্রে ফেলুন। ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহৃত সূঁই (যেমন-সার্জিক্যাল সুঁই) সরাসরি ধারালো বর্জ্য ফেলার লাল পাত্রে ফেলুন। সঞ্চালনের নলটি কেটে টুকরো করে-
  - পুনঃচক্রায়নের জন্য ক্লোরিন সলিউশন রাখা সবুজ পাত্রে ফেলতে হবে বা
  - পুনঃচক্রায়নের ব্যবস্থার অবর্তমানে হলুদ পাত্রে ফেলতে হবে বা
  - রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে কাল পাত্রে ফেলা যেতে পারে।

➤ বিবিধ ক্ষেত্রে -

- রোগীর শরীরে স্যালাইন দেওয়ার সময় স্যালাইন ব্যাগে রক্ত উঠে এলে, স্যালাইন সেট খোলার সাথে সাথে কার্টার দিয়ে সূঁই কেটে কার্টারে সংযুক্ত পাত্র হতে ধারালো বর্জ্য ফেলার লাল পাত্রে ফেলুন। স্যালাইন ব্যাগ এবং আইভি সেটের নলটি কেটে টুকরো করে।
  - পুনঃচক্রায়নের জন্য ক্লোরিন সলিউশন রাখা সবুজ পাত্রে ফেলতে হবে বা
  - পুনঃচক্রায়নের ব্যবস্থার অবর্তমানে হলুদ পাত্রে ফেলতে হবে বা
  - রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে কাল পাত্রে ফেরা যেতে পারে।
- ভাঙ্গা টেস্টটিউব/পিপেট/স্লাইড/কভার স্লিপ/অর্থোপেডিক ওয়ার্ডে ব্যবহৃত স্ক্রু/নেইল/ওয়ার/স্টিল প্লেট ইত্যাদি অর্থাৎ সকল প্রকার ধারালো বর্জ্য সংক্রমিত হোক বা না হোক ধারালো বর্জ্য ফেলার লাল পাত্রে ফেলতে হবে।

➤ ধারালো বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় লক্ষনীয় -

- ধারালো বর্জ্য এবং পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য জীবাণুমুক্ত করনের জন্য নির্ধারিত পাত্রে (লাল/সবুজ) ০.৫% ক্লোরিন দ্রবণ রাখতে হবে।
- যেখানে পুনঃচক্রায়নের ব্যবস্থা নাই, সেখানে সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত করে সাধারণ বর্জ্য ফেলার কাল পাত্রে ফেলা যেতে পারে।
- কোন কারণে সিরিঞ্জের নজল কাটা না হলে বিশেষ ব্যবস্থায় সিরিঞ্জের বডিটি অবশ্যই ভেঙ্গে বা টুকরো করে দিতে হবে।
- ব্যবহৃত সিরিঞ্জ পুনঃচক্রায়নের পূর্বে জীবাণুমুক্ত করার লক্ষ্যে, সিরিঞ্জের বডি থেকে প্লাঞ্জারটি খুলে ক্লোরিন সলিউশন রাখা হলুদ পাত্রে রাখতে হবে।
- কাজের শেষে কার্টারে সংযুক্ত পাত্রে জমাকৃত সূঁই/নজল লাল পাত্রে ফেলুন এবং পুনঃব্যবহারের লক্ষ্যে কার্টার-টি জীবাণুমুক্ত করে নিন।
- পুনঃব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে সকল প্রকার প্লাস্টিক/রাবার (সিরিঞ্জ/সেট/নল ইত্যাদি) দ্রব্য ক্লোরিন সলিউশন দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে কেটে টুকরা বা ভেঙ্গে দিতে হবে।

➤ ডিউটি শেষে অথবা প্রয়োজনুসারে কার্টার/ডেস্ট্রয়ার যন্ত্রে রক্ষিত ধারালো বর্জ্য (সূঁই-এর কাটা অংশ ও সিরিঞ্জের নজল), ধারালো বর্জ্য ফেলার লাল পাত্রে খালি করুন।

➤ ধারালো বর্জ্য রাখার লাল পাত্রের চার ভাগের তিনভাগ ভর্তি হলে অথবা প্রয়োজনুসারে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় কমিটি/হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে, পথে ও সময়ে ধারালো বর্জ্য সংগ্রহ এবং অপসারণের লক্ষ্যে পরিবহন করুন।

২.২.৫.২.১. ব্যবহৃত আই ভি ক্যানুলা-এর পৃথকীকরণের ছক

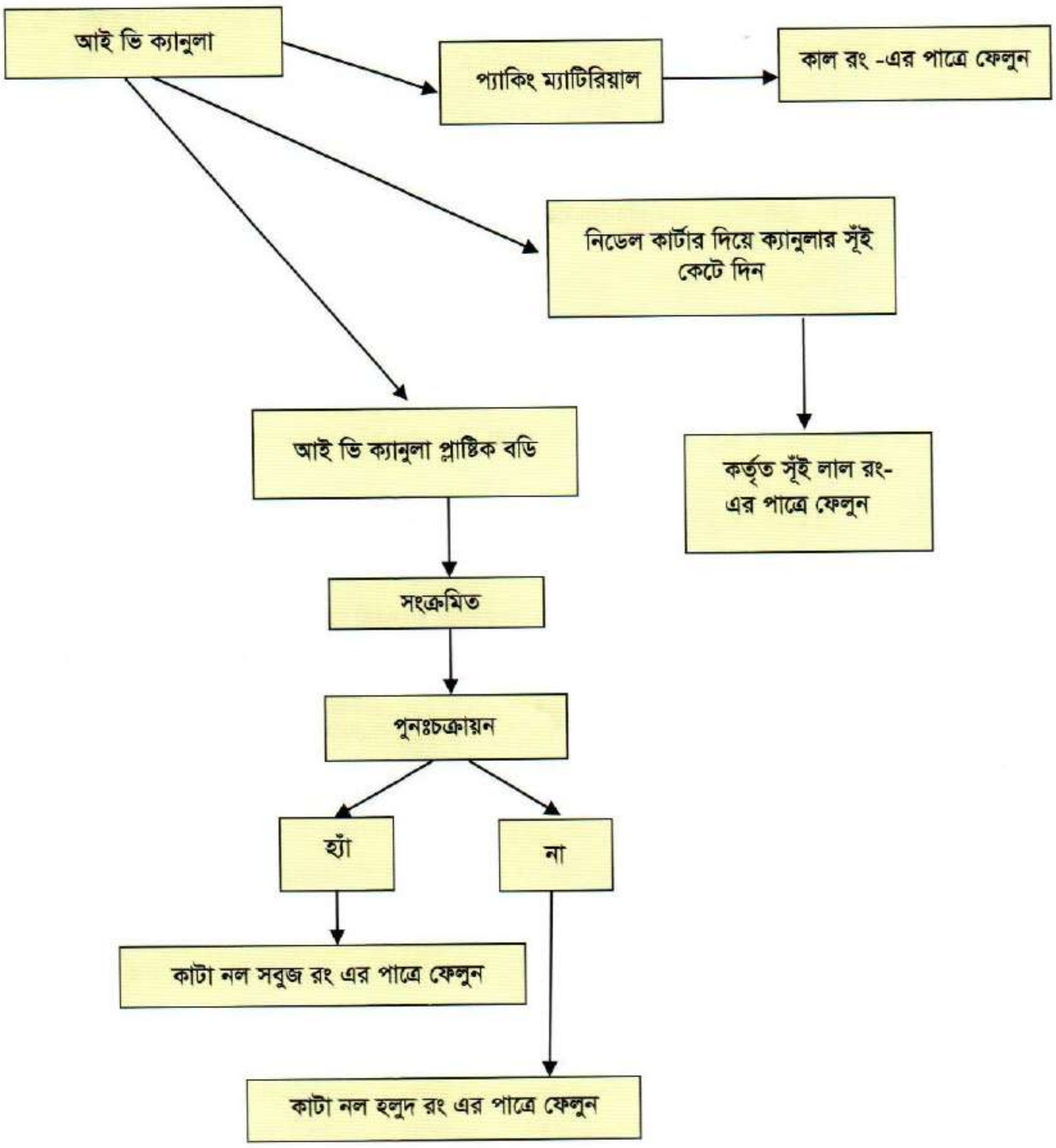

- বিঃ দ্রঃ

১. সেবা প্রদানের পূর্বে গ্লাভস্ পড়ে নিন।
২. লাল এবং সবুজ রং-এর পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখুন।
৩. হলুদ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে অটোক্লেভ করে দিন।
৪. সবুজ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে জীবাণুমুক্ত করে দিন।

২.২.৫.২.২. ব্যবহৃত বাটারফ্লাই নিডেল-এর পৃথকীকরণের ছক

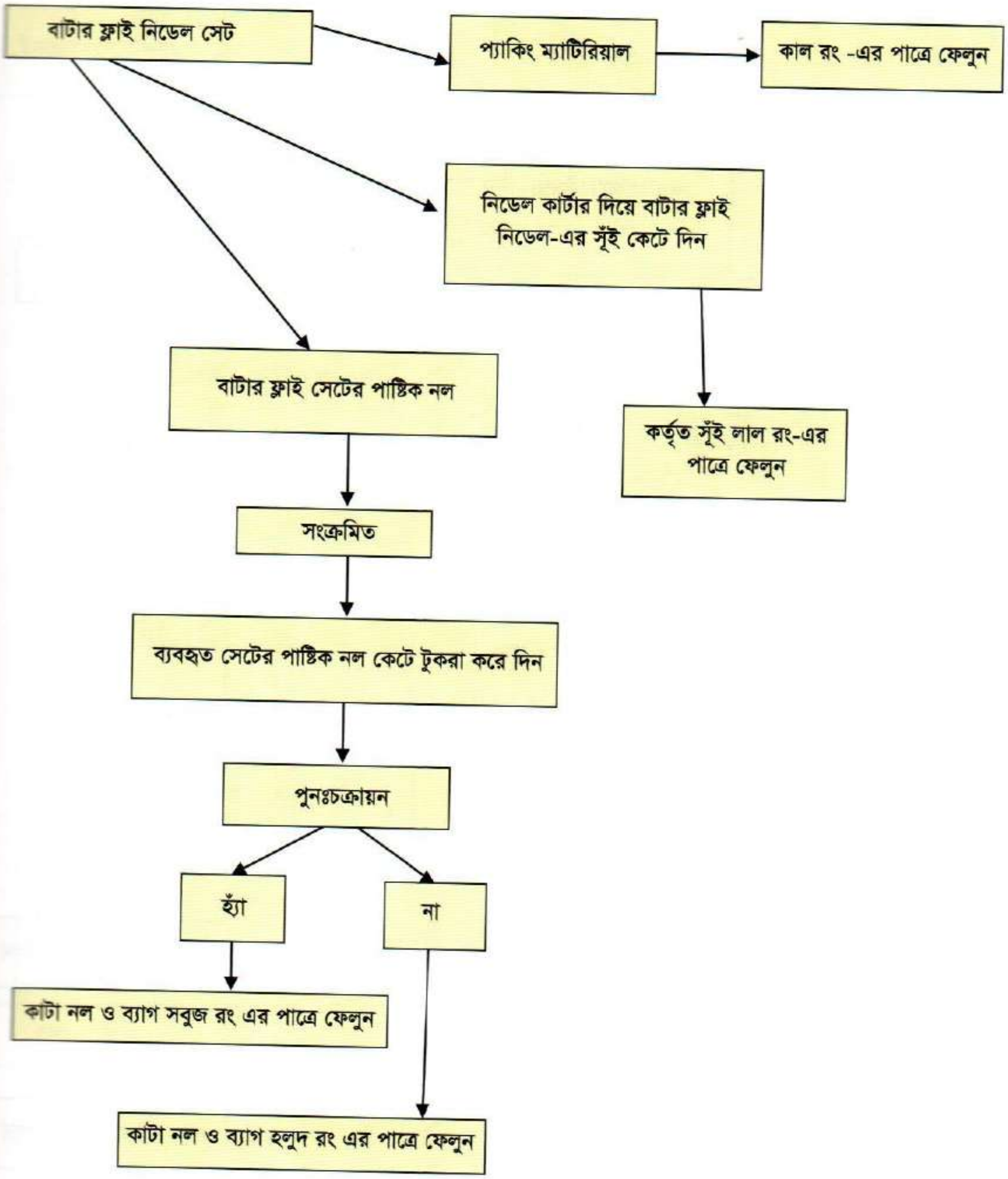

- বিঃ দ্রঃ

১. সেবা প্রদানের পূর্বে গ্লাভস্ পড়ে নিন।
২. লাল এবং সবুজ রং-এর পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখুন।
৩. হলুদ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে অটোক্লেভ করে দিন।
৪. সবুজ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে জীবাণুমুক্ত করে দিন।

২.২.৫.২.৪. ইন্ট্রামাসকুলার বা সাবকিউটিনিয়াস ইনজেক্শনে ব্যবহৃত মালামালের পৃথকীকরণের ছক

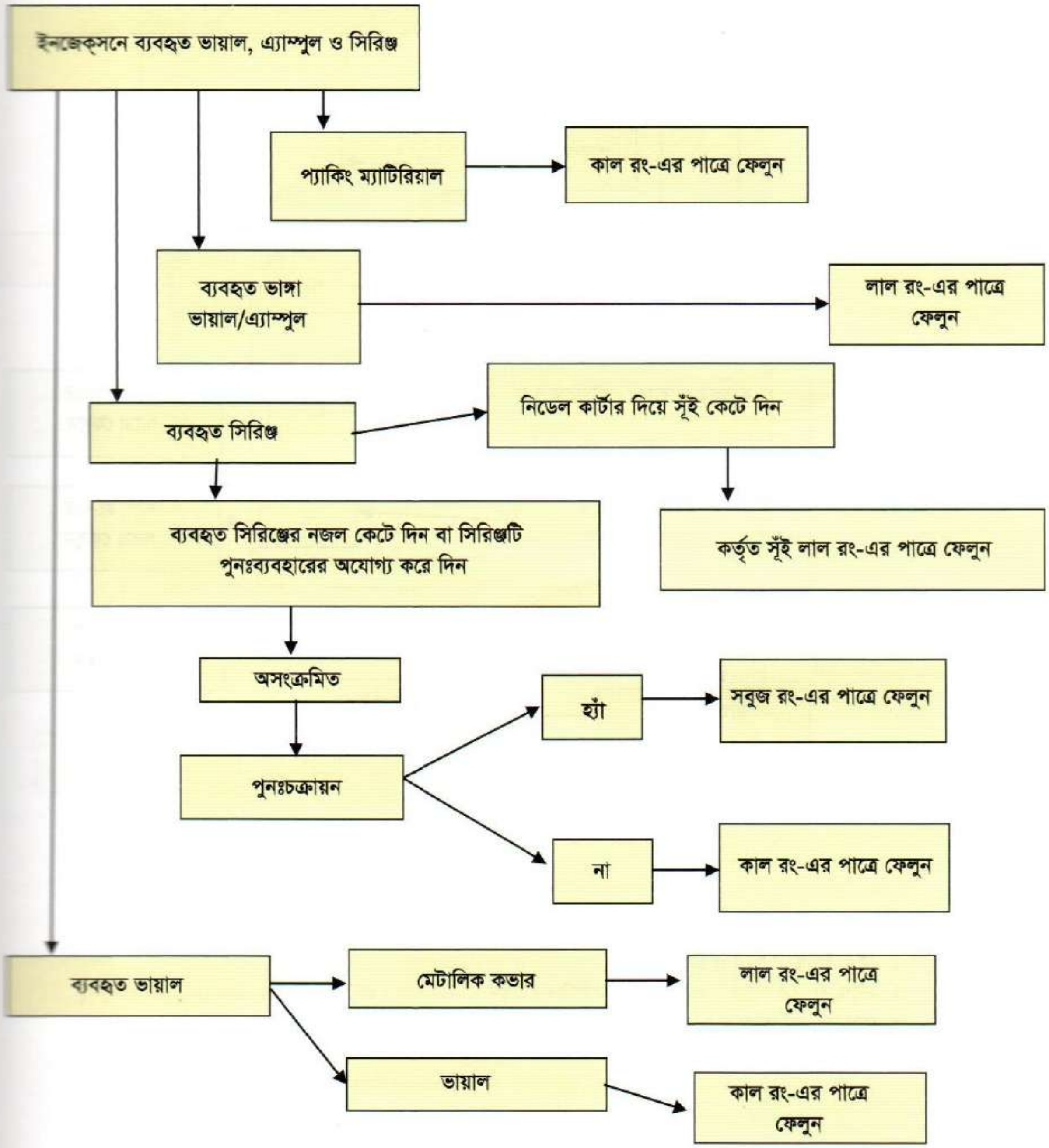

- বিঃ দ্রঃ

১. সেবা প্রদানের পূর্বে গ্লাভস্ পড়ে নিন।
২. লাল এবং সবুজ রং-এর পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখুন।
৩. সবুজ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে জীবাণূমুক্ত করে দিন।
৪. একই সিরিঞ্জ, একই রোগীর ক্ষেত্রে, একই ঔষধ প্রয়োগেও পুনঃব্যবহার সমিচীন নয়।

২.২.৫.২.৫. কতিপয় ধারালো বর্জ্য (ভাঙ্গা অ্যাম্পুল/ভাঙ্গা বোতল/ভাঙ্গা টেস্টটিউব/ভাঙ্গা ভায়াল/কাঁচ জাতীয় দ্রব্য/স্ক্রু/নেইল ইত্যাদি)- এর পৃথকীকরণের ছক

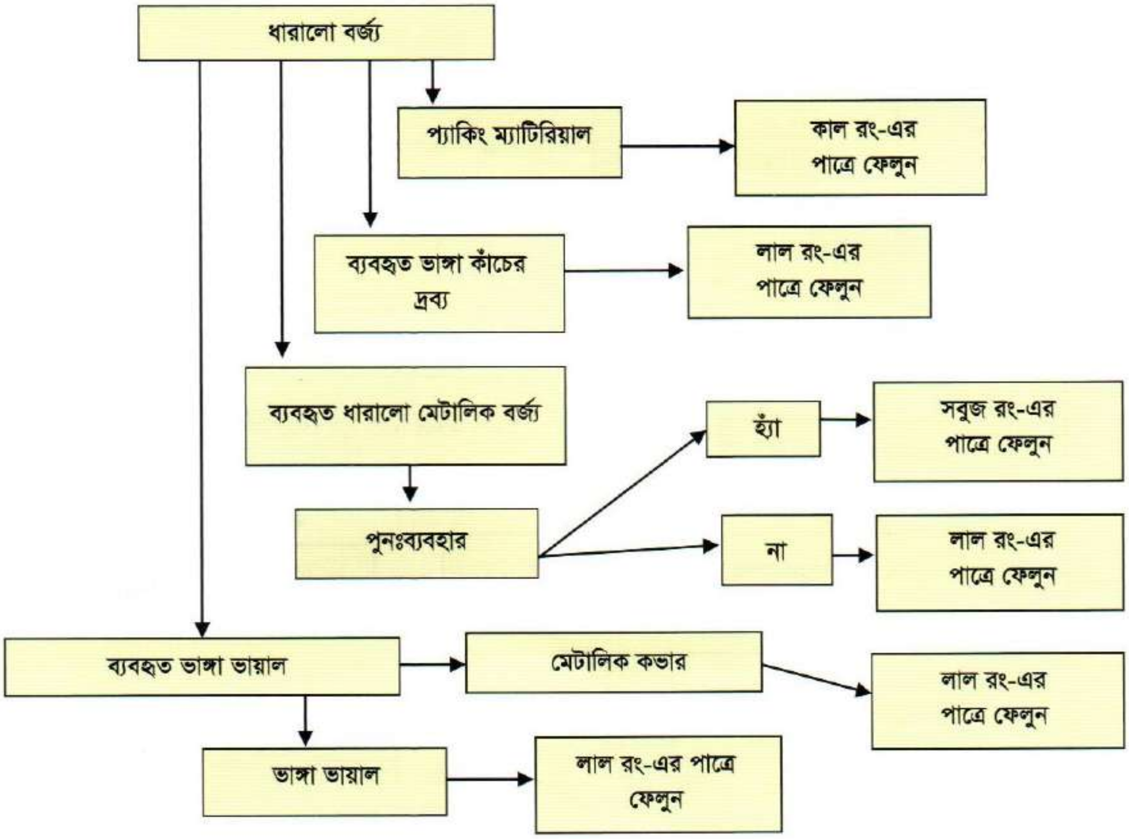

- বিঃ দ্রঃ

১. সেবা প্রদানের পূর্বে গ্লাভস্ পড়ে নিন ।
২. সবুজ রং-এর পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখুন ।
৩. লাল রং-এর পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখুন ।
৪. সবুজ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে জীবাণুমুক্ত করে দিন ।

২.২.৫.২.৬. ভায়াল/কাঁচের বোতল/প্লাস্টিকের দ্রব্য ইত্যাদি-এর পৃথকীকরণের ছক

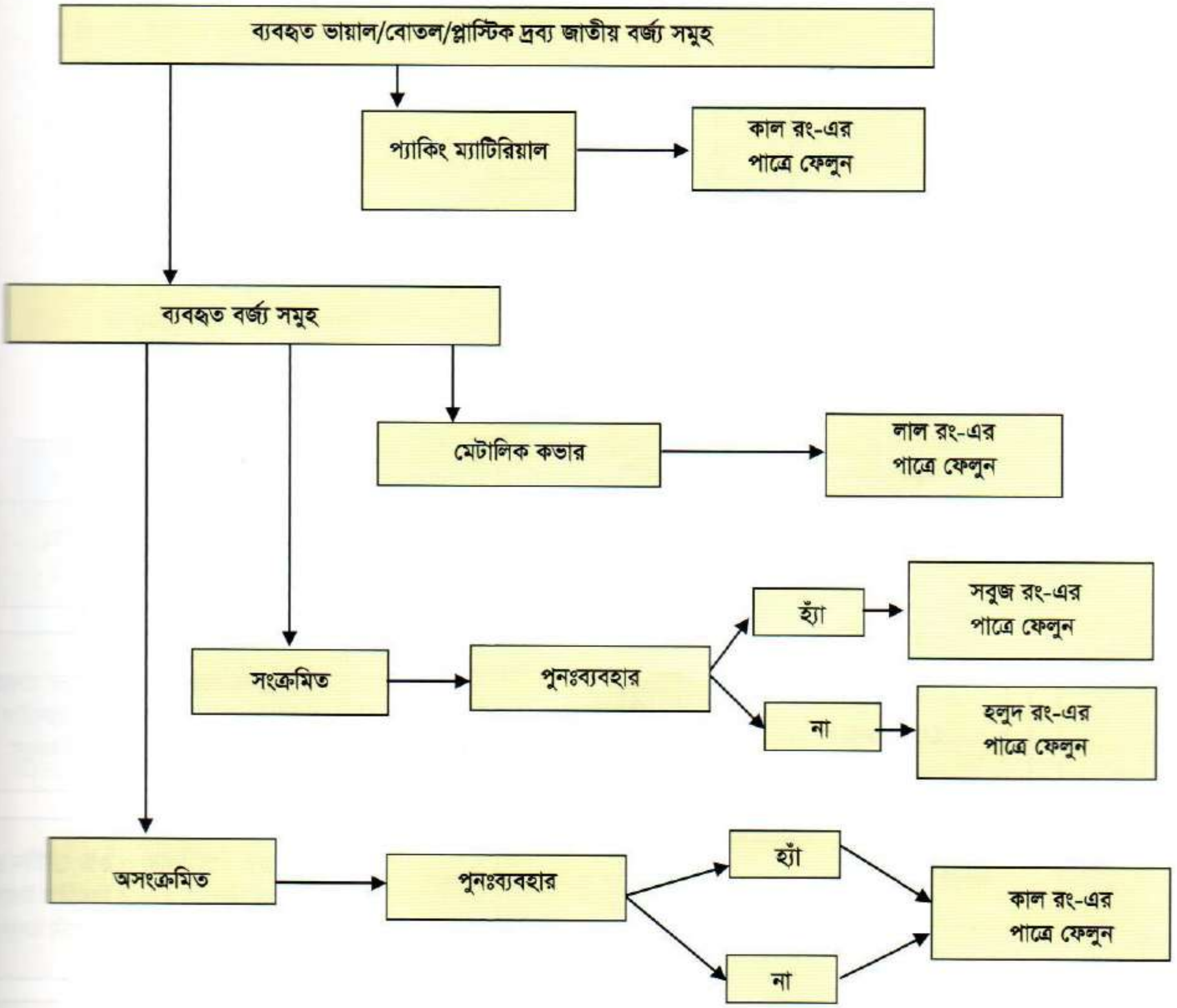

- বিঃ দ্রঃ

১. সেবা প্রদানের পূর্বে গ্লাভস্ পড়ে নিন।
২. সবুজ রং-এর পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখুন।
৩. লাল রং-এর পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখুন।
৪. সবুজ এবং হলুদ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে জীবাণুমুক্ত করে দিন।

২.২.৬. তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ছক

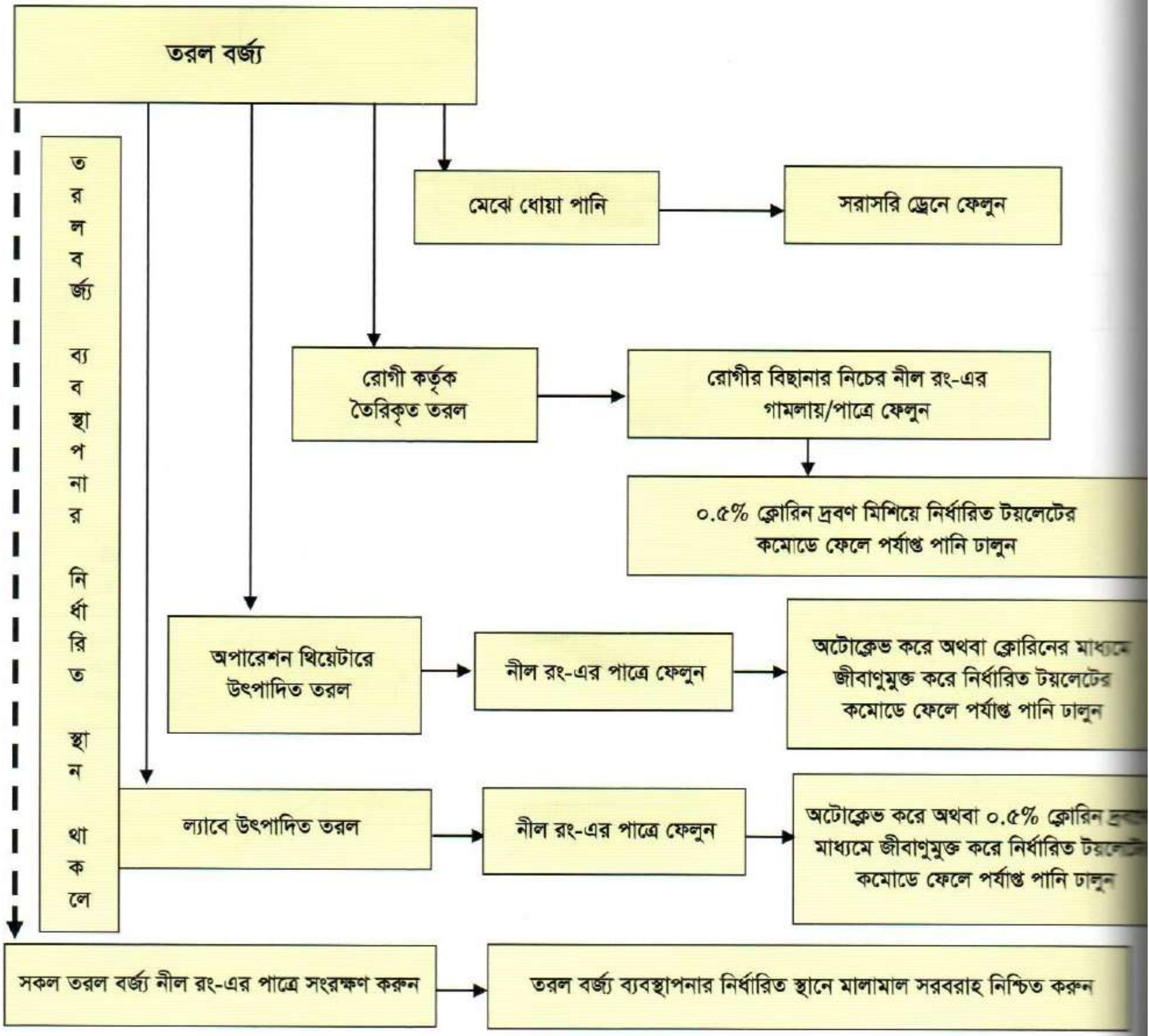

২.২.৭. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ছক

২.২.৮. ব্লাড ব্যাংক/ব্লাড ট্রান্সফিউশন বিভাগে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ব্লাড ব্যাংকের পরিশেবার গুণগতমান উন্নয়নে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদন করা একটি গুরত্বপুর্ণ কাজ। কারণ এই বিভাগে উৎপাদিত বর্জ্যের অব্যবস্থাপনার ফলে রক্ত পরিসঞ্চালন প্রক্রিয়ার সময় জীবাণু সংক্রমণের সুযোগ তৈরি হয়, যা রোগী, রক্তদানকারী, এমনকি রক্ত সংগ্রহকারীর ঝুঁকির কারণ হবে।

২.২.৮.১. ঝুঁকি কমাতে করণীয়

- ব্লাড ব্যাংকে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং বর্জ্যজনিত ঝুঁকি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
- বর্জ্য নাড়াচাড়া/সংগ্রহ/স্থানান্তর/পরিবহন/সংরক্ষণের সময় নিরাপত্তামূলক পোশাক পরিধান করা
- কাজ শেষে সঠিকভাবে নির্ধারিত নিয়মে হাত পরিস্কার করা
- দুর্ঘটনাবশত কোনো রক্ত বা তরল পড়ে গেলে তা নির্ধারিত সঠিক নিয়মে পরিস্কার করা
- দুর্ঘটনাবশত সূঁচ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়ে কর্তৃপক্ষকে জানানো

২.২.৮.২. ব্লাড ব্যাংকে উৎপাদিত বর্জ্য সমূহ

কাজের ধরন	বর্জ্যের ধরন		
	ধারালো	অ-ধারালো	তরল
রক্ত সংগ্রহ	ব্লাড সেট, ভাঙ্গা স্লাইড ও কাঁচের জিনিসপত্র, ল্যানসেট ও সুঁচ, সিরিঞ্জ, মাইক্রো ক্যাপিলারি টিউবস, ভাঙ্গা টেস্টটিউব	কাঁচের জিনিসপত্র, তুলা ও গজ, হ্যান্ড গ্লাভস, ব্লাড ব্যাগ, হিমোগোবিন পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত ফিল্টার পেপার	ব্যবহৃত কপার সালফেট, জীবাণূনাশক দ্রবণ, দেহ রস, অতিরিক্ত রক্ত
রক্ত পরিসঞ্চালন	ব্লাড সেট, ভাঙ্গা কাঁচের পাত্র ও এ্যাম্পুল, ভাঙ্গা টেস্টটিউব ও স্লাইড, পিপেট টিপস, ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সিরিঞ্জ ও সুঁচ	সংরক্ষণ টিউবস, মাইক্রোপিপেট, ব্যবহৃত টেস্ট কিটস, ব্যবহৃত রক্তের ব্যাগ, হ্যান্ড গ্লাভস, অব্যবহারযোগ্য রক্তের নমুনা, লিউকোরিডাকশন ফিল্টার	রক্ত ও সিরামের নমুনা, টেস্ট করার পর উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের তরল, নমুনা সংরক্ষণের সেল পরিস্কারে উৎপাদিত তরল

২.২.৮.৩. ব্লাড ব্যাংক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ছক

২.২.৯. প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য এর অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা

প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য জীবাণুযুক্ত বর্জ্যের একটি ধরন এবং সাধারণত প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য জীবাণু বা ক্ষতিকারকবস্তু দ্বারা সমৃদ্ধ থাকে। প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য সংক্রামক জীবাণু বহন করে বিধায় খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এনাটমিক্যাল বর্জ্য বা দেহাংশও এই বর্জ্যের আওতাভুক্ত।

জমাট বাধা দেহ রস, রক্ত রস, রক্ত, এম আর/ডি এন্ড সি সংক্রান্ত বর্জ্য, ল্যাবরেটরি কালচার মিডিয়া, নমুনা পরীক্ষার জন্য দেয় রক্ত বা কফ বা মল বা সিরাম, দেহ কোষ, অংঙ্গ, দেহের কর্তিত অংশ, গর্ভেমৃত অপরিণত শিশু ইত্যাদি প্যাথলজিক্যাল বর্জ্যের ধরন।

প্যাথলজিক্যাল বর্জ্যের মধ্যে নমুনা পরীক্ষার জন্য দেয় রক্ত বা কফ বা মল বা সিরাম ও পরীক্ষায় ব্যবহৃত কালচার মিডিয়া খুবই বিপদজনক। সেক্ষেত্রে বর্জ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে চুড়ান্ত ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে নিরাপত্তা বিধান জরুরি।

২.২.৯.১. প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ছক

২.২.১০. বিশেষ ধরনের বর্জ্যের অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনার ছক

২.২.১০.১. স্পুটাম/কফ ধারনের পাত্রের অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা

টিবি/যক্ষা রোগীর স্পুটাম/কফ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ জীবাণু বহন করে যা সহজেই অন্য মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে। এ জন্য চিকিৎসায় উৎপাদিত সকল বর্জ্য তৈরি হওয়ার সাথে সাথে রাসায়নিক জীবাণুনাশক এর সংস্পর্শে আনতে হবে এবং ইনসিনারেশন করে ফেলতে হবে। যদি ইনসিনারেটর না থাকে তবে উচ্চ তাপে (১৩৫°সে:) ৪৫ মিনিট যাবৎ মাটির নিচে চাপা দিতে হবে।

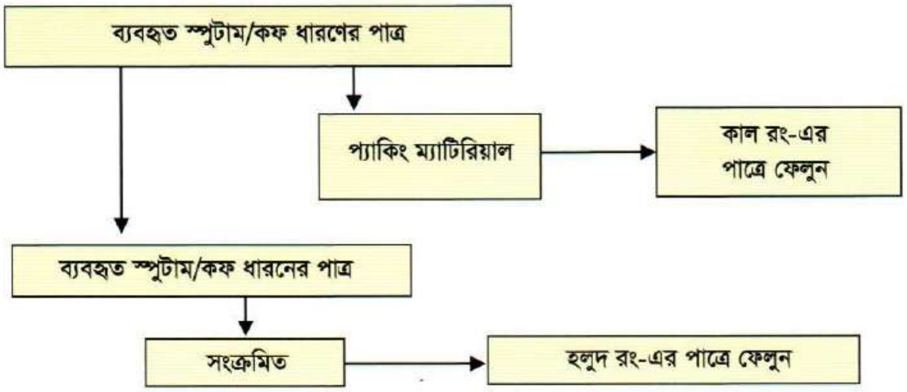

- বিঃ দ্রঃ
  ১. সেবা প্রদানের পূর্বে গ্লাভস্ পড়ে নিন।
  ২. হলুদ রং-এর পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখুন।
  ৩. হলুদ রং-এর পাত্রের বর্জ্য হস্তান্তরের পূর্বে অটোক্লেভ করে দিন।

২.২.১০.২. অব্যবহারযোগ্য (জীবাণুযুক্ত) রক্ত ভরা রক্তের ব্যাগ-এর ব্যবস্থাপনা

অব্যবহারযোগ্য (জীবাণুযুক্ত) রক্ত ভরা রক্তের ব্যাগ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ জীবাণু বহন করে যা সহজেই অন্য মানুষকে আক্রান্ত এ জন্য অব্যবহারযোগ্য রক্তসহ রক্তের ব্যাগ তৈরি হওয়ার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব ইনসিনারেশন অথবা অটোক্লেভিং নিচে চাপা দিতে হবে। যেখানে ইনসিনারেশন অথবা অটোক্লেভিং-এর সুবিধা নাই সেখানে রাসায়নিক জীবাণুনাশক দ্বারা মাটির নিচে চাপা দিতে হবে।

২.২.১০.৩. ছলকে পড়া তরল বর্জ্যের অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা

ছলকে পড়া তরল বর্জ্যের ক্ষেত্রে ১% হাইপো-ক্লোরাইড দ্রবনে ভেজা কাগজ/কাপড় দিয়ে ৩০ মিনিট পযন্ত ঐ স্থান ঢেকে অতঃপর উক্ত কাগজ/কাপড় সরিয়ে হলুদ পাত্রে সংরক্ষন করতে হবে। পরিশেষে জীবাণুনাশক যুক্ত কাপড় দিয়ে ঐ স্থান মুছে

২.২.১০.৪. গর্ভের অপরিণত মৃত শিশু/গর্ভফুল-এর অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা

মানবিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে গর্ভের অপরিণত মৃত শিশু/গর্ভফুল-এর অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা করতে হবে । যদিও গর্ভের অপরিণত মৃত শিশু/গর্ভফুল এক ধরনের বর্জ্য এবং ক্ষতিকারক তাই এর সঠিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই বর্জ্য বিভিন্নভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয় তবে সার্বিক বিবেচনায় আমাদের দেশে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হতে পারে

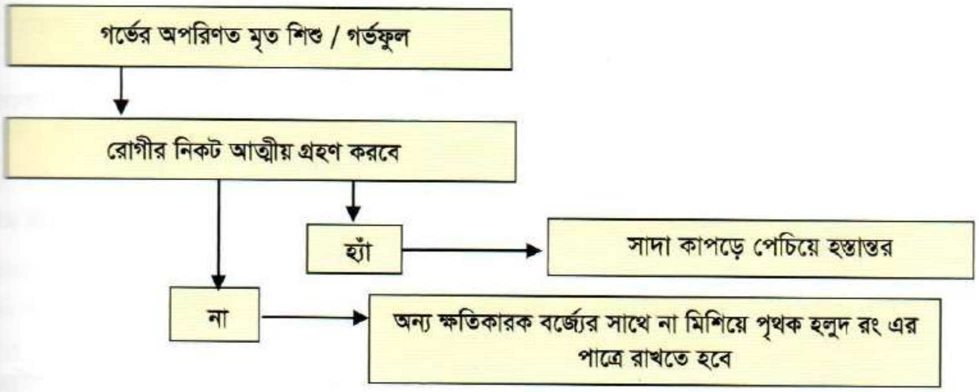

- বিঃ দ্রঃ

১. সেবা প্রদানের পূর্বে গ্লাভস পড়ে নিন ।
২. হলুদ রং এর পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখুন ।

২.২.১০.৫. প্যাথলজি বিভাগের কালচার মিডিয়া এর অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্যাথলজী বিভাগের কাঁচের পাত্রে রাখা কালচার মিডিয়া প্রয়োজন শেষে কুড়িয়ে বেসিনে ফেলা হয়, যা অত্যান্ত ঝুঁকিপূর্ণ । কালচার মিডিয়াতে কৃত্রিমভাবে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি করা হয় বিধায় মিডিয়াতে প্রচুর পরিমাণে জীবিত জীবানু থাকে । জীবানুর সংক্রমণ রোধের জন্য কালচার মিডিয়া এর ব্যবস্থাপনা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ । সার্বিক বিবেচনায় আমাদের দেশে ব্যবস্থাপনার গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হতে পারে-

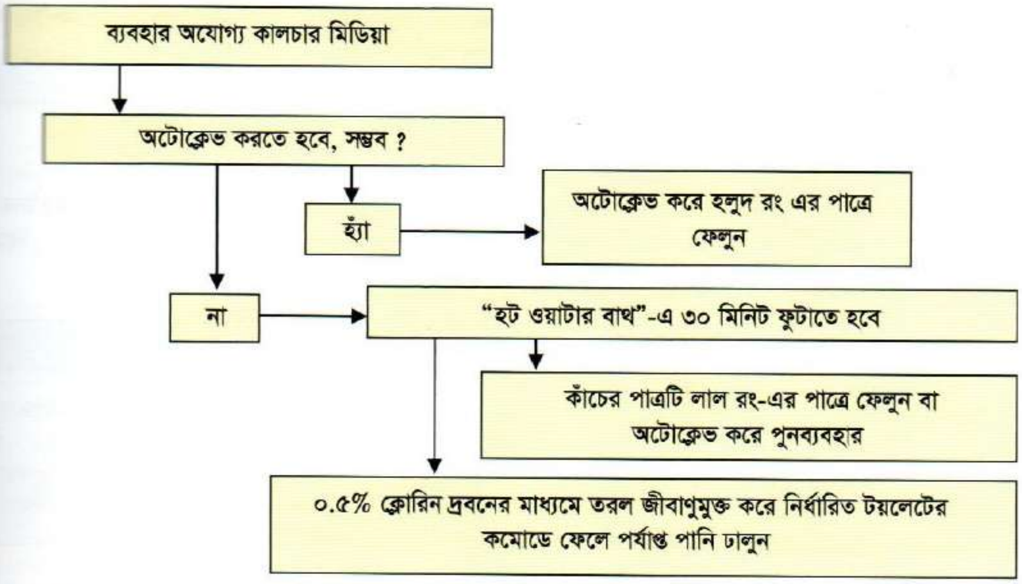

- বিঃ দ্রঃ

১. সেবা প্রদানের পূর্বে গ্লাভস পড়ে নিন ।
২. হলুদ রং এর পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন রাখুন ।

২.৩. বর্জ্য সংগ্রহকরণ

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য সংগ্রহকরণ অর্থ, রং-এর বিন্যাস অনুযায়ী ধরনভেদে পৃথককৃত বর্জ্য, পরিশোধন/অপসারণের লক্ষ্যে নি পাত্রে/বিনে সংগ্রহ করা। বর্জ্য সংগ্রহে বিবেচ্য বিষয়সমূহ, যথাক্রমে-

- রং-এর বিন্যাস অনুযায়ী বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- বর্জ্য রাখার বিন/পাত্রের মুখ সকল সময় ঢেকে রাখতে হবে।
- বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাগ বা বিনের চার ভাগের তিন ভাগের বেশি বর্জ্য সংগ্রহ করা যাবে না।
- ব্যাগ ব্যবহার করা হলে, ব্যাগটির চার ভাগের তিনভাগ ভরা হলেই ব্যাগটির গলায় গিট দিতে হবে এবং পরিবহনের জন্য উপরে ধরতে হবে, ব্যাগের তলায় ধরা যাবে না।
- কখনই বর্জ্যসহ ব্যাগ/বিন ছুঁড়ে ফেলা বা মাটিতে টেনে নেয়া যাবে না।
- বর্জ্য সংগ্রহের পূর্বে বর্জ্য সংগ্রহকারীগণ অবশ্যই বিভাগ অনুযায়ী ও বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী বর্জ্যের ওজন করবে এবং কেজির মা তা লিপিবদ্ধ রাখতে হবে।
- বর্জ্য সংগ্রহের বিন বা ব্যাগ কোন কারণে নষ্ট বা ফুটা হলে, সেটাতে বর্জ্য সংগ্রহ করা যাবে না।
- বর্জ্য অপসারণের পর বর্জ্য সংগ্রহকারীগণ পাত্রটি ভালভাবে পরিষ্কার করবে।
- ধারালো বর্জ্য, অন্য বর্জ্য হতে আলাদাভাবে সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট বিনে বা বাক্সে রাখতে হবে। প্রয়োজনে উৎপত্তিস্থল হতে সরা অপসারণ করার জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।
- যদি কোন কারণে ক্ষতিকারক বর্জ্য ছড়িয়ে পড়ে, সাথে সাথে ক্ষতিকারক বর্জ্য নতুন পাত্রে সংগ্রহ করতে হবে। বর্জ্য উপচিয়ে প জায়গা ২% লাইজল সলিউশন ছিটিয়ে দিয়ে ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করে তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে বা মুছে ফেলতে হবে।
- বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ছিদ্রবিহীন সীসার প্রলেপযুক্ত বাক্সে বিকিরণযোগ্য বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন কর হবে।

২.৩.১. চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহের সময়সূচী

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মীদের কর্মকালীন সময়ের উপর ভিত্তি করে	
➢ প্রতিদিন সকাল ৬টা হতে ৭টা ➢ প্রতিদিন দুপুর ১টা হতে ২টা ➢ প্রতিদিন রাত ৯টা হতে ১০টা	ছুটির দিনেও এই সময় প্রযোজ্য হবে, তবে বিশেষ প্রয়োজনে বা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের দেয় নির্দেশে দিনের যে কোন সময় বর্জ্য সংগ্রহ করা যাবে।

২.৩.২. চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহের সিডিউল

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্জ্য সংগ্রহ করণের দায়িত্ব মূলতঃ আয়া, ওয়ার্ডবয় ও পরিচ্ছন্ন কর্মীর। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ক নির্ধারিত সময়ে অথবা দিনের নির্দিষ্ট সময়ে বর্জ্য সংগ্রহকারীগণ বর্জ্যের উৎপত্তিস্থলে রক্ষিত পাত্র হতে বর্জ্য সংগ্রহ করবেন। নিম্নে একটি সি ছক দেয়া হলো-

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
বর্জ্য সংগ্রহকরণ	আয়া, ওয়ার্ড বয় বা পরিছন্নতা কর্মী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	বর্জ্য সংগ্রহ/ হস্তান্তরের সময় বা সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	ক্ষেত্রভেদে সিনিয়র স্টা নার্স, ক্লিনারদের সর্দার, ওয়ার্ড মাস্টার
নথি সংরক্ষণ	নার্স, পরিচ্ছন্ন কর্মীদের সর্দার বা ওয়ার্ড মাস্টার			

২.৩.৩. চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহের সময় ওজন নেয়া

প্রতিটি বিভাগ অথবা ওয়ার্ড হতে আয়া/ওয়ার্ডবয়/পরিচ্ছন্নতা কর্মী কর্তৃক বর্জ্য সংগ্রহ করণের সময় "ধরনভেদে" বর্জ্যের ওজন নি হবে এবং তা "কেজি"-তে লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি বিভাগ অথবা ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত নার্স-এর সামনে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ক নির্ধারিত সময়ে অথবা দিনের নির্দিষ্ট সময়ে এ কাজটি করতে হবে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে রাখা নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষর করতে হ

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
বর্জ্যের ওজন নেয়া	আয়া, ওয়ার্ড বয় বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	বর্জ্য সংগ্রহ/ হস্তান্তরের সময় বা সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	ক্ষেত্র ভেদে সিনিয়র ষ্টাফ নার্স/ওয়ার্ড ইনচার্জ
নথি সংরক্ষণ	ওয়ার্ড/বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত নার্স			

২.৪. অভ্যন্তরীণ বর্জ্য পরিবহন

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বর্জ্য পরিবহন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বর্জ্য উৎপাদন স্থল হতে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ে ও পথে বর্জ্য সাময়িক সংরক্ষণাগারে নিয়ে আসা। অভ্যন্তরীণ বর্জ্য পরিবহনে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন-

- সর্বপ্রথম ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (হলুদ ও লাল বিনের বর্জ্য), তারপর পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য এবং সব শেষে সাধারণ বর্জ্যের বিন পরিবহন করা উত্তম।
- বর্জ্য পরিবহনে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য চাকাযুক্ত ট্রলী ব্যবহার করা উত্তম, যা বর্জ্য পরিবহন ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহার হবে না।
- ট্রলির ডিজাইন এমনভাবে করতে হবে, যাতে প্রতি বারে ৪টি করে বিন ট্রলিতে পরিবহন এবং নামানো যায়।
- হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও পথে, বর্জ্য পরিবহন করতে হবে ।
- ট্রলি হবে ছিদ্রমুক্ত যা সহজে ধোয়া যাবে এবং প্রতিবার ব্যবহারের পর পরিস্কার করা যাবে।
- বর্জ্য পরিবহনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীগণ বর্জ্য পরিবহনের সময় নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি (যেমন- মাস্ক, গ্লাভস, বুট, বিশেষ পোষাক ইত্যাদি) পরিধাণ করবে।
- বর্জ্য পরিবহনের সময় পাত্র বা বিনের ঢাকনা ভালভাবে লাগানো/আটকানো থাকবে।
- সকল বর্জ্য সংগ্রহের পর সরাসরি বর্জ্য পরিশোধনের জায়গায় নিয়ে যওয়াই উত্তম, তবে প্রয়োজনবোধে সাময়িক সংরক্ষণের জায়গায় নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জমা রাখা যেতে পারে।
- সকল রাসায়নিক তরল বর্জ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার/প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিউট্রাল করে ড্রেনে ঢালা যেতে পারে। তবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার/প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিউট্রাল করা সম্ভব না হলে প্রচুর পরিমাণে পানি মিশিয়ে তারপর পয়ঃনিস্কাসন লাইনে ঢেলে দিতে হবে।

২.৪.১. স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বর্জ্য পরিবহনের সিডিউল

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
বর্জ্য পরিবহন	আয়া, ওয়ার্ড বয় বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী	• সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী • ট্রলিতে ঢাকনা লাগানো অবস্থায় কালার কোড ভেদে	প্রতিদিন সকাল ৬টা হতে ৭টা এবং প্রতিদিন রাত ৯টা হতে ১০টা অথবা সরকার বা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে।	ক্ষেত্রভেদে ক্লিনারদের সর্দার, ওয়ার্ড মাস্টার
নথি সংরক্ষণ	পরিচ্ছন্ন কর্মীদের সর্দার বা ওয়ার্ড মাস্টার	• সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	বর্জ্য পরিবহনের সময়	

২.৫. চিকিৎসা বর্জ্য-এর সংরক্ষণ

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য সংরক্ষণ একটি ব্যায়বহুল ও জটিল ব্যাপার। স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি, আধুনিকায়ন ও উন্নতির সাথে সাথে চিকিৎসা বর্জ্যের ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে, সাথে সাথে জটিল হচ্ছে চিকিৎসা বর্জ্যের সংরক্ষণ পদ্ধতিও। উলেখ্য যে, চিকিৎসা বর্জ্য হতে সংক্রমণের/ঝুঁকির অন্যতম কারণ/মাধ্যম সংরক্ষণের জায়গা নির্ধারণ ও তার ব্যবস্থাপনা না থাকা।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুই ধরনের সংরক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে-

- সাময়িক সংরক্ষণ এবং
- কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ।

২.৫.১. চিকিৎসা বর্জ্য সাময়িক সংরক্ষণ-এর সিডিউল

চিকিৎসা বর্জ্য সংরক্ষণের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণও একটি জটিল ব্যাপার। অনেকের মতে ক্লিনারদের সর্দার এবং ওয়ার্ড মা সংরক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে বিভাগীয় প্রধান, স্টোর কিপার/অফিসার এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠান প্রধান স্ব-স্ব সংরক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধা
সাময়িক বর্জ্য সংরক্ষণ	আয়া, ওয়ার্ড বয় বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	বর্জ্য সংগ্রহের সময় থেকে পরিশোধনের লক্ষ্যে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত। তবে কোন অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশী সময় না।	ক্ষেত্রভেদে ভর্তি আর এম ও, ওয়ার্ড ক্লিনারদের সর্দা

২.৫.২. চিকিৎসা বর্জ্য সংরক্ষণে বিবেচ্য বিষয়

- ক্ষতিকারক বর্জ্য অনির্ধারিত জায়গায় জমা করা যাবে না। সাধারণভাবে ২৪-ঘন্টার বেশি বর্জ্য সংরক্ষণ করা যাবে না সময়ের চাইতেও অধিক সময় ধরে বেশি সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় তাহলে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে উক্ত বর্জ্য সেবা সেবা প্রদানকারী অথবা পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত স্থানে বর্জ্যের ধরনের উপর ভিত্তি করে "কালার কোড" অনুযায়ী বর্জ্য সংরক্ষণ করতে হবে
- বর্জ্য লেবেলিং ছাড়া অথবা খোলা অবস্থায় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- বর্জ্য সংরক্ষণের জায়গায়, পরিস্কার করণের যন্ত্রপাতি, বালু ও আগুন নির্বাপন যন্ত্রপাতি এবং প্রচুর পরিমাণে পানির ব্যবস্থা থা
- বর্জ্য সংরক্ষণের জায়গা খাবার তৈরি, খাবার সংরক্ষণ এবং জনগণের চলাচলের বাইরে থাকতে হবে।
- লগ বই-এর ব্যবস্থা রাখা, যাতে পাত্রের সংখ্যা, প্রবেশের তারিখ, বর্জ্যের ধরন, পরিমাণ এবং অপসারণ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ
- সাধারণ ও পুনঃব্যবহার্য্য বর্জ্য অবশ্যই ক্ষতিকারক বর্জ্য হতে আলাদা জায়গায় রাখতে হবে।
- বর্জ্য সংরক্ষণের জায়গার সাথে ভিতরের ও বাহিরের বর্জ্য পরিবহনের সংযোগ রাখতে হবে।
- সংরক্ষণের জায়গায় পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বহিরাগত মানুষ, পশু ও প্রাণীর প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে।
- সাময়িক সংরক্ষণ স্থানে সারিবদ্ধভাবে রং ভেদে বিনসমূহ সাজিয়ে রাখতে হবে।

২.৫.৩. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা বর্জ্য সংরক্ষণের স্থান নির্বাচনের নির্দেশিকা

অনেক সময় চূড়ান্তভাবে বর্জ্য অপসারণের পূর্বে সাময়িকভাবে বর্জ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে। আধুনিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের কক্ষটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (৪ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড এর নিচে) ও সংরক্ষিত হয়ে থাকে। বিকিরণযোগ্য/তেজক্রিয় ব আনবিক শক্তি কমিশন অনুমোদিত পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকা বাঞ্ছনীয়।

সাময়িক বর্জ্য সংরক্ষণের কক্ষ/জায়গাটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে হতে পারে। প্রয়োজনীয় স্থান নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়ে লক্ষ্য রা

- স্থানটি ভবনের নিচ তলায় হবে এবং তালাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা থাকবে।
- স্থানটি হবে পাকা ও মসৃন মেঝে সম্পন্ন, যা সাধারণত বন্যায় ডুবে যাবে না এবং যা সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে না।
- নিয়মিত পরিস্কার পরিছন্নতা বজায় রাখার জন্য স্থানটিতে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ থাকবে।
- স্থানটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত কর্মচারীদের জন্য সহজে প্রবেশযোগ্য হবে কিন্তু পশু-পাখি ও বহিরাগতদের জন্য কোন প্রবেশযোগ্য হবে না।
- স্থানটিতে প্রয়োজনীয় আলো বাতাস থাকতে হবে কিন্তু সূর্যের আলো যাতে সরাসরি প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রা
- স্থানটিতে বৃষ্টির পানি যাতে সহজে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- বর্জ্য সংরক্ষণের জায়গায় পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- রান্নাঘর অথবা খাবার তৈরি হয়, এইরূপ স্থানের কাছে বর্জ্য সংরক্ষণের স্থান নির্বাচন করা যাবে না।
- বর্জ্য সংরক্ষণের স্থানটিতে প্রয়োজনীয় অগ্নিনির্বাপক (ফায়ার এক্সটিংগুইজার, বালু ও পানি ইত্যাদি) ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বর্জ্য সংরক্ষণের স্থানটি বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারনের সাথে যুক্ত গাড়ীর জন্য সহজে প্রবেশযোগ্য হতে হবে।
- বর্জ্য সংরক্ষণের স্থানটির বাইরে প্রয়োজনীয় বিপদফলক/চিহ্ন সম্বলিত তথ্য ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

চিকিৎসা বর্জ্য সংরক্ষণের সময় ওজন নেয়ার সিডিউল

প্রতিটি বিভাগ অথবা ওয়ার্ড হতে আয়া/ওয়ার্ডবয়/পরিচ্ছন্ন কর্মী কর্তৃক সংগৃহীত বর্জ্য সাময়িক সংরক্ষনাগারে গ্রহণের সময় "ধরণ ভেদে" বর্জ্যের ওজন নিতে হবে এবং তা "কেজি" তে লিপিবদ্ধ করতে হবে। পরবর্তীতে "দিন ভিত্তিক" সকল বিভাগ অথবা ওয়ার্ড হতে সংগৃহীত বর্জ্যের "ধরণ ভেদে" সমষ্টিগত যোগফল সংরক্ষণাগারে রাখা নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষর করতে হবে।

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
বর্জ্যের ওজন নেয়া	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/ ওয়ার্ড মাস্টার	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	সংরক্ষনাগারে বর্জ্য গ্রহণের সময়/ প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/ প্রতিষ্ঠান প্রধান
নথি সংরক্ষণ				

চিকিৎসা বর্জ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার ছক

সাধারণ বর্জ্য	➢ সাধারণভাবে সাময়িক সংরক্ষণ ১২ ঘন্টা বা তার অধিক সময় করা যাবে না। ➢ রাত্রে উৎপাদিত বর্জ্য সকালে অপসারণের জন্য সাময়িক সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
তরল বর্জ্য	➢ সাধারণভাবে সাময়িক সংরক্ষণ ১২ ঘন্টা বা তার অধিক সময় করা যাবে না। ➢ রোগীর বিছানার নীচের পাত্রে রাখা তরল বর্জ্য সাময়িক সংরক্ষণ করা যাবে না। ➢ রাত্রে উৎপাদিত বর্জ্য সকালে অপসারণের জন্য সাময়িক সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
তেজস্ক্রিয়	➢ বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশনের দেয় নির্দেশনা অনুযায়ী সাময়িক সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
জীবাণুযুক্ত/ সংক্রামক	➢ সাধারণভাবে সাময়িক সংরক্ষণ ১২ ঘন্টা বা তার অধিক সময় করা যাবে না। ➢ রাত্রে উৎপাদিত বর্জ্য সকালে অপসারণের জন্য সাময়িক সংরক্ষণ করা যেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ➢ বিশেষ কারণে (দুযোর্গপূর্ণ আবহাওয়া) সাময়িক সংরক্ষণ করা যেতে পারে তবে ২৪ ঘন্টার অধিক সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
প্যাথলজিক্যাল	➢ সাধারণভাবে সাময়িক সংরক্ষণ (১২ ঘন্টা বা অধিক সময়) করা যাবে না। ➢ রাত্রে উৎপাদিত বর্জ্য সকালে অপসারনের জন্য সাময়িক সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ➢ বিশেষ কারণে (যেমন- দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া) সাময়িক সংরক্ষণ করা যেতে পারে তবে ২৪-ঘন্টার অধিক সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
এনাটমিক্যাল	➢ সাধারণভাবে সাময়িক সংরক্ষণ (১২ ঘন্টা বা অধিক সময়) করা যাবে না। ➢ রাত্রে উৎপাদিত বর্জ্য সকালে অপসারনের জন্য সাময়িক সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ➢ বিশেষ কারণে (দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া) সাময়িক সংরক্ষণ করা যেতে পারে তবে ২৪ ঘন্টার অধিক সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
রাসায়নিক/ ঔষধ জাতীয়	➢ সাধারণভাবে সাময়িক সংরক্ষণ ১২ ঘন্টা বা তার অধিক সময় করা যাবে না। ➢ রাত্রে উৎপাদিত বর্জ্য সকালে অপসারণের জন্য সাময়িক সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ➢ ঔষধ এবং রাসায়নিক বর্জ্য সাময়িক সংরক্ষণ করা যেতে পারে তবে ২৪ ঘন্টার অধিক সময় সংরক্ষণ করা যাবে না। ➢ ঔষধ এবং রাসায়নিক বর্জ্য আলাদাভাবে সাময়িক সংরক্ষণ করতে হবে।
ধারাল	➢ সাধারণভাবে সাময়িক সংরক্ষন ১২-ঘন্টা বা তার অধিক সময় করা যাবে না। ➢ রাত্রে উৎপাদিত বর্জ্য সকালে অপসারনের জন্য সাময়িক সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ➢ জীবাণুযুক্ত ধারাল বর্জ্য জীবাণুমুক্ত করে সাময়িক সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
[illegible]	➢ বিশেষ ব্যবস্থাধীনে সাময়িক সংরক্ষণ করা যাবে।
পুনঃব্যবহার্য	➢ বিশেষ ব্যবস্থাধীনে সাময়িক সংরক্ষণ করা যাবে, তবে জীবাণুযুক্ত বর্জ্য জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
পুনঃচক্রায়ন	➢ বিশেষ ব্যবস্থাধীনে সাময়িক সংরক্ষণ করা যাবে, তবে জীবাণুযুক্ত বর্জ্য জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

২.৬. পরিশোধণ এবং চূড়ান্ত অপসারণের লক্ষ্যে চিকিৎসা বর্জ্য হস্তান্তরকরণ

আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক চিকিৎসা বর্জ্যের পরিশোধন এবং পরবর্তী চূড়ান্ত অপসারণের দায়িত্ব সংশিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/পৌর -এর। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার অনুমোদনক্রমে তাদের পক্ষে যে কোন সক্ষম এনজিও এ কাজটি করতে পারে। পরিশোধণ এবং চূড়ান্ত অপসারণের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/এনজিও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথকীকরণকৃত (Segregated) বর্জ্য (সে মতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ্যে প্রিজম কাজ করছে)। অবশ্যই তারিখ, বর্জ্যের ধরন, পরিমাণ এবং অপসারণ পদ্ধতি লগ বই-এ লিপিবদ্ধকরতে হবে এবং স্বাক্ষর করতে হবে।

২.৬.১. চিকিৎসা বর্জ্য হস্তান্তরে বিবেচ্য বিষয়

- বর্জ্য সংরক্ষণের জায়গার পাশে বর্জ্য হস্তান্তর করতে হবে।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্যের ধরণের উপর ভিত্তি করে "কালার কোড" অনুযায়ী সংরক্ষিত বর্জ্য হস্তান্তর করতে হবে।
- কালার কোড ভেদে পৃথকীকৃত বর্জ্য সংগ্রহকারীর একই রং-এর পাত্রে স্থানান্তরিত হবে।
- বর্জ্য লেবেলিং ছাড়া অথবা খোলা অবস্থায় হস্তান্তর করা যাবে না।
- বর্জ্য হস্তান্তরের জায়গায়, পরিস্কারকরণের যন্ত্রপাতি, বালি ও আগুন নির্বাপন যন্ত্রপাতি এবং প্রচুর পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বর্জ্য হস্তান্তরের স্থানটির বাহিরে প্রয়োজনীয় বিপদফলক/চিহ্ন সম্বলিত তথ্য ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
- বর্জ্য হস্তান্তরের জায়গায় পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বহিরাগত মানুষ, পশু-পাখির প্রবেশে নিয়ন্ত্রন আরোপ করতে হবে।
- বর্জ্য হস্তান্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীগণ নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি (যেমন- মাস্ক, গ্লাভস, বুট, বিশেষ পোষাক ইত্যাদি) পরিধাণ করবে
- লগ বই-এর ব্যবস্থা রাখা, যাতে পাত্রের সংখ্যা, প্রবেশের তারিখ, বর্জ্যের ধরন, পরিমাণ এবং অপসারণ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের লক বৃই সংগ্রহকারী কর্তৃক এবং সংগ্রহকারীর লক বই স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠনের ওয়ার্ড মাস্টার কর্তৃক স্বাক্ষরিত
- বিশেষ ধরনের বর্জ্য (যেমন- মারকারী জাতীয় বর্জ্য, বিকিরণযোগ্য বর্জ্য, গর্ভফুল, মৃত গর্ভজাত অপরিনত শিশু ইত্যাদি) হস্তান্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- হস্তান্তর প্রক্রিয়ার পরবর্তীতে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের পাত্র/বিনসমুহ সরকার অনুমোদিত পদ্ধতিতে পরিস্কার করে ওয়ার্ড/বিভাগে পাঠাতে হবে।

২.৬.২. চিকিৎসা বর্জ্য হস্তান্তরের সিডিউল

সংরক্ষণাগারে রাখা বর্জ্য হস্তান্তর প্রক্রিয়া নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষর করতে হবে।

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
বর্জ্যের ওজন নেয়া	বর্জ্য সংগ্রহে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	বর্জ্য হস্তান্তরের সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/ওয়ার্ড মাস্টার এবং বর্জ্য সংগ্রহকারী দলের দলপতি
নথি সংরক্ষণ	ওয়ার্ড মাস্টার		বর্জ্য হস্তান্তরের পরপরই	
বিন/পাত্র পরিস্কারকরণ	বর্জ্য সংগ্রহে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি		বর্জ্য হস্তান্তরের পরপর	
বর্জ্য হস্তান্তরের স্থান পরিস্কারকরণ	স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ক্লিনার		বর্জ্য হস্তান্তরের পর	

২.৭. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব/অংশীদারিত্ব

স্বাস্থ্যশিক্ষা ক্রমাগতভাবে স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকান্ডের প্রতি একাগ্রতা, অংশীদারিত্ব বাড়ানোর পাশাপাশি কাজের পরিধি এবং নির্ভুলতা করে। চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যশিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের পাশাপাশি সমাজের সাধারণ নাগরিক এবং দর্শনার্থীদের অংশীদারিত্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাসকরন এবং পৃথকীকরণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, যেখানে সমাজের সাধারণ নাগরিক, রোগী এবং দর্শনার্থীদের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাসকরণ এবং কর্মকান্ডে সাধারণ নাগরিক, রোগী এবং দর্শনার্থীদের সম্পৃক্ত করার জন্য স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রমের প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্যের বৃহৎ অংশ তৈরি হয় সাধারণ নাগরিক, রোগী এবং দর্শনার্থীদের মাধ্যমে। দর্শনার্থী, সেইসাথে রোগীর জন্য তাদের আনা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই বর্জ্যের পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। একইসাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বর্জ্য পৃথকীকরণে দর্শনার্থী সরাসরি অংশ গ্রহণ করতে পারে। তাই বর্জ্য হ্রাসকরণে এবং পৃথকীকরণে উদ্যোগী করে তোলার লক্ষ্যে সার্বক্ষনিক দেয়া প্রয়োজন।

২.৭.১. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য শিক্ষার সিডিউল

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রদান	হেলথ এডুকেটর/ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দেয় নির্ধারিত সময়ে/ সকাল ৮.০০ ঘটিকা হতে ১.০০ ঘটিকা এবং দর্শনার্থীদের জন্য নির্ধারিত	স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মকর্তা/ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি

২.৭.২. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ-এর গুরুত্ব/অংশীদারিত

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে বাস্তবসম্মত ও দীর্ঘসূত্রি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের প্রথম শর্ত দক্ষ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। যথাযোগ্য প্রশিক্ষণ, পুনঃপ্রশিক্ষণ, কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য কর্মীদের ধারণার পরিবর্তন ও কর্মমুখ করা সম্ভব, যাতে করে সীমিত সম্পদের মধ্যেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকরণ সম্ভব হয়। প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সকল সেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রয়োজন মানসম্মত প্রশিক্ষণ, কারণ অনুপ্রাণিত দক্ষ জনশক্তি চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কর্মসূচি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকারাখতে পারে। প্রশিক্ষণের মূল ভিত্তি হলো:

বলো ➡ দেখাও ➡ জিজ্ঞাসা কর ➡ আলোচনা করো ➡ প্রয়োগ কর ➡ পর্যালোচনা করো

২.৭.৩. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সিডিউল

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রতিষ্ঠান প্রধান/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়	সরকার কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শুরুর পূর্বে/ব্যবস্থাপনা চলাকালীন সময়	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর /মন্ত্রণালয়

২.৮. হাউজ কিপিং-এর নির্দেশিকা (Guide lines)

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ধরন, সেবার ধরন, রোগীর উপস্থিতি, প্রশাসন, সামাজিক মূল্যবোধ, বাজেট বরাদ্দ, জনবল ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে হাউজ কিপিং-এর প্রয়োজনীয়তা ও প্রাধান্য নির্ধারিত হয়।

২.৮.১ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের মেঝে

- সাধারণত টয়লেট প্রতিদিন নুন্যতম তিনবার পরিস্কার করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে তিনের অধিকবার পরিস্কার করতে হবে।
- মেঝে এলাকা পরিস্কারকরণে ঝাড়ু দিয়ে কঠিন বর্জ্য দূর করা প্রয়োজন।
- ভেজা কাপড়/মপ দিয়ে মেঝে মুছে দিতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি ব্যবহার করা যেতে পারে। মেঝে জীবাণুযুক্ত বর্জ্য দ্বারা সংক্রামিত হলে সেক্ষেত্রে, সাধারণ ডিটারজেন্ট এর পরিবর্তে ক্লোরিন দ্রবণ/কারবোলিক এসিড/হেক্সাক্লোরোফেন ব্যবহার করা যেতে পারে। মেঝে পরিস্কারের সময় ঘরের কোনের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

২.৮.২ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের টয়লেট

- সাধারণত টয়লেট প্রতিদিন নুন্যতম তিনবার পরিস্কার করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে তিনের অধিকবার পরিস্কার করতে হবে।
- টয়লেটের ভিতরে পড়ে থাকা কঠিন বর্জ্য ঝাড়ু দিয়ে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের টয়লেট পরিস্কারে ১/৩ ভাগ বিচিং পাউডার, ১/৩ ভাগ সাবান এবং ১/৩ ভাগ কাপড় কাঁচার সোডা এর মিশ্রণ ব্যবহার করা উত্তম।
- বর্ণিত মিশ্রণটি টয়লেটের মেঝে এবং প্যান-এর উপর ছিটিয়ে দিতে হবে।
- ভেজা ন্যাকড়া/ব্রাশ দিয়ে পানি মিশিয়ে ঘসে ঘসে পরিস্কার করতে হবে।
- পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- প্যানে অবস্থিত জমাট বাধা বর্জ্য/দাগ তুলে ফেলতে হবে।
- টয়লেট পরিস্কারে ব্যবহৃত কাপড়/ব্রাশ/বালতি ইত্যাদি পরিস্কার করে ধুয়ে রৌদ্রে শুকাতে হবে।
- সেবা প্রদানকারীকে অবশ্যই প্রতিরোধক পরিধেয় ব্যবহার করতে হবে।

২.৮.৩. সেবা প্রদান এলাকার দেয়াল/ছাদ

- সেবা প্রদানকারীকে অবশ্যই প্রতিরোধক পরিধেয় ব্যবহার করতে হবে।
- পরিস্কারে ব্যবহৃত কাপড়/ব্রাশ/বালতি ইত্যাদি পরিস্কার করে ধুয়ে রৌদ্রে শুকাতে হবে।
- সেবা প্রদান এলাকায় কক্ষের দেয়াল ৬ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত প্রতিদিন মেঝে পরিস্কারের সময় পরিস্কার করতে হবে।
- কক্ষের ছাদ এবং ৬ ফুট উচ্চতা থেকে ছাদ পর্যন্ত দেয়াল প্রতি সপ্তাহে একবার পরিস্কার করতে হবে এবং প্রয়োজনবো একাধিকবার পরিস্কার করতে হবে ।

২.৮.৪. সেবা প্রদান এলাকার জানালা, পর্দা, বিছানার পাশের পর্দা, লাইট ফিটিং, বিছানার পাশের লকার ইত্যাদি

- কক্ষের পর্দা নুন্যতম প্রতি মাসে একবার লন্ড্রীতে ধুতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে যখন দৃশত ময়লা/নোংড়া মনে হবে।
- জানালা এবং জানালার ফ্রেম প্রতি সপ্তাহে একবার পরিস্কার করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে একাধিকবার পরিস্কার করতে হ
- কক্ষের ফার্নিচার, রোগীর বিছানা, বিছানার পাশের লকার, স্যালাইন স্ট্যান্ড/স্ক্রিন ইত্যাদী প্রতিদিন নুন্যতম একবার ভেজা মুছতে হবে। কাপড় ভিজাতে ডিটারজেন্ট/ ক্লোরিন দ্রবণ/কারবোলিক এসিড/হেক্সাক্লোরোফেন ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- প্রতিবার রোগী পরিবর্তনের সময় ভালভাবে বিছানা পরিস্কার করা উত্তম। রোগীর ব্যবহৃত ম্যাটট্রেস, বালিশ বিছানা থেকে কমপক্ষে রোদ্রে এক ঘন্টা রাখা উত্তম। কভার লাগানো ম্যাটট্রেস রোগী পরিবর্তনের সময় ডিটারজেন্ট/ক্লোরিন দ্রবণ/হেক্সাক্লো দ্রবণে মুছে ফেলতে হবে।
- সেবা প্রদানকারীকে অবশ্যই প্রতিরোধক পরিধেয় ব্যবহার করতে হবে।
- পরিস্কারে ব্যবহৃত কাপড়/ব্রাশ/বালতি ইত্যাদি পরিস্কার করে ধুয়ে রৌদ্রে শুকাতে হবে।

২.৮.৫. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের চারিপাশ

- প্রতিষ্ঠানের বাহিরের ড্রেন প্রতিদিন একবার পরিস্কার করতে হবে। প্রচুর পরিমাণে পানি ঢেলে ড্রেনের প্রবাহ নিশ্চিত রাখতে ড্রেনের বর্জ্য তুলে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখতে হবে। ড্রেনে কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করাই উত্তম।
- পড়ে থাকা গাছের পাতা প্রতিনিয়ত ঝাড়ু দিয়ে এক জায়গায় স্তুপ করে রাখা যেতে পারে, তবে প্রতিষ্ঠানের বাইরে মাটিতে সেখানে রাখাই উত্তম।

২.৮.৬. হাউজ কিপিং-এর ছক

কার্যক্রম	দ্রবণ	দিনক্ষন	কে করবে	তত্ত্বাবধানকারী
মেঝে পরিস্কার	পানি,ডিটারজেন্ট/ ক্লোরিন দ্রবণ/ কবোলিক এসিড/হেক্সাক্লোরোফেন	প্রতিদিন তিন বার এবং প্রয়োজন বোধে	ক্লিনার	সিনিয়র স্টাফ নার্স এ ওয়ার্ড মাস্টার
টয়লেট পরিস্কার	পানি/ডিটারজেন্ট/ক্লোরিন দ্রবণ/কারবোলিক এসিড/ হেক্সাক্লোরোফেন	প্রতিদিন তিন বার এবং প্রয়োজন বোধে	ক্লিনার	সিনিয়র স্টাফ নার্স এবং মাস্টার
বেসিন, কমোট	পানি/ডিটারজেন্ট/ক্লোরিন দ্রবণ/ কারবোলিক এসিড/ হেক্সাক্লোরোফেন	প্রতিদিন তিন বার এবং প্রয়োজন বোধে	ক্লিনার/ওয়ার্ড বয়/ আয়া	সিনিয়র স্টাফ নার্স এবং মাস্টার
দেয়াল/ছাদ	পানি/ডিটারজেন্ট/ ক্লোরিন দ্রবণ/ কারবোলিক এসিড/ হেক্সাক্লোরোফেন	দেয়াল ৬-ফিট উচ্চতা পর্যন্ত প্রতিদিন নুন্যতম এক বার। দেয়াল ৬-ফিটের উপর এবং ছাদ সপ্তাহে একবার।	ওয়ার্ড বয়/আয়া	সিনিয়র স্টাফ নার্স এ রেসিডেন্ট অফিসার/নি কর্তৃপক্ষ
বিছানার পাশের পর্দার স্ট্যান্ড, স্যালাইন স্ট্যান্ড, লাইট ফিটিং, বিছানার পাশের লকার ইত্যাদি	পানি/ডিটারজেন্ট/ হেক্সাক্লোরোফেন	প্রতিদিন তিন বার এবং প্রয়োজনবোধে	ওয়ার্ড বয়/আয়া	সিনিয়র স্টাফ নার্স এ রেসিডেন্ট অফিসার/নি কর্তৃপক্ষ
জানালা, জানালার গ্রীল, কলাপসিবল গেট ইত্যাদি	পানি/ডিটারজেন্ট/, প্রয়োজনীয় স্থানে গ্রীজ ব্যবহার করতে হবে।	সপ্তাহে একবার	ওয়ার্ড বয়/আয়া	সিনিয়র স্টাফ নার্স এ রেসিডেন্ট অফিসার/নি কর্তৃপক্ষ
পর্দা, বিছানার পাশের স্ক্রিন ইত্যাদী	পানি/ডিটারজেন্ট	প্রতিমাসে একবার বা দৃশ্যত ময়লা মনে হলে।	লন্ড্রি	সিনিয়র স্টাফ ন
প্রতিষ্ঠানের চারপাশ, ড্রেন	পানি	প্রতিদিন এক বার এবং প্রয়োজনবোধে	ক্লিনার	ওয়ার্ড মাস্টার/রেসি অফিসার /নির্ধারিত ক

৩.১ চিকিৎসা বর্জ্য সংরক্ষণের পাত্র বা বিন-এর প্রতিস্থাপন/ব্যবস্থাপনা

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়, বর্জ্য সংরক্ষণে বিন/পাত্রের প্রতিস্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্জ্য ধারণের বিনটি সাধারণত প্লাস্টিকের হয়ে থাকে এবং এর বিবরণ (Specification) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

- বর্জ্য পরিবহনের সময় বিনটি সঠিকভাবে লেভেলিং করতে হবে।
- সাধারণ বর্জ্যের জন্য ঢাকনাসহ বিন (কাল প্লাষ্টিক) "বর্জ্য/আবর্জনা আমাকে দিন" ও "সাধারণ বর্জ্য" সম্বলিত লেবেলিং লাগিয়ে
    - হাসপাতালের প্রবেশ মুখে
    - বহিঃবিভাগ রোগী বসার/অপেক্ষার জায়গায়
    - ওয়ার্ডের বাহিরে ও ভিতরে
    - সিড়ির প্রতিটি ল্যান্ডিংএ
    - লম্বা করিডোরে ৫০ গজ দূরত্বে এবং
    - উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে রাখতে হবে।
- সংক্রামক বর্জ্যের জন্য ঢাকনাসহ বিন (হলুদ প্লাষ্টিক পাত্র) "বর্জ্য/আবর্জনা আমাকে দিন" ও "ক্ষতিকারক বর্জ্য" সম্বলিত লেবেলিং লাগিয়ে
    - ওয়ার্ডের বাহিরে
    - অপারেশন থিয়েটার
    - লেবার রুম
    - ক্যাজুয়ালিটি
    - জরুরি বিভাগ
    - প্যাথলজি বিভাগ
    - পরীক্ষাগার
    - মহিলা ওয়ার্ডের টয়লেটের বাহিরে এবং
    - উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে।
- ধারালো বর্জ্যের জন্য ঢাকনাসহ বিন (লাল প্লাস্টিক পাত্র/বাক্স) "বর্জ্য/আবর্জনা আমাকে দিন" ও "ধারালো বর্জ্য" সম্বলিত লেবেলিং লাগিয়ে
    - নার্স স্টেশন
    - অপারেশন থিয়েটার
    - লেবার রুম
    - ক্যাজুয়ালিটি
    - জরুরি বিভাগ
    - প্যাথলজি বিভাগ
    - পরীক্ষাগার এবং
    - উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে।
- তরল বর্জ্যের জন্য গামলা বা বালতি (নীল প্লাস্টিক) "বর্জ্য/আবর্জনা আমাকে দিন" ও "তরল বর্জ্য" সম্বলিত লেবেলিং লাগিয়ে
    - সকল ওয়ার্ডে রোগীদের বিছানার নিচে
    - অপারেশন থিয়েটার
    - লেবার রুম
    - ক্যাজুয়ালিটি
    - জরুরি বিভাগ
    - প্যাথলজি বিভাগ
    - পরীক্ষাগার এবং
    - উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে।

➢ পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্যের জন্য পাত্র/বিন (সবুজ প্লাষ্টিক) "বর্জ্য/আবর্জনা আমাকে দিন" ও "পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য" লেবেলিং লাগিয়ে

- সকল ওয়ার্ডে
- নার্স স্টেশন
- অপারেশন থিয়েটার
- লেবার রুম
- ক্যাজুয়ালিটি
- জরুরি বিভাগ
- প্যাথলজি বিভাগ
- পরীক্ষাগার এবং
- উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে।

➢ তরল বর্জ্য সংগ্রহের জন্য "প্লাস্টিকের নীল" গামলাটি রোগীদের বিছানার নিচে রাখতে হবে, যা নার্সদের তত্ত্বাবধানে থাকবে। তরল বর্জ্যের উৎপত্তি স্থলে গামলা থাকবে। তবে তরল বর্জ্যের পরিমাণ বেশী হলে "নীল প্লাস্টিকের" বিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

➢ সাধারণ বর্জ্য রাখার পাত্র/বিন রোগী ও দর্শণার্থীদের আওতার মধ্যে থাকতে হবে, যাতে তারা সহজে ব্যবহার করতে পারে।

➢ প্রতিটি ওয়ার্ডে পুনঃব্যবহারযোগ্য এবং পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য সংগ্রহের পাত্র/বিন, নার্সের কক্ষে রাখা যেতে পারে।

➢ বর্জ্য রাখার পাত্র/বিন সরানোর (ধোয়ার জন্য, নষ্ট হলে ইত্যাদি) প্রয়োজন হলে, বিন বা পাত্র সরানোর পূর্বে একই রং-এর অন্য পাত্র/বিন সেখানে রাখতে হবে।

➢ বর্জ্য সংরক্ষণের পাত্র/বিনটি জীবাণুনাশক দ্বারা ধুয়ে নির্ধারিত স্থানে রাখতে হবে।

➢ বর্জ্য সংরক্ষণের পাত্র/বিনটির চারিদিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে।

➢ সরবরাহকৃত বিনের সংখ্যার সাথে মিল রেখে, সমপরিমান + অতিরিক্ত ৫% জরুরি প্রয়োজনের জন্য ভান্ডারে সংরক্ষিত থাকবে।

➢ বর্জ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সহজতর করার লক্ষ্যে, বর্জ্যের প্রকারভেদে প্রতিটি পাত্র/বিনের প্রতিস্থাপনের জায়গায় সহজে চোখে পড়ে স্থানে বা পাত্র/বিনের ওপরে বর্জ্য জমাকরণ ও সংগ্রহের নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ করতে হবে।

➢ কোন অবস্থায়ই কোন ভাঙ্গা, ফাটা, ফুটা পাত্র বা বিন ব্যবহার করা যাবে না।

৩.২. চিকিৎসা বর্জ্য পরিবহন/সংরক্ষণের বিন/পাত্রের লেবেলিং-এর সিডিউল

➢ সকল বর্জ্য সংগ্রহের পাত্র/বিন আঠাযুক্ত লেবেল দ্বারা লেবেলিং করতে হবে।

➢ লেবেলিং ছাড়া বর্জ্য সংগ্রহ বা পরিবহন না করাই উত্তম।

➢ সকল লেবেল পানি প্রতিরোধক হতে হবে।

➢ লেবেল পুরণ করার অমোচনীয় এবং পানি রোধক কালি দ্বারা তা পুরণ করতে হবে।

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
পাত্রের লেবেলিং	আয়া, ওয়ার্ড বয় বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	বর্জ্য সংগ্রহের পাত্র প্রতিস্থাপন করার পূর্বে	ক্ষেত্রভেদে সিনিয়র স্টাফ নার্স (ওয়ার্ড ইনচার্জ), ডবিও এম ও আর এম ও, ওয়ার্ড মাস্টার

৩.৩. চিকিৎসা বর্জ্য হস্তান্তর/অপসারন এবং বিন/পাত্রের পরিস্কারকরণ-এর সিডিউল

➢ সকল বর্জ্য সংগ্রহের পাত্র/বিন-এর সংগৃহীত বর্জ্য সংরক্ষণাগারের বড় পাত্রে অপসারনের পর পরই পরিস্কার করতে হবে।

- হলুদ রং-এর পাত্র/বিন ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন দ্রবণ দ্বারা ধুতে হবে।
- সবুজ রং-এর পাত্র/বিন ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন দ্রবণ দ্বারা ধুতে হবে।
- কাল রং-এর পাত্র/বিন প্রবাহমান পানি দ্বারা ধুতে হবে।

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
পাত্র/বিন পরিস্কার করণ	ক্লিনার/ পরিচ্ছন্নতা কর্মী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	বর্জ্য অপসারণ করার পর পরই	ক্ষেত্রভেদে সিনিয়র স্টাফ নার্স (ওয়ার্ড ইনচার্জ); ওয়ার্ড মাস্টার; ক্লিনারদের সর্দার

- সংরক্ষণাগারের বড় পাত্রের সকল বর্জ্য সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/এনজিও কর্মীর নিকট হস্তান্তরের পর পরই পাত্র/বিন পরিস্কার করতে হবে।
  - হলুদ রং-এর পাত্র/বিন ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন দ্রবণ দ্বারা ধুতে হবে।
  - সবুজ রং-এর পাত্র/বিন ০.৫% ক্লোরিন সলিউশন দ্রবণ দ্বারা ধুতে হবে।
  - কাল রং-এর পাত্র/বিন প্রবাহমান পানি দ্বারা ধুতে হবে।

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
পাত্র/বিন পরিষ্কারকরণ	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/এনজিও কর্মীর	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	বর্জ্য হস্তান্তর/অপসারন করার পর পরই	ক্ষেত্রভেদে ওয়ার্ড মাস্টার; ক্লিনারদের সর্দার এবং সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/এনজিও প্রতিনিধি

চিকিৎসা বর্জ্যের প্যাকেটজাতকরণের সাংকেতিক চিহ্ন (Symbol)

দহনযোগ্য বর্জ্য (Oxidizing substance)

সাংকেতিক চিহ্ন : বৃত্তের উপর আগুনের শিখা-কাল রং
পটভূমি : হলুদ রং

সংক্রামক বর্জ্য (Toxic substance)

সাংকেতিক চিহ্ন : দুইটি হাড়ের উপর মাথার খুলি - কাল রং
পটভূমি : সাদা রং

জীবানুযুক্ত বর্জ্য (Infectious substance)

সাংকেতিক চিহ্ন : বৃত্তের উপর তিনটি প্রতিস্থাপিত চন্দ্রাকৃতি
চন্দ্রাকৃতি : কাল রং
পটভূমি : সাদা রং

তেজস্ক্রিয় / বিকিরণযোগ্য বর্জ্য (Radioactive substance)

সাংকেতিক চিহ্ন : ঘুর্নায়মান পাখা- কাল রং
পটভূমি : উপরের অর্ধেক হলুদ এবং নিচের অর্ধেক সাদা রং

ক্ষয়কারক বর্জ্য (Corrosive substance)

সাংকেতিক চিহ্ন : হাত এবং একটি ধাতুর প্রতি আকর্ষিত দুইটি পাত্র থেকে উপচিয়ে পড়া তরল-কাল রং
পটভূমি : উপরের অর্ধেক সাদা রং-এবং নিচের অর্ধেক সাদা বর্ডারে কাল রং

অন্যান্য ক্ষতিকারক বর্জ্য (Corrosive substance)

সাংকেতিক চিহ্ন : উপরের অর্ধেক অংশে সাদা রং-এর পটভূমিতে কাল রং-এর সাতটি লম্বা দাগ
পটভূমি : নিচের অর্ধেক কাল বর্ডারে সাদা রং

৩.৫. হাসপাতালের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত বর্জ্যের বিন/পাত্রের সাংকেতিক চিহ্ন (Symbol)

সাধারণ বর্জ্যের বিন (General waste bin) সাংকেতিক চিহ্ন : কাল রং এর বৃত্ত । পটভূমি : কাল রং-এর বর্ডারে সাদা রং-এর ।	
সংক্রামক বর্জ্যের বিন (Toxic waste bin) সাংকেতিক চিহ্ন : হলুদ রং-এর বৃত্তের উপর কাল রং-এর তিনটি প্রতিস্থাপিত চন্দ্রাকৃতি । পটভূমি : হলুদ বর্ডারের উপর সাদা ।	
ধারাল বর্জ্যের বিন (Sharp wasdte bin) সাংকেতিক চিহ্ন : লাল রং এর বৃত্তের ভিতরে সাদা রং-এর দুইটি হাড়ের উপর মাথার খুলি । পটভূমি : লাল বর্ডারের উপর সাদা ।	
পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্যের বিন (Recycleable waste bin) সাংকেতিক চিহ্ন : সবুজ রং এর বৃত্তের ভিতরে কাল রং-এর তিনটি তীর চিহ্ন । পটভূমি : সবুজ রং-এর বর্ডারের উপর সাদা ।	

- সকল বর্জ্য সংগ্রহের পর সরাসরি বর্জ্য পরিশোধণের জায়গায় নিয়ে যওয়াই উত্তম, তবে প্রয়োজনবোধে সাময়িক সংরক্ষ... নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জমা রাখা যেতে পারে ।
- সকল রাসায়নিক তরল বর্জ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার/প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্ক্রীয় করে ড্রেনে ঢালা যেতে পারে । তবে রাসায়নিক ... প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিউট্রাল করা সম্ভব না হলে, প্রচুর পরিমাণে পানি মিশিয়ে তারপর পয়ঃনিস্কাশন লাইনে ঢেলে দিতে হবে ।

য়িক সংরক্ষণের জা
তবে রাসায়নিক বি
দিতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা বর্জ্য-এর সামগ্রীক ব্যবস্থাপনার ছক

পৃথকীকরণ	➢ বর্জ্য উৎপত্তির পরপরই, উৎপত্তিস্থলেই বর্জ্য উৎপাদনকারী কর্তৃক বর্জ্য পৃথকীকরণ। ➢ পৃথককৃত বর্জ্য ধরনভেদে নির্ধারিত রঙ্গিন পাত্রে রাখা। ➢ হলুদ পাত্রে সংক্রামক বর্জ্য, লালপাত্রে ধারালো বর্জ্য, সবুজ পাত্রে পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য, নীল পাত্রে তরল বর্জ্য এবং কালো পাত্রে সাধারণ বর্জ্য রাখা। ➢ পৃথকীকরণের পর এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে বর্জ্য স্থানান্তর করা যাবে না। ➢ বর্জ্য যাতে ছিটিয়ে/ছড়িয়ে না পড়ে, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। ➢ অসাবধানতাবশতঃ সাধারণ বর্জ্যের সাথে ক্ষতিকারক বর্জ্য মিশে গেলে, সকল বর্জ্য ক্ষতিকারক বর্জ্য হিসাবে ধরে নিতে হবে।
জীবাণুমুক্তকরণ	➢ অন্য বর্জ্যের সাথে মিশানোর আগে রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা বা অটোক্লেভের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করা। ➢ সংক্রামক এবং ধারালো বর্জ্য ফেলার আগে উক্ত বিনে জীবাণুনাশক দ্রবণ রাখতে হবে। ➢ যে সকল প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য সংরক্ষণ এবং পরিবহনের জন্য বিশেষ ব্যাগ এবং ইনসিনেরেটর ব্যবহার করা হয়, সেখানে জীবাণুমুক্তকরণের প্রয়োজন হয় না।
লেবেলিং	➢ সকল বর্জ্য রাখার পাত্র লেবেলিং করতে হবে। ➢ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিভাগের নাম। ➢ উৎপাদন, সংগ্রহ এবং পরিবহনের তারিখ। ➢ হস্তান্তরকারী এবং গ্রহণকারীর নাম, স্বাক্ষর এবং জরুরি যোগাযোগের টেলিফোন নাম্বার।
বর্জ্য সংগ্রহকরণ	➢ বিন/পাত্রে বর্জ্য রাখার পূর্বে, বিন/পাত্রটি উপযুক্ত কিনা পরীক্ষা করে নেয়া। ➢ হলুদ পাত্রে রাখা ক্ষতিকারক বর্জ্য সর্বপ্রথম সংগ্রহ করতে হবে, অতঃপর লাল পাত্রে রাখা ধারাল বর্জ্য, অতঃপর পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য এবং সর্বশেষে কাল পাত্রের সাধারণ বর্জ্য সংগ্রহ করা। ➢ পাত্রের চারভাগের তিন ভাগের বেশি বর্জ্য রাখা যাবে না। ➢ ধারালো বর্জ্য রাখার পাত্রে চেপে চেপে বর্জ্য রাখা যাবে না। ➢ সংগ্রহের আগে বর্জ্যের ওজন (পরিমাণ কেজিতে) করতে হবে। ➢ প্রতিদিন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে অথবা প্রতিদিন (ছুটির দিন সহ) তিন বার • সকাল ৬টা হতে ৭টা • দুপুর ১টা হতে ২টা • রাত ৯টা হতে ১০টা ➢ বিশেষ প্রয়োজনে যখন বর্জ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হবে তখনই সংগ্রহ করতে হবে।
অভ্যন্তরীণ বর্জ্য সংরক্ষণ	➢ সংরক্ষিত জায়গায় বর্জ্য সংরক্ষণ করা। ➢ বর্জ্য সংরক্ষণ জায়গায় নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা করা। ➢ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বর্জ্য দীর্ঘক্ষণ সংরক্ষণ না করা। ➢ বিশেষ প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টার বেশি ক্ষতিকারক বর্জ্য সংরক্ষণ না করা।
বর্জ্য পরিবহন	➢ শরীরের সাথে ঠেকিয়ে বিন/পাত্র পরিবহন না করা। ➢ মেঝের উপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে পাত্র/বিন একস্থান হতে অন্যস্থানে না সরানো। ➢ একই সময় অনেক পাত্র/বিন একসাথে পরিবহন না করা। ➢ বর্জ্য উৎপাদনের জায়গা হতে পরিশোধনের জায়গায় সরাসরি বিনসহ বর্জ্য পরিবহন করা। ➢ বিন পরিবহনে চাকাওয়ালা বিশেষ ট্রলি ব্যবহার করা। ➢ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত পথে বর্জ্য পরিবহন করা। ➢ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে বর্জ্য পরিবহন করা। • সকাল ৬টা হতে ৭টা • দুপুর ১টা হতে ২টা • রাত ৯টা হতে ১০টা ➢ রাত ৯টা হতে ১০টার মধ্যে সংগ্রহ করা বর্জ্য সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

বিনের স্থাপন / প্রতিস্থাপন	➢ বিনসহ বর্জ্য পরিশোধণের জন্য সংগ্রহ করা হলে সাথে সাথে একই রং-এর অন্য একটি বিন সেখানে রাখতে হবে। ➢ ধারালো বর্জ্যের জন্য লাল বিন/পাত্র নার্স স্টেশনে থাকবে। ➢ ক্ষতিকারক বর্জ্যের জন্য হলুদ বিন/পাত্র রোগীর কাছ থেকে দূরে নার্স স্টেশনের বাইরে থাকবে। ➢ সাধারণ বর্জ্যের জন্য কাল বিন/পাত্র নার্স স্টেশনের বাইরে রোগীর আয়ত্ত্বের মধ্যে থাকবে। ➢ ভাঙ্গা/ফাটা/নষ্ট বিন ব্যবহার না করা। ➢ প্রতিটি বিন প্রতিবার খালি করার পর পর পরিস্কার/জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
ব্যক্তিগত নিরাপত্তা	➢ বর্জ্য পৃথকীকরণ, সংগ্রহ, পরিবহন এবং সংরক্ষণের সময় ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক পরিধেয় ব্যবহার করতে হবে।
বিশেষ নিরাপত্তা	➢ বর্জ্য দ্বারা বিনের চার ভাগের তিন ভাগের বেশি ভর্তি না করাই উত্তম। ➢ সকল সময় বিনের মুখে ঢাকনা লাগনো থাকবে। ➢ সকল নল জাতীয় বর্জ্য, ব্যবহৃত স্যালাইন ব্যাগ এবং ব্যবহৃত রক্ত ব্যাগ পুনঃব্যবহার বন্ধ করার জন্য কেটে টুকরো করে দিতে হবে। ➢ সিরিঞ্জের পুনঃব্যবহার বন্ধে নজল কেটে দিতে হবে। ➢ ব্যবহারের পর সিরিঞ্জে ক্যাপ না পরানো উচিৎ। ➢ বিভিন্ন প্রকার সূঁই-এর পুনঃব্যবহার বন্ধে কেটে দিতে হবে, কাটা সম্ভব না হলে অন্তত পক্ষে বাঁকা করে দিতে হবে। ➢ সকল সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, বিন থেকে বর্জ্য যেন উপচে না পড়ে। ➢ দুর্ঘটনায় বিন থেকে বর্জ্য পড়ে গেলে সাথে সাথে বর্জ্যের ধরনভেদে রঙ্গিন বিনে সংগ্রহ করতে হবে এবং সংক্রমিত জায়গা কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত নিয়মে পরিস্কার/জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ➢ দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানানোসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে হবে।

৩.২ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য-এর সামগ্রীক ব্যবস্থাপনার সিডিউল

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
বর্জ্য হ্রাসকরণ	সেবা প্রদানকারী, সহযোগী সংস্থা, রোগী এবং দর্শনার্থী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	সম্পদ সংগ্রহ, সরবরাহ এবং ব্যবহারের সময়কালে	ক্ষেত্রভেদে প্রতিষ্ঠান প্রধান, বিভাগীয় প্রধান, স্টোর কিপার/অফিসার
বর্জ্য পৃথকীকরণ	বর্জ্য উৎপাদনকারী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	বর্জ্যের উৎপত্তিস্থলে, বর্জ্য উৎপাদনের পরপরই	ক্ষেত্রভেদে বিভাগীয় প্রধান, আর এম ও, মেট্রন, নার্সিং সুপারভাইজার
বর্জ্য সংগ্রহকরণ	আয়া, ওয়ার্ড বয় বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনামতে	ক্ষেত্রভেদে সিনিয়র স্টাফ নার্স, ক্লিনারদের সর্দার, ওয়ার্ড মাস্টার
বর্জ্য পরিবহন	আয়া, ওয়ার্ড বয় বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনামতে	ক্ষেত্রভেদে ক্লিনারদের সর্দার, ওয়ার্ড মাস্টার
বর্জ্য সংরক্ষণ	আয়া, ওয়ার্ড বয় বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	ক্ষেত্রভেদে প্রতিষ্ঠান প্রধান, আর এম ও, স্টোর কিপার/অফিসার ক্লিনারদের সর্দার, ওয়ার্ড মাস্টার
বর্জ্য ফেলার পাত্র/বিন প্রতিস্থাপন	আয়া, ওয়ার্ড বয় বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	পরিস্কার অথবা বর্জ্য অপসারণের লক্ষ্যে পাত্র/ বিন সরান হলে	ক্ষেত্রভেদে আর এম ও, ওয়ার্ড মাস্টার ক্লিনারদের সর্দার, সিনিয়র স্টাফ নার্স
বর্জ্য ফেলার পাত্র/বিন পরিষ্কার	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	ডিজইনফেক্টেন্ট দ্রবণে কাপড় ভিজিয়ে তা দিয়ে ঘষে পরিস্কার করে পানি দিয়ে ধুতে হবে	প্রতি সিফটে এক বার করে দিনে তিন বার ও প্রয়োজনে	ক্ষেত্রভেদে আর এম ও, সিনিয়র স্টাফ নার্স, ওয়ার্ড মাস্টার, ক্লিনারদের সর্দার
টয়লেট পরিস্কার	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	ডিজইনফেক্টেন্ট দ্রবণে কাপড় ভিজিয়ে তা দিয়ে ঘষে পরিস্কার করে পানি দিয়ে ধুতে হবে	প্রতি সিফটে এক বার করে দিনে তিন বার ও প্রয়োজনে	ক্ষেত্রভেদে বিভাগীয় প্রধান, আর এম ও, সিনিয়র স্টাফ নার্স, ওয়ার্ড মাস্টার, ক্লিনারদের সর্দার,
[illegible] পরিষ্কার	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	ডিজইনফেক্টেন্ট দ্রবণে কাপড় ভিজিয়ে তা দিয়ে ঘষে পরিস্কার করে পানি দিয়ে ধুতে হবে	প্রতি সিফটে এক বার করে দিনে তিন বার ও প্রয়োজনে	ক্ষেত্রভেদে বিভাগীয় প্রধান, আর এম ও, সিনিয়র স্টাফ নার্স, ওয়ার্ড মাস্টার, ক্লিনারদের সর্দার
[illegible] পরিষ্কার	আয়া, ওয়ার্ড বয়, ক্লিনার বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী	ডিজইনফেক্টেন্ট দ্রবণে কাপড় ভিজিয়ে তা দিয়ে ঘষে পরিস্কার করে পানি দিয়ে ধুতে হবে	প্রতি সিফটে এক বার করে দিনে তিন বার ও প্রয়োজনে	ক্ষেত্রভেদে বিভাগীয় প্রধান, আর এম ও, সিনিয়র স্টাফ নার্স, ওয়ার্ড মাস্টার, ক্লিনারদের সর্দার

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
সিনক পরিস্কার	আয়া, ওয়ার্ড বয়, ক্লিনার বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী	ডিজইনফেক্টেন্ট দ্রবণে কাপড় ভিজিয়ে তা দিয়ে ঘষে পরিস্কার করে পানি দিয়ে ধুতে হবে	প্রতি সিফটে এক বার করে দিনে তিন বার ও প্রয়োজনে	ক্ষেত্রভেদে বিভাগীয় প্রধান, আর এম ও, সিনিয়র স্টাফ নার্স, ওয়ার্ড মাস্টার, ক্লিনারদের সর্দার
সিলিং পরিস্কার	আয়া, ওয়ার্ড বয়, ক্লিনার বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী	ডিজইনফেক্টেন্ট দ্রবণে ধুতে হবে	অন্তত:মাসে এক বার	ক্ষেত্রভেদে বিভাগীয় প্রধান, আর এম ও, সিনিয়র স্টাফ নার্স, ওয়ার্ড মাস্টার, ক্লিনারদের সর্দার
বর্জ্য পরিশোধন	নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান, পরিচ্ছন্নতা কর্মী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনামতে	ক্ষেত্রভেদে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠান প্রধান, ওয়ার্ড মাস্টার, ক্লিনারদের সর্দার
বর্জ্য অপসারণ	নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান, পরিচ্ছন্নতা কর্মী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনামতে	ক্ষেত্রভেদে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠান প্রধান, ওয়ার্ড মাস্টার, ক্লিনারদের সর্দার

তত্ত্বাবধান
ক্ষেত্রভেদে বিভাগীয় ... আর এম ও, সিনিয়র ... নার্স, ওয়ার্ড মাস্টার ... ক্লিনারদের সর্দার
ক্ষেত্রভেদে বিভাগীয় ... আর এম ও, সিনিয়র ... নার্স, ওয়ার্ড মাস্টার ... ক্লিনারদের সর্দার
ক্ষেত্রভেদে প্রশাসনিক ... কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠান ... ওয়ার্ড মাস্টার, ... ক্লিনারদের সর্দার
ক্ষেত্রভেদে প্রশাসনিক ... কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠান ... ওয়ার্ড মাস্টার, ... ক্লিনারদের সর্দার

... বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা

... বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ধাপে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। নিরাপত্তা প্রদানে

- কর্মচারীদের নিরাপত্তাজনিত পরিধেয় ব্যবহার করা। যেমন-
  - এপ্রোন/গাউন
  - হেলমেট
  - চোখের নিরাপত্তা জনিত গগলস্
  - গাউন
  - বুট জুতা
  - গ্লাভস ইত্যাদি।
- কর্মচারীদের চাকুরীপূর্ব এবং চাকুরীকালীন সময়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রতিষেধকজনিত টিকা প্রদানের বিশেষত "টিটেনাস" ও "হেপাটাইটিস-বি" এবং আক্রান্ত পরবর্তী চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান করা।
- কাজে আসার পর, বর্জ্য নাড়াচাড়া, বর্জ্য পরিবহনের পর/সংগ্রহের শেষে/খাবার গ্রহণের পূর্বে এবং কাজ শেষে সাবান পানি বা রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন- স্যাভলন/ডেটল ইত্যাদি) দিয়ে ভালভাবে হাত ধোয়া। সাবান বা রাসায়নিক দ্রব্যের অবর্তমানে অন্তত পক্ষে পানি দিয়ে ভালভাবে হাত ধোয়া নিশ্চিত করতে হবে।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিরাপত্তা বিষয়ে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া, যেমন- বর্জ্য পৃথকীকরণ, আদর্শগত লেবেলিং/প্যাকিং, পরিবহনের সময় বর্জ্য ঢেকে রাখা এবং নিরাপদ বর্জ্য সংরক্ষণ বিষয়ক ইত্যাদি।
- কর্মস্থলে ধুমপান এবং পানাহার বন্ধ রাখতে হবে, বিশেষ করে পরীক্ষাগারে (ল্যাবরেটরিতে)।
- বর্জ্য উৎপাদনকারী/বর্জ্য সংগ্রহকারী কাজের শেষে কাজের জায়গায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবে এবং কর্মক্ষেত্র ত্যাগের পূর্বে কাজের পোষাক পরিবর্তন করতে হবে।
- ব্যবহৃত গ্লাভস্, মাস্ক, এপ্রোন ও বুট ইত্যাদি কাজের শেষে জীবাণুমুক্ত/ধৌত করতে হবে।
- সংক্রমিত পুনঃব্যবহার্য যন্ত্রপাতি বা দ্রব্য পুনরায় ব্যবহারের পুর্বে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- বর্জ্য ছড়িয়ে পড়লে অথবা দুর্ঘটনায় কি প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তার লিখিত নির্দেশনাবলী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রদর্শিত থাকবে। একই সাথে সকল পরিচ্ছন্ন কর্মীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- নিয়মিত দুর্ঘটনা প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করা, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

... বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা-এর সিডিউল

...	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
... নিরাপত্তা	সেবা প্রদানকারী বিশেষ করে আয়া, ওয়ার্ড বয় বা পরিচ্ছন্ন কর্মী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	কাজের শুরুতে এবং কাজের সময়	ক্ষেত্রভেদে ওয়ার্ড মাস্টার সিনিয়র স্টাফ নার্স(ওয়ার্ড ইনচার্জ), ডব্লিও এম ও: আর এম ও

... বর্জ্যজনিত আঘাত ও সংস্পর্শের কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ

... কর্মচারী, যারা বর্জ্য নাড়াচাড়া করে, তাদের বর্জ্য জনিত আঘাত বা সংস্পর্শ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দেয়া। তাই প্রশিক্ষণের আওতায় থাকবে

- ... প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা
- ... ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবহিত করা
- .../জরুরি ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
- ... করা
- ... নির্দিষ্ট সময় অন্তর কর্মচারীদের রক্ত ও অন্যান্য পরীক্ষা করা
- ... সংরক্ষণ করা

৪.৪. অন্যান্য দুর্ঘটনায় ব্যবস্থা গ্রহণ

নিম্নে বর্ণিত যে কোন দুর্ঘটনায় দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

- বর্জ্য পদার্থ ছড়িয়ে পড়া
- যন্ত্রপাতির হঠাৎ অকার্যকারিতা
- বর্জ্য সংরক্ষণ/বহনের পাত্র ছিঁড়ে বা ভেঙ্গে যাওয়া
- বর্জ্য সংগ্রহ,পরিশোধন ও অপসারণে বাধা দেয়া বা দেরী করা
- বিস্ফোরণ ও আগুন লাগা
- যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা, যেখানে দ্রুত ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের দুর্ঘটনা মোকাবিলার পারদর্শী করা এবং হাতের কাছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সকল সময়ের জন্য প্রস্তুত রাখা। যে কোন কর্মচারীর দুর্ঘটনায় তাকে দুর্ঘটনাস্থল হতে সরিয়ে প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে অসংক্রমিত করে হাসপাতালের ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্রুততার সাথে অবহিত করা।

৪.৫. আঘাত ও দুর্ঘটনায় ব্যবস্থা গ্রহণ-এর সিডিউল

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
আঘাত ও দুর্ঘটনায় ব্যবস্থা গ্রহণ	ক্ষেত্রভেদে ওয়ার্ড মাস্টার সিনিয়র স্টাফ নার্স (ওয়ার্ড ইনচার্জ), ডব্লিও এম ও; আর এম ও	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	দুর্ঘটনায় খবর পাওয়ায় সাথে সাথে	ক্ষেত্রভেদে আর এম ও/ বিভাগীয় প্রধান/ সহকারী পরিচালক

৪.৬. ছিটিয়ে/ছড়িয়ে পড়া বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা

ছিটিয়ে পড়া বর্জ্যে জীবাণু থাকার আশংকা থাকে, কাজেই সাথে সাথে পরিস্কার করতে হবে। ছিটিয়ে পড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়

- নিরাপত্তা জনিত পরিধেয় (গামবুট, গ্লাভস্, ম্যাকেনটোস ইত্যাদি) পড়ে নেয়া।
- শোষণ ক্ষমতাযুক্ত কাগজ/টয়লেট পেপার/টাওয়েল দ্বারা বর্জ্য ছিটিয়ে/ছড়িয়ে পড়া জায়গা ঢেকে দেয়া।
- শোষণ ক্ষমতাযুক্ত কাগজ/টয়লেট পেপার/টাওয়েল-এর উপর ০.৫% ক্লোরিন দ্রবণ ঢেলে দেয়া এবং ১০-১৫ মিনিট অপেক্ষা করা।
- পুনরায় শোষণ ক্ষমতাযুক্ত কাগজ/টয়লেট পেপার/টাওয়েল দ্বারা ছিটিয়ে/ছড়িয়ে পড়ার জায়গা পরিস্কার করা।
- উপযুক্ত ডিজইনফেক্টেন্ট দ্রবণ দিয়ে ছিটিয়ে/ছড়িয়ে পড়া জায়গা মুছে দেয়া।
- সাবধানতা সহকারে মোছার কাজে ব্যবহৃত টয়লেট পেপার/কাপড়/টাওয়েল হলুদ রং-এর বিনে অপসারণ করা।

৪.৬.১. ছিটিয়ে/ছড়িয়ে পড়া বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা-এর সিডিউল

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
ছিটিয়ে/ ছড়িয়ে পড়া বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা	সেবা প্রদানকারী বিশেষ করে আয়া, ওয়ার্ড বয় বা পরিচ্ছন্ন কর্মী	সরকার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী	বর্জ্য ছিটিয়ে /ছড়িয়ে পড়লে	ক্ষেত্রভেদে ওয়ার্ড মাস্টার সিনিয়র স্টাফ নার্স(ওয়ার্ড ইনচার্জ), ডব্লিও এম ও; আর এম ও

পঞ্চম অধ্যায়

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব/করণীয়

৫.১. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের গঠিত কমিটি

আদর্শগতভাবে বাস্তবসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে, প্রাধিকার বলে প্রতিষ্ঠানের প্রধান (পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক) কমিটির সভাপতি থাকবেন এবং তিনি কতগুলো সাব-কমিটিকে দায়িত্ব অর্পন করবেন। একটি হাসপাতালের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কমিটি হতে পারে নিম্নরূপ-

হাসপাতালের পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক	: সভাপতি
সকল বিভাগীয় প্রধান/কনসালটেন্ট	: সদস্য
নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট	: সদস্য
স্বাস্থ্যসেবা কমিটির প্রতিনিধি	: সদস্য
ওয়ার্ড মাস্টার	: সদস্য
ইঞ্জিনিয়ার-ইনচার্জ/পিডব্লিউডি/সিএমএমইউ	: সদস্য
স্টোর কিপার	: সদস্য
ফোকাল পারসন-টিকিউএম	: সদস্য
হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা (ডব্লিউএমও)	: সদস্য সচিব

- কমিটি প্রয়োজনে আরো কয়েকজন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৫.১.১. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব

- বর্জ্যের উৎপত্তিস্থলেই বর্জ্যের পৃথকীকরণ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সকল বিভাগীয় প্রধানের সহিত যোগাযোগ।
- বর্জ্য সংরক্ষনের পাত্রের (রঙ্গিন) প্রাপ্তি ও প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত প্রতিস্থাপিত পাত্রের চারিদিকের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।
- জনগণকে অবহিত করণের লক্ষ্যে হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় রঙ্গিন পোস্টার, নিয়ন সাইন, দেয়াল লেখন লাগান নিশ্চিত করা।
- হাসপাতাল অভ্যান্তরে ও বাহিরে বর্জ্যের পরিবহন নিরীক্ষা করা।
- ব্যবহায্য জিনিষপত্র ও যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতার জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা।
- বর্জ্য অপসারন পদ্ধতি যথাযথ নিরীক্ষা করা।
- সকল পাত্রের গায়ে "লেবেলিং", প্রকারভেদে বর্জ্যের পরিমাপ ও নিবন্ধীকরণ নিশ্চিত করা।
- সকল ব্যক্তিই তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন, সেই লক্ষ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- বহিঃবিভাগ ও অন্তঃবিভাগে অবস্থানকারী রোগী ও দর্শনার্থীদের মাঝে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বার্তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- রিপোর্ট তৈরি ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।
- সকল প্রকার পদ্ধতিগত খরচাদি, সরবরাহ জনিত খরচ, প্রশিক্ষণ খরচ, চুক্তিকৃত খরচের তথ্য নিরীক্ষা করা।
- অভ্যন্তরীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মান উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

৫.২. স্বাস্থসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান-এর দায়িত্ব

- স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার মাধ্যমে "হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি" এবং তার কার্যপরিধি প্রণয়ন।
- "বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা" মনোনীত করা, যিনি তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে এ পদে থাকবেন।
- কার্যকারী ও বাস্তবসম্মত বর্জ্য পরিশোধন/অপসারণ-এর তত্ত্বাবধান করা।
- দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির অবর্তমানে যোগ্য ব্যক্তি মনোনীত করা, বিশেষ ক্ষেত্রে একজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে স্বল্প মেয়াদে নিয়োগ করা।
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- নির্ধারিত সময় অন্তর বৈঠক, মত বিনিময় সভা, নির্দেশনাবলী ও সহযোগিতা কামনা করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কৌশলকে উন্নীত বা পরিবর্তন করা।
- আদর্শগত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের সকল কর্মকান্ডের জন্য দায়ী থাকা।
- যথাযথভাবে নথি সংরক্ষণ করা।

৫.২.১. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান-এর বর্ণিত বিষয়ে জানা প্রয়োজন

- প্রধান কৌশুলির দৃঢ়তা ছাড়া কর্মচারীদের পক্ষ্যে এককভাবে উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়, কাজেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে ও ব্যবস্থাপনায় প্রধান কৌশুলির ভূমিকা আছে কি, তা নিশ্চিত করা।
- প্রতিষ্ঠানে কি ধরনের বর্জ্য এবং কোথায় তৈরি হয় তা জানা প্রয়োজন, সে লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা।
- প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জানা প্রয়োজন, সেবা গ্রহণকারীদের কাছাকাছি বর্জ্য সংরক্ষণ করা যদি হয় তাহলে কেন?
- বর্জ্য সাময়িক সংরক্ষণে বাধা চিহ্নিত করা ও তার সমাধান করা।
- প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সহযোগী সংস্থার কর্মচারীদের সহযোগিতায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তথ্য সং এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সহযোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহযোগিতায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহযোগিতা প্রয়োজন আছে কিনা, তা চিহ্নিত করা এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- চূড়ান্ত অপসারণের লক্ষ্যে বর্জ্য কিভাবে সংগ্রহ ও পরিবহন করা হয় এবং কিভাবে পরিশোধন ও চূড়ান্ত অপসারণ করা হয়
- জানা, নিশ্চিত এবং চিহ্নিত করা -
  - অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং তার ফলশ্রুতিতে হওয়া প্রতিরোধ যোগ্য সমস্যাসমুহ।
  - কি পরিমান ঝুঁকি বর্জ্য দ্বারা সৃষ্ট এবং বর্জ্য হতে সংক্রমিত হয় তা নির্ধারণ করা, যার অনেকাংশেই প্রতিরোধ করা সম্ভব।
  - বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কর্মচারীদের কর্মকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
  - কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক লিখিত নির্দেশনাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন করা।
  - বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে আইনের প্রয়োজন, তবে আইনের প্রয়োগই একমাত্র পদ্ধতি নয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বর্জ্য বিষয়ক লিখিত আইন ও তার বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত করা।

৫.৩. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা (ডব্লিও এম ও) -এর দায়িত্ব

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন ও তদারকীর দায়িত্বে থাকবেন। তিনি কমিটির অন্যান্য সদস্যের সাথে যোগা এবং সকল কর্মকান্ডের জন্য হাসপাতাল প্রধানের নিকট দায়ী থাকবেন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাই হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা অবশ্যই-

- বর্জ্যের উৎপত্তিস্থলেই বর্জ্যের পৃথকীকরণ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রধানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- বর্জ্য সংরক্ষনের পাত্রের (রঙ্গিন) প্রাপ্তি ও প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত প্রতিস্থাপিত পাত্রের চারিদিকের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।
- জনগণকে অবহিত করণের লক্ষ্যে হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় রঙ্গিন পোস্টার, নিয়ন সাইন, দেয়াল লেখন লাগানো নি
- হাসপাতাল অভ্যন্তরে ও বাইরে বর্জ্যের পরিবহন নিরীক্ষা করা।
- ব্যবহায্য জিনিষপত্র ও যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতার জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা।
- দীর্ঘসময় বর্জ্যের সংরক্ষণ না করা নিশ্চিত করা।
- বর্জ্য সংরক্ষণের জায়গায় বহিরাগত লোকের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।
- বর্জ্য অপসারণ পদ্ধতি যথাযথ নিরীক্ষা করা।
- সকল পাত্রের গায়ে "লেবেলিং", প্রকারভেদে বর্জ্যের পরিমাপ ও নিবন্ধীকরণ নিশ্চিতঃ করা।
- সকল ব্যক্তিই তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন, সেই লক্ষ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- বহি:বিভাগ ও অন্তঃবিভাগে অবস্থানকারী রোগী ও দর্শনার্থীদের মাঝে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বার্তা প্রদানের ব্যবস্থা করা
- রিপোর্ট প্রদান নিশ্চিত করা।
- সকল প্রকার পদ্ধতিগত খরচাদি, সরবরাহ জনিত খরচ, প্রশিক্ষণ খরচ, চুক্তিকৃত খরচের তথ্য নিরীক্ষা করা।

৫.৪. বর্জ্য উৎপাদনকারী/সেবা প্রদানকারী-এর দায়িত্ব

- প্রতিনিয়ত কাজের শুরুতে, কাজের সময়ে, কর্মস্থল ত্যাগের আগে, খাবার গ্রহণের আগে এবং সরকার/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নি হাত ধোয়া।
- কর্মক্ষেত্রে কর্মকালীন সময়ে নিরাপত্তাজনিত ব্যবহার্য (এপ্রোন, ক্যাপ, বুট, গ্লাভ্‌স ইত্যাদি) পরিধান করা এবং কর্মক্ষে নিরাপত্তাজনিত ব্যবহার্য পরিস্কার/জীবাণুমুক্ত/ধুয়ে ফেলা।
- বর্জ্যের উৎপত্তি স্থলে বর্জ্য উৎপাদনের পর পরই নিশ্চিত হয়ে নিন, কি ধরণের বর্জ্য এবং কোন পাত্রে রাখবেন। বর্জ্য কখনও বর্জ্য চিহ্নিত এবং পৃথক করা উচিৎ নয়।

- বর্জ্যের উৎপত্তি স্থলে, বর্জ্য উৎপাদনের পর পরই বর্জ্য চিহ্নিত ও পাত্রের রং ভেদে পৃথক করা।
- যদি বর্জ্য চিহ্নিত এবং প্রকারভেদ (সাধারণ/ক্ষতিকারক) নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে ধরে নেয়া এটা ক্ষতিকারক বর্জ্য।
- সাধারণ বর্জ্য কোন কারণে যদি ক্ষতিকারক বর্জ্যের সাথে মিশে যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে পুরোটাই ক্ষতিকারক বর্জ্য।
- সাধারণ বর্জ্য কাল রং-এর পাত্রে, ক্ষতিকারক বর্জ্য হলুদ রং-এর পাত্রে, পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য সবুজ রং-এর পাত্রে, ধারালো বর্জ্য- লাল রং-এর পাত্রে ও তরল বর্জ্য নীল রং-এর পাত্রে রাখা।
- বর্জ্য পৃথক এবং বিভিন্ন রং-এর পাত্রে রাখার পর, বর্জ্য এক রং-এর পাত্র হতে, অন্য রং-এর পাত্রে সরানো যাবে না।
- সংক্রমিত/অসংক্রমিত সকল রাবার বা প্লাষ্টিকের ব্যাগ (স্যালাইন/রক্ত/ইউরিণ ইত্যাদি), নল এবং সকল রাবার/প্লাস্টিক দ্রব্য অপসারনের পূর্বে কেটে টুকরো বা ছিদ্র করে পুনঃব্যবহারের অযোগ্য করে দিতে হবে।
- সকল সংক্রমিত রাবার এবং প্লাস্টিক দ্রব্য পুনঃচক্রায়নের লক্ষ্যে সবুজ রং-এর পাত্রে রাখুন। সবুজ রং-এর পাত্রের অভাবে বর্জ্য জীবাণুমুক্ত করে কাল রং-এর পাত্রে রাখা যেতে পারে।
- সকল প্রকার সূঁই ও সিরিঞ্জের নজল নিডেল কার্টার বা ডেস্ট্রয়ার দিয়ে পুনরায় ব্যবহারের অযোগ্য করে দিতে হবে।
- পুনঃব্যবহারের লক্ষ্যে ব্যবহৃত টেস্ট টিউব/স্লাইড/অন্যান্য যন্ত্রপাতি/গাউন/ইত্যাদি সঠিক ভাবে জীবাণুমুক্ত করে নেয়া।
- ডিস্টিল ওয়াটার-এর ভাঙ্গা অ্যাম্পুল/ভাঙ্গা বোতল/অন্যান্য ধারালো বা সূঁচালো বর্জ্য লাল রং-এর পাত্রে ফেলতে হবে।
- ল্যাবরেটরিতে প্রেরণের লক্ষ্যে ভায়ালে রক্ত/দেহ-রস/পুঁজ/টিসু/দেহের কর্তিত অংশ রাখা হলে এবং সময় মত প্রেরণ করা না হলে, ভায়ালটি সংক্রামক বর্জ্য হিসাবে হলুদ পাত্রে ফেলতে হবে।
- রক্ত/দেহ-রস/পুঁজ/টিস্যু/দেহের কর্তিত অংশ দ্বারা সংক্রমিত সকল ব্যান্ডেজ/তুলা/টিস্যু পেপার/গজ/কাপড়ের টুকরা ইত্যাদি বর্জ্য হলুদ রং-এর পাত্রে ফেলতে হবে।
- সাধারণ/অসংক্রমিত বর্জ্য যেমন ঔষধের কার্টন/প্যাকেট/স্ট্রিপ/ফয়েল/প্যাকিং বক্স/ কাঠ/কাগজ/অসংক্রমিত কাপড়/লোহা/খালি বোতল ইত্যাদি কাল রং-এর পাত্রে ফেলতে হবে।
- সংক্রমিত ভাঙ্গা নয় এমন খালি বোতল, ভায়াল, ক্যান ইত্যাদি বর্জ্য পরিশোধন করে কাল রং-এর পাত্রে ফেলতে হবে।
- কেবল মাত্র তরল বর্জ্য ছাড়া অন্য কোন বর্জ্য রোগীর বেডের নিচে রাখা নীল রং-এর গামলায়/পাত্রে ফেলা যাবে না।
- প্যাথলজি বিভাগের কালচার মিডিয়া ও কালচার স্টিক (বর্জ্য) ইত্যাদি অবশ্যই পরিশোধন/জীবাণুমুক্ত করে হলুদ রং-এর পাত্রে ফেলতে হবে।
- তরল বর্জ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরিশোধন করে অথবা বর্জ্যের সাথে চার গুন পানি মিশিয়ে তারপর পয়ঃনিস্কাশন ড্রেনে ঢেলে দিন।
- বিভিন্ন প্রকার তরল রাসায়নিক বর্জ্য এক পাত্রে সংরক্ষণ করা যাবে না, কারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
- বাস্কেট বা ঝুড়িতে কখনও কোন বর্জ্য সংরক্ষণ বা পরিবহন করা যাবে না।
- ব্যবহৃত সূঁই-এ কখনও ক্যাপ পরানো যাবে না।
- সব সময় ধারালো বর্জ্য রাখার লাল এবং পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য রাখার সবুজ পাত্রে ০.৫% ক্লোরিন দ্রবণ রাখতে হবে।
- সেবা প্রদানকারীগন দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবার আগে নিডেল কার্টার যন্ত্রে রাখা বর্জ্য লাল রংয়ের পাত্রে রাখতে হবে।
- নিশ্চিত হতে হবে যে, বর্জ্য পুরোপুরি ও সঠিকভাবে পাত্রের ভিতরে রাখা হয়েছে এবং সঠিকভাবে পাত্রের ঢাকনা লাগানো হয়েছে কিনা?
- কাজের শেষে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবার সময় দেখে নিন, সব কয়টি পাত্র হতে সঠিকভাবে বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে কিনা।
- রান্না ঘরের বর্জ্য কাল রংয়ের পাত্রে রাখুন, তবে পঁচন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার লক্ষ্যে হলুদ রংয়ের পাত্রেও অল্প পরিমাণে রান্না ঘরের বর্জ্য রাখা যেতে পারে।

বিভাগীয় প্রধান-এর দায়িত্ব

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার-এর সাথে যোগাযোগ রাখা।
- ডাক্তার/নার্সগণ সকল সময় রোগীদের সঠিকভাবে বর্জ্যের পৃথকীকরণ সম্পর্কে অবহিত/উদ্বুদ্ধকরণ করছে, তা তদারকীসহ নিশ্চিত: করা।
- হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- নিজ বিভাগের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকা।
- ব্যক্তিকেন্দ্রিক দক্ষতার নিরীক্ষা নিশ্চিত: করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সংশিষ্ট কর্মচারীদের কর্মকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রতিশেধক টিকা প্রদান নিশ্চিত: করা।
- কর্মরত ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীর বর্জ্য পৃথকীকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে অবহিত নিশ্চিত: করা।
- বর্জ্য পরিমাপ ও তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত: করা।

নার্সিং সুপারেনটেনডেন্ট/সিনিয়র স্টাফ নার্স-এর দায়িত্ব

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং বিভাগীয় প্রধানদের সাথে যোগাযোগ করবেন।
- নিশ্চিত: করা, নার্সগণ সঠিকভাবে বর্জ্য পৃথকীকরণ নিশ্চিত: করছেন।
- নার্স, মেডিকেল এসিষ্ট্যান্ট ও সহকারী কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ নিশ্চিত: করা।

৫.৭. ষ্টাফ নার্স/ওয়ার্ড এবং ওটি ইনচার্জ/প্যারামেডিকস্-এর দায়িত্ব

- কর্মরত নার্স, ওয়ার্ডবয়, আয়া এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ বর্জ্য পাত্রে সঠিকভাবে রাখছেন কিনা সেই বিষয়টি নিশ্চিত: করা।
- বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য নির্দিষ্ট রং-এর পাত্র সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা সেই বিষয়টি নিশ্চিত: করা।
- বিভিন্ন রং-এর পাত্রের সঠিক জায়গায় স্থাপন, ঢাকনা লাগানো, পরিস্কার পরিছন্নতা এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত: করা।
- বর্জ্য রাখার পাত্র চার ভাগের তিন ভাগ পূর্ণ হলেই অথবা প্রয়োজনানুসারে অপসারণ করার ব্যবস্থা করা।
- বর্জ্য সংগ্রহকারীর নিকট বর্জ্য হস্তান্তরের পুর্বে ওজন করানো ও নির্ধারিত ছকে লিপিবদ্ধ নিশ্চিত: করা।
- বর্জ্য সংগ্রহ বা পরিবহনের সময় উপচিয়ে পড়লে, সেই জায়গা জীবাণুনাশক দ্বারা পরিস্কার নিশ্চিত: করা।
- বর্জ্য রাখার পাত্র সরানো হলে নির্দিষ্ট রং-এর অন্য একটি পাত্রের প্রতিস্থাপন নিশ্চিত: করা।
- সেবা প্রদানকালীসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত অন্যান্য কর্মচারীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত: করা।
- রোগী এবং দর্শনার্থীদের কখন, কোথায় এবং কিভাবে বর্জ্য ফেলতে হবে, নিয়মিত প্রশিক্ষণ/উপদেশ দেয়া নিশ্চিত: করা।
- নির্দিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে, ঐ বিভাগের সার্বিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং নিশ্চিত: করা।

৫.৮. ওয়ার্ড মাস্টার-এর দায়িত্ব

- ওয়ার্ডবয়/ক্লিনার/আয়াদের কাজ তদারকি করা।
- নির্দিষ্ট সময়ে/পথে বর্জ্য পরিবহন এবং অপসারন তদারকী করা।
- বর্জ্যের ধরণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট রং-এর পাত্রে বর্জ্য ফেলতে রোগী ও দর্শনার্থীদের সহায়তাসহ পরামর্শ প্রদান করা।
- বর্জ্য সংগ্রহ বা পরিবহনের সময় উপচে পড়লে, সে জায়গা জীবাণুনাশক দ্বারা পরিস্কার নিশ্চিত: করা।
- বর্জ্য রাখার পাত্র অপসারণ করা হলে, একই রং-এর অন্য একটি পাত্র সেখানে প্রতিস্থাপন করা।
- বর্জ্য সংগ্রহ বা পরিবহনের সময় সংশিষ্ট কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক জিনিষ/পোষাক এর ব্যবহার নিশ্চিত: করা।
- বর্জ্য অপসারনের পর পাত্রগুলি ধুয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় সঠিকভাবে সংরক্ষণ নিশ্চিত: করা।
- বর্জ্য রাখার পাত্রের চারিদিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- বর্জ্য সংগ্রহের পূর্বে ওজন করানো ও তা লিপিবদ্ধ করে রাখা।
- বর্জ্য সংরক্ষণের জায়গার নিরাপত্তা বিধান করা ।
- কোন কর্মচারী বর্জ্য দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হলে কর্তৃপক্ষকে জানানোসহ তার চিকিৎসা নিশ্চিত: করা।
- ভান্ডারে পর্যাপ্ত সংখ্যক পাত্রের সংরক্ষণ নিশ্চিত:করণ এবং সকল কৌশলগত স্থানে বর্জ্য রাখার পাত্র প্রতিস্থাপন করা।
- বর্জ্য অপসারন এবং পরিবহনের সময় নির্দেশনাবলী সম্বলিত লেবেলিং লাগানো নিশ্চিত:করণ।
- বর্জ্য ছড়িয়ে পড়া ও যে কোন ধরণের দুর্ঘটনায় জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত: করা।
- বিকিরণযোগ্য বর্জ্য, লেবেলিং যুক্ত ছিদ্র বিহীন লিড বাক্সে সংগ্রহ করা।
- বর্জ্য সম্বন্ধীয় তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত: করা।

৫.৯. ওয়ার্ডবয়/আয়া/কুক-এর দায়িত্ব

- হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক সঠিকভাবে জানা এবং কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে জেনে
- বিভিন্ন রং-এর পাত্র সঠিক জায়গায় রাখা, ঢাকনা লাগানো, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।
- বর্জ্য রাখার পাত্রের চার ভাগের তিন ভাগ পূর্ণ হলেই অথবা প্রয়োজনানুসারে নিরাপদভাবে বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিত করা।
- বর্জ্য সংগ্রহ বা পরিবহনের সময় ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক পরিধেয় ব্যবহার করা।
- কোন ধরনের বর্জ্য কোথায় এবং কিভাবে রাখতে হবে তা রোগী ও দর্শনার্থীদের বুঝিয়ে বলা।
- বর্জ্য সংগ্রহ বা পরিবহনের সময় উপচিয়ে পড়লে, সেই জায়গা জীবাণুনাশক দ্বারা পরিস্কার নিশ্চিত করা।
- বর্জ্য ভর্তি কোন পাত্র সরানো হলে, একই রং-এর অন্য একটি খালি পাত্র সাথে সাথেই সেখানে রাখা।
- ধারালো বর্জ্য দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে জানানো সহ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা।

ক্লিনার/পরিচ্ছন্ন কর্মী-এর দায়িত্ব

- বর্জ্য রাখার পাত্রের চার ভাগের তিন ভাগ ভর্তি হলেই অথবা প্রয়োজনানুসারে নিরাপদভাবে বর্জ্য খালি করা।
- বর্জ্য সংগ্রহ বা পরিবহনের সময় ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক পরিধেয়-এর ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- মেঝের উপর দিয়ে বর্জ্য রাখা পাত্র না টেনে হিচঁড়ে ও ঢাকনা ছাড়া পাত্র ব্যবহার এবং পরিবহন না করা।
- যেখানে সেখানে ক্ষতিকারক বর্জ্য না পোড়ানো।
- বর্জ্য অপসারণের পর পাত্রগুলি ধুয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় সঠিকভাবে সাজিয়ে রাখা।
- তত্ত্বাবধায়কদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিভাগের বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও নির্দিষ্টস্থানে বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী অপসারণ করা।
- নির্দিষ্ট রং-এর পাত্রে বর্জ্য ফেলতে রোগী ও দর্শনার্থীদের সহায়তাসহ পরামর্শ প্রদান করা।
- ধারালো বর্জ্য দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হলে সংগে সংগে কর্তৃপক্ষকে জানানোসহ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা।
- কোন অবস্থায়ই প্লাস্টিক (পিভিসি যুক্ত) বর্জ্য পোড়ানো যাবে না।

সকল চিকিৎসকদের দায়িত্ব

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করা।
- চেকলিস্ট ব্যবহার করে কর্মচারীদের ও কর্মক্ষেত্র তত্ত্বাবধান করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মচারীদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- নির্দেশনা (আদর্শ) অনুযায়ী বর্জ্যের উৎপাদন হ্রাসকরণ ও পৃথকীকরণ নিশ্চিত করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মচারীদের সাহায্য/উৎসাহ প্রদান করা।
- হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও হাসপাতাল পরিচালকের নিকট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রতিবেদন (মাসিক/বাৎসরিক) পাঠানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকা।

স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীদের দায়িত্ব

- সুষ্ঠুভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আদর্শ মেনে চলা।
- আদর্শ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে, রোগী, রোগীর সহযোগী ও দর্শনার্থীদের প্রেরণা যোগান।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে মেনে চলার জন্য গণসচেতনতায় সাহায্য করা।

চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, চূড়ান্ত অপসারণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নিমিত্তে বিভিন্ন স্তরের জন্য গঠিত কমিটি

জাতীয় পর্যায়ের জন্য গঠিত কমিটি

▪ সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ▪ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সভাপতিত্ব করবেন)
▪ যুগ্ম-সচিব, হাসপাতাল ও নার্সিং, স্বাপকম	:	সদস্য
▪ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা	:	সদস্য
▪ উপ-সচিব, হাসপাতাল, স্বাপকম	:	সদস্য
▪ পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	:	সদস্য
▪ প্রতিনিধি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
▪ প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	:	সদস্য
▪ প্রতিনিধি, আই জি, বাংলাদেশ পুলিশ	:	সদস্য
▪ বি এম এ -এর প্রতিনিধি	:	সদস্য
▪ সদস্য/প্রতিনিধি, জাতীয় প্রেস ক্লাব	:	সদস্য
▪ সভাপতি, প্রাইভেট ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশন	:	সদস্য
▪ সিনিয়র সহকারী সচিব, হাসপাতাল-০২ শাখা, স্বাপকম	:	সদস্য সচিব

জাতীয় পর্যায়ের জন্য গঠিত কমিটি-এর কার্যপরিধি

- চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, চূড়ান্ত অপসারণ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বিষয়ে সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- চিকিৎসা সার্বিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে বছরে নূণ্যতম দুই বার সভা করতে হবে।
- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কারিগরী, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাস্তবমুখি সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৫.১৩.২. সিটি কর্পোরেশনের জন্য গঠিত কমিটি

• প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন ------------------------	: সভাপতি
• পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ----------------	: সদস্য
• ডেপুটি কমিশনার, বাংলাদেশ পুলিশ --------------------------------	: সদস্য
• পরিচালক (স্বাস্থ্য)-ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিবার/খুলনা/রংপুর	: সদস্য
• সিভিল সার্জন--	: সদস্য
• জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি ------------------------------------	: সদস্য
• তত্ত্বাবধায়ক/উপ-পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল----------	: সদস্য
• চিফ হেল্থ অফিসার, সিটি কর্পোরেশন---------------------------	: সদস্য
• উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা ------------------------------	: সদস্য
• প্রতিনিধি, বেসরকারি ক্লিনিক এন্ড ল্যাব মালিক সমিতি -------------	: সদস্য
• স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক এনজিও প্রতিনিধি ----------------------------	: সদস্য
• পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি -----------------------------------	: সদস্য
• বি এম এ-এর প্রতিনিধি --	: সদস্য
• প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি --	: সদস্য
• চিফ কনজারভেন্সি অফিসার, সিটি কর্পোরেশন---------------------	: সদস্য সচিব

৫.১৩.২.১. সিটি কর্পোরেশনের জন্য গঠিত কমিটি-এর কার্যপরিধি

ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকার মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে দিক নির্দেশনা প্রদান।

খ) মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গতিশীলকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

গ) মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাস্তবমুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঘ) মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুনগতমান উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঙ) মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ন করবে।

৫.১৩.৩. জেলা পর্যায়ের জন্য গঠিত কমিটি

• জেলা প্রশাসক	: সভাপতি
• সিভিল সার্জন	: সদস্য
• তত্ত্বাবধায়ক/উপ-পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-প্রতিনিধি	: সদস্য
• উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা	: সদস্য
• মেয়র, পৌরসভা	: সদস্য
• জেলা পর্যায়ের হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার	: সদস্য
• অতিরিক্ত পুলিস সুপার	: সদস্য
• প্রতিনিধি, বেসরকারি ক্লিনিক এন্ড ল্যাব মালিক সমিতি	: সদস্য
• স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক এনজিও প্রতিনিধি	: সদস্য
• পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	: সদস্য
• বি এম এ-এর প্রতিনিধি	: সদস্য
• প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি	: সদস্য
• প্রধান নির্বাহী সিটি কর্পোরেশন/সচিব জেলা পরিষদ	: সদস্য সচিব

৫.১৩.৩.১. জেলা পর্যায়ের জন্য গঠিত কমিটি-এর কার্যপরিধি

ক) জেলার মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে দিক নির্দেশনা প্রদান।

খ) মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গতিশীলকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

গ) মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ন করবে।

৫.১৩.৪. উপজেলা পর্যায়ের জন্য গঠিত কমিটি

- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা : সভাপতি
- উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ; সদস্য
- উপজেলা আবাসিক মেডিকেল অফিসার : সদস্য
- থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : সদস্য
- প্রতিনিধি, বেসরকারি ক্লিনিক এন্ড ল্যাব মালিক সমিতি ; সদস্য
- স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক এনজিও প্রতিনিধি : সদস্য
- উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা : সদস্য
- বি এম এ-এর প্রতিনিধি ; সদস্য
- প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি : সদস্য
- চেয়ারম্যান, সদর ইউনিয়ন পরিষদ : সদস্য
- সচিব, পৌরসভা/উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা : সদস্য সচিব

৫.১৩.৪.১. উপজেলা পর্যায়ের জন্য গঠিত কমিটি-এর কার্যপরিধি

ক) উপজেলার মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে দিক নির্দেশনা প্রদান।

খ) মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গতিশীলকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

গ) মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ন করবে।

৫.১৪. চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিভাগীয় পর্যায়ের জন্য গঠিত "কর্তৃপক্ষ"১

- বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর : সভাপতি (পদাধিকারবলে)
- সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি ; সদস্য
- পরিবেশ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি : সদস্য সচিব

৫.১৪.১. বিভাগীয় পর্যায়ের জন্য গঠিত "কর্তৃপক্ষ"-এর কার্যপরিধি

ক) চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন এবং প্রয়োজনে বাতিল করা।

খ) দফা (ক)-এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা।

গ) দখলদার কর্তৃক চিকিৎসা বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী জারী করা।

ঘ) চিকিৎসা বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ, প্রচার ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ঙ) বিধি (৬) অনুযায়ী দখলদার কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন সংকলিত আকারে প্রত্যেক বৎসরের ৩১ মার্চের মধ্যে মহা-পরিচালকের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা। এবং

চ) বিধিমালার অধীন গৃহীত ও গৃহীতব্য অন্যান্য কার্যক্রমের ব্যাপারে মহা-পরিচালকের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

ষষ্ট অধ্যায়

৬.১. স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান/পরিদর্শনের চেক লিষ্ট

এলাকা	কার্যক্রম	অবস্থা		দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি ছিল	মন্তব্য
		হ্যাঁ	না		
বিনের ব্যবস্থাপনা	সঠিক জায়গায় বিন/পাত্র বসানো হয়েছে কি?				
	প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিন/পাত্র রাখা আছে কি?				
	সঠিক রং-এর বিন/পাত্র সঠিক জায়গায় বসানো আছে কি?				
	বিন/পাত্রের ঢাকনা লাগানো আছে কি?				
	বিন/পাত্রের চারিদিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আছে কি?				
	বিন/পাত্রের গায়ে ওয়ার্ডের নাম/নাম্বার দেয়া আছে কি?				
	প্রতিস্থাপিত বিন/পাত্র সমূহ ভাঙ্গা/ফাটা/ফুটা কি?				
	নার্সিং স্টেশনে সব রং-এর পাত্র/বিন রাখা আছে কি?				
	এক রং-এর পাত্রকে কাগজের লেবেলিং লাগিয়ে অন্য রং বোঝান হয়েছে কি?				
	বিন/পাত্রের উপর বর্জ্য অপসারণ বিষয়ক নির্দেশনা সাটানো/লাগানো আছে কি?				
	বিন/পাত্রে রাখা বর্জ্য উপচিয়ে পড়ছে বা চার ভাগের তিন ভাগের বেশি রাখা কি?				
	বিন/পাত্রের জায়গা খালি রেখে বিন/পাত্র সরানো হয়েছে কি?				
বর্জ্য পৃথকীকরণ	সাধারণ বর্জ্য কাল বিন/পাত্রে রাখা হয়েছে কি?				
	ধারালো বর্জ্য লাল বিন/পাত্রে রাখা হয়েছে কি?				
	জীবাণুযুক্ত বর্জ্য হলুদ বিন/পাত্রে রাখা হয়েছে কি?				
	পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য সবুজ বিন/পাত্রে রাখা হয়েছে কি?				
	নীল রং-এর পাত্রে কেবল তরল বর্জ্য রাখা হয়েছে কি?				
	পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য ছিদ্র/কাঁটা/টুকরা করা আছে কি?				
	সকল প্রকার সূঁই কেটে দেয়া আছে কি?				
	সিরিঞ্জের নজল কেটে/গালিয়ে দেয়া আছে কি?				
	সরকার/কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নিয়মে বর্জ্য সংগ্রহ করা হয় কি?				
	পরিচ্ছন্ন কর্মীগন প্রতিরোধক পরিধেয় ব্যবহার করছে কি?				
	বর্জ্য সংগ্রহের পর বিনসমূহ পরিস্কার করা হয়েছে কি?				
	প্রতিনিয়ত বর্জ্য সংগ্রহ পর্যবেক্ষন করা হয় কি?				
	বর্জ্য সংগ্রহজনিত তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ করা হয় কি?				
প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বর্জ্য পরিবহন	বর্জ্য পরিবহনে ট্রলি ব্যবহার করা হয় কি?				
	বর্জ্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে বর্জ্য পরিবহন করা হয় কি?				
	পরিবহনের সময় বিন/পাত্রের মুখ বন্ধ থাকে কি?				
	পরিচ্ছন্নতা কর্মীগন প্রতিরোধক পরিধেয় ব্যবহার করছে কি?				
	বর্জ্য পরিবহন জনিত তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ করা হয় কি?				
	বর্জ্য পরিবহনে প্রয়োজনীয় ট্রলি সরবরাহ আছে কি?				
প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সাময়িক বর্জ্য সংরক্ষণ	বর্জ্য সংরক্ষণের কক্ষটি কি অনুমেদিত এবং সাইন বোর্ড লাগানো আছে কি?				
	কক্ষটি দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রিত কি?				
	কক্ষটিতে পর্যাপ্ত আলো এবং বায়ু নিস্কাশন পদ্ধতি আছে কি?				
	কক্ষটিতে সহজেই বর্জ্য পরিবহনকারী ট্রলি প্রবেশ করতে পারে কি?				
	কক্ষটিতে আগুন নির্বাপক ব্যবস্থা আছে কি?				
	কক্ষটিতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আছে কি?				
	বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ভ্যান/ট্রাক কক্ষটির কাছে সহজেই আসতে পারবে কি?				
	কক্ষটি রান্নাঘর/পানির রিজার্ভার সংলগ্ন কি?				
	কক্ষটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কি?				
	বর্জ্য সংরক্ষণজনিত তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ করা হয় কি?				
	কক্ষটি তালা লাগানোর ব্যবস্থা আছে কি?				
নিরাপত্তা বিধান	সেবা প্রদানকারীগণ ক্যাপ/মাস্ক/হেলমেট/বুট/এপ্রোন ব্যবহার করছে কি?				
	ব্যবহৃত সিরিঞ্জে রিক্যাপ করা হয় কি?				
	ব্যবহৃত সূঁই কি কাটা হয় না কি বাকা করে দেয়া হয়?				
	সেবা প্রদানকারীগণ হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে কি?				
	বর্জ্যজনিত আঘাতের মাসিক তথ্য সংরক্ষণ করা হয় কি?				

এলাকা	কার্যক্রম	অবস্থা		দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি ছিল	মন্তব্য
		হ্যাঁ	না		
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পৃক্ত মালামালের ব্যবস্থাপনা	রং ভেদে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিন/পাত্র,ক্যাপ/মাস্ক/হেলমেট/বুট/এপ্রোন/নিডেল কার্টার/নিডেল ক্রাসার আছে কি?				
	পর্যাপ্ত সংখ্যক নিডেল কার্টার সরবরাহ করা হয়েছে কি?				
	পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্যাপ/মাস্ক/হেলমেট/বুট/এপ্রোন সরবরাহ করা হয় কি?				
	নষ্ট/ব্যবহার অযোগ্য মালামাল দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রি করা হয় কি?				
	প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয় কি?				
স্বাস্থ্যশিক্ষা	স্টাফ নার্স কর্তৃক ক্লিনার/ওয়ার্ড বয়/আয়া/রোগীদের স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রদান করা হয় কি?				
	প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশনাবলী সহজেই চোখে পরার মত স্থানে আছে কি?				
	প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পোস্টার/স্টিকার/নিয়ন সাইন লাগানো আছে কি?				
মানব সম্পদ উন্নয়ন	সেবা প্রদানকারীগন পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কি?				
	সেবা প্রদানকারীদের স্থানীয় ভিত্তিতে কর্মকালীন প্রশিক্ষন প্রদান-এর ব্যবস্থা আছে কি?				
তথ্য ব্যবস্থাপনা	প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরন করা হয় কি?				
	তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরন করার প্রয়োজসীয় রেজিস্টার আছে কি?				
	সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমাণ ও ধরন নির্ধারণ সম্ভব কি?				
	নির্ধারিত ব্যাক্তি কর্তৃক নির্ধারিত ফরম স্বাক্ষরিত আছে কি?				
অন্যান্য	সিটি কর্পোরেশন/পৌরকরার প্রয়োজসীয় রেজিস্টার আছে কি?				
	বর্জ্য অপসারণের জন্য সিটি কর্পোরেশ/পৌরসভাকে প্রদানের প্রয়োজনীয় অর্থ/বাজেট আছে কি ?				
	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা ভিত্তিক নির্ধারিত কমিটির সভা হয় কি?				
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কোন চিহ্নিত বাধা আছে কি?				
	স্থানীয় পর্যায়ে কোন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে কি?				

[illegible]

- প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান (পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক/সিভিল সার্জন কাম তত্ত্বাবধায়ক) প্রতি তিন মাস অন্তর ৫(পাঁচ) জনের একটি দল গঠন করবেন। দলপতির (একজন চিকিৎসক) নির্দেশে সিনিয়র নার্সদের অংশগ্রহণে প্রাধিকার ভিত্তিতে নূন্যতম ৪(চার)-টি ওয়ার্ড/কর্মক্ষেত্র এই ফরমেট ব্যবহার করে পরিদর্শন করবেন এবং পূরণকৃত ফরমেট দলপতির নিকট জমা দেবেন। দলপতি পূরণকৃত ৪(চার)-টি ফরমেট পর্যালোচনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিদন তৈরি করবেন, যাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থার উন্নতিকরণের সুস্পষ্ট মতামত/সুপারিশ থাকবে। দলপতি প্রতিবেদনটি প্রতিষ্ঠান প্রধান-এর নিকট জমা দেবেন।

- [illegible]কৃত মতামত/সুপারিশের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান (পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক/সিভিল সার্জন কাম তত্ত্বাবধায়ক) মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে স্থানীয় ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং প্রতি তিন মাস অন্তর একটি প্রতিবেদন মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বরাবরে প্রেরণ করবেন। প্রতিষ্ঠান প্রধান তার সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদনে *বর্তমান মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার হালচাল,*অধিকতর উন্নতি [illegible] করনীয়, * প্রস্তাবিত উন্নতির সময়কাল, * দায়িত্ব প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী নাম ও পদবী এবং * বিবিধ বিষয়ে আলোকপাত করবেন।

৬.২. কেন্দ্রীয়ভাবে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান/পরিদর্শনের চেকলিস্ট

প্রতিষ্ঠানের নাম: পরিদর্শনের তারিখ ও সময়:

এলাকা	সূচকসমূহ/চলকসমূহ/কার্যসমূহ	অবস্থা		মন্তব্য
		হ্যাঁ	না	
বর্জ্য পৃথকীকরণ	বর্জ্য নির্ধারিত বিন/পাত্রে রাখা হয়েছে কিনা?			
	সকল ব্যাগ/নল (প্লাষ্টিক/রাবার) জাতীয় বর্জ্য ছিদ্র/কাটা/টুকরা করা আছে কিনা?			
	সকল প্রকার সূঁই কেটে দেয়া হয় কিনা?			
	সিরিঞ্জের নজল কেটে/গলিয়ে দেয়া হয় কিনা?			
	সরকার/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে বর্জ্য সংগ্রহ করা হয় কিনা?			
	পরিচ্ছন্নতা কর্মীগণ প্রতিরোধক পরিধেয় করছে কিনা?			
	বর্জ্য সংগ্রহের পর বিনগুলি পরিস্কার করা হয় কিনা?			
স্টোর রুম	সহজ কিন্তু নিয়ন্ত্রিত চলাচলের ব্যবস্থা আছে কিনা?			
	বায়ু চলাচলের উপস্থিতি/পর্যাপ্ততা আছে কিনা?			
	সংক্রমন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখা আছে কিনা?			
	পানি সরবরাহ আছে কিনা?			
বর্জ্য সংরক্ষনের বিন/কনটেইনার	বিভিন্ন কালার কোড অনুসরণপূর্বক বর্জ্য পৃথকভাবে স্টোরে সংরক্ষণ করা হয় কিনা?			
	ক্যাটাগরী অনুযায়ী বর্জ্যের গায়ে লেবেল লাগানো আছে কিনা?			
	বিন থেকে বর্জ্য খালি করার পরে যথাযথভাবে পরিস্কার করে পুনরায় ব্যবহার করা হয় কিনা?			
বর্জ্য স্থানান্তরের ট্রলি	বর্জ্য বহনকারী বিনের ঢাকনা লাগানো আছে কিনা?			
	বর্জ্য বহনকারী ট্রলি অন্য কিছু বহনে ব্যবহার করা হয় কিনা?			
	যথাযথভাবে পরিস্কার করে পুনরায় ব্যবহার করা হয় কিনা?			
নিরাপত্তা উপকরণ	নিরাপত্তামূলক উপকরণ যেমন- গ্লাভস, এপ্রোন, বুট, মাস্ক ইত্যাদির সহজলভ্য কিনা?			
	সেবা প্রদান কারী ও বর্জ্য অপসারণকারীর ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে কিনা ?			
	নিয়মমাফিক হাতধোয়ার অভ্যাস, বিশেষ করে বর্জ্য অপসারণকারীদের গড়ে উঠেছে কিনা?			
	দুর্ঘটনা স্থলেই, বিশেষ করে ধারালো বর্জ্য কর্তৃক আঘাত-এর রিপোর্টিং-এর ব্যবস্থা আছে কিনা?			
লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা	কাল, সবুজ, লাল, হলুদ, নীল বিন এর নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ আছে কিনা?			
	নিরাপত্তামূলক দ্রব্যাদির সরবরাহ পর্যাপ্ত আছে কিনা ?			
	নিডল ক্রাসার সরবরাহ পর্যাপ্ত আছে কিনা?			
	সাবান ও হাত ধোয়ার ম্যাটেরিয়াল এর পর্যাপ্ততা আছে কিনা?			
	লজিস্টিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ বাজেট বরাদ্দ আছে কিনা?			
	নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা লজিস্টিক মজুদ-এর হিসাব রাখা হয় কিনা?			
স্বাস্থ্যশিক্ষা	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, নার্সিং স্টাফ এবং বর্জ্য অপসারনকারীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় কিনা?			
রিপোর্টিং প্রক্রিয়া	উৎপাদিত মেডিকেল বর্জ্য-এর পরিমাণ ও ধরন বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ ও প্রেরন করা হয় কিনা?			
ব্যবস্থাপনা	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি প্রতি মাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন কিনা?			

[illegible], সংরক্ষণ এবং প্রেরণ

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা বর্জ্যের হিসাব সংরক্ষণের রেজিস্টার-০১

প্রতিষ্ঠানের নাম: ____________________________ , ওয়ার্ড/বিভাগ______________

মাস: ______________ , সন ____________

তারিখ	সময়	বর্জ্যের ধরণ ও পরিমান (কেজি / লিটার)					রোগীর সংখ্যা	বর্জ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর	বর্জ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর
		সাধারণ বর্জ্য (কাল বিন)	সংক্রামক বর্জ্য (হলুদ বিন)	ধারালো বর্জ্য (লাল বিন)	পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ যোগ্য বর্জ্য (কাল বিন)	তরল বর্জ্য (নীল বিন)			
	সকাল								
	দুপুর								
	রাত								
	সকাল								
	দুপুর								
	রাত								
	সকাল								
	দুপুর								
	রাত								
	সকাল								
	দুপুর								
	রাত								
	সকাল								
	দুপুর								
	রাত								
	সকাল								
	দুপুর								
	রাত								
	সকাল								
	দুপুর								
	রাত								
	সকাল								
	দুপুর								
	রাত								
	সকাল								
	দুপুর								
	রাত								
	সকাল								
	দুপুর								
	রাত								
সর্বমোট									

৭.১.১. চিকিৎসা বর্জ্যের হিসাব সংরক্ষনের সিডিউল -০১

ওয়ার্ড/বিভাগ ভিত্তিক উৎপাদিত মেডিকেল বর্জ্যের এই রেজিষ্ট্রারটি প্রতিটি ওয়ার্ড/বিভাগ-এ সংরক্ষিত থাকবে। প্রতিদিন ওয়ার্ড/বিভাগ ভিত্তিক উৎপাদিত বর্জ্য সমুহ পরিমাপ করে এই ছকটি পূরণ করতে হবে। প্রতি মাসে রেজিষ্টারের পূরনকৃত নীল পাতাটি পরবর্তী মাসের প্রথম ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে ওয়ার্ড মাস্টার বরাবরে প্রেরণ করতে হবে এবং সাদা পাতাটি রেজিষ্ট্রারে সংরক্ষিত থাকবে।

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
উৎপাদিত বর্জ্যের হিসাবসংরক্ষন	কর্তব্যরত সিনিয়র স্টাফ নার্স/স্টাফ নার্স	সরকারের/উর্ধ্বত্বন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মতে	উৎপাদিত মেডিকেল বর্জ্য হস্তান্তরের সময়	ক্ষেত্রভেদে ওয়ার্ড ইনচার্জ; মেট্রোন, আর এম ও

৭.১.২. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা বর্জ্যের হিসাব সংরক্ষণের রেজিস্ট্রার-০২

হাসপাতালের নাম---, সন ------------------

মাসের নাম	বর্জ্যের ধরন ও পরিমান (কেজি/লিটার)				
	সাধারণ বর্জ্য (কাল বিন)	সংক্রামক বর্জ্য (হলুদ বিন)	ধারালো বর্জ্য (লাল বিন)	পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ যোগ্য বর্জ্য (কাল বিন)	তরল বর্জ্য (নীল বিন)
সর্বমোট					

৭.১.৩. চিকিৎসা বর্জ্যের হিসাব সংরক্ষণের সিডিউল -০২

এই ছকটি তিন মাস পর পর পূরণ করতে হবে। ছকটিতে সম্পুর্ণ হাসপাতালের সকল ওয়ার্ড/বিভাগ এর উৎপাদিত মেডিকেল বর্জ্যের [illegible] থাকবে। প্রতি তিন মাস পর পর রেজিষ্টারের হলুদ পাতা পরবর্তী মাসের প্রথম ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে মহা-পরিচালক, [illegible] (দৃঃ আঃ পরিচালক-হাসপাতাল) বরাবরে প্রেরণ করতে হবে এবং সাদা পাতাটি রেজিষ্ট্রারে সংরক্ষিত থাকবে।

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
হাসপাতাল ভিত্তিক উৎপাদিত বর্জ্যের হিসাব সংরক্ষন	ওয়ার্ড মাস্টার/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	সরকারের/উর্ধ্বত্বন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মতে	প্রতি কোয়ার্টার (তিন মাস) এর শেষে	ক্ষেত্রভেদে [illegible] সহকারী [illegible] উপ-[illegible]

...প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করার ছক -০৩

দুর্ঘটনা প্রতিবেদন

১. দুর্ঘটনার তারিখ ও সময় :

২. দুর্ঘটনার স্থান :

৩. দুর্ঘটনায় পতিত বর্জ্যের ধরন :

৪. দুর্ঘটনায় পতিত বর্জ্যের পরিমান (প্রকার ভেদে):

৫. দুর্ঘটনায় পতিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৬. দুর্ঘটনায় পতিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষতির পরিমান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৭. দুর্ঘটনায় পতিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৮. দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ :

৯. জনগণ বা পরিবেশের উপর প্রভাব/ক্ষতি :

১০. তাৎক্ষনিকভাবে গৃহীত ব্যবস্থাদি :

১১. দুর্ঘটনা পরবর্তী গৃহীত পদক্ষেপ সমুহ :

তারিখঃ---------------

প্রতিবেদন প্রেরণকারীর স্বাক্ষর

নাম----------------------------

পদবী --------------------------

ঠিকানা--------------------------

টেলিফোন নং -------------------

...প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করার সিডিউল -০৩

...ভিত্তিক দুর্ঘটনা প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করার এই রেজিষ্ট্রারটি প্রতিটি ওয়ার্ড/বিভাগ-এ সংরক্ষিত থাকবে। দুর্ঘটনা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের ... এই ছকটি পূরণ করতে হবে। পূরণকৃত রেজিষ্টারের সবুজ পাতা অনতিবিলম্বে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবরে প্রেরণ করতে হবে এবং সাদা পাতাটি ... সংরক্ষিত থাকবে।

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
[illegible]	কর্তব্যরত সিনিয়র ষ্টাফ নার্স/স্টাফ নার্স	সরকারের/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মতে	উৎপাদিত মেডিকেল বর্জ্য হস্তান্তরের সময়	ক্ষেত্রভেদে ওয়ার্ড ইনচার্জ; আরএমও; মেট্রন

...রেজিষ্টার-এর ছক -০৪

...রেজিষ্টার -০৪.ক

... সময়ে প্রাপ্ত মালামালের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে।

[illegible]	মালামালের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমান			প্রাপ্তির উৎস (ইনভয়েস নং ও তারিখ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তির স্বাক্ষর	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর
		পূর্বের জের	নতুন প্রাপ্ত	মোট			

৭.৩.২. স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার সিডিউল

গৃহীত মালামাল লিপিবদ্ধ করার এই রেজিস্ট্রারটি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের স্টোর বিভাগ-এ সংরক্ষিত থাকবে।

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
প্রাপ্ত মালামালের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ	স্টোর কিপার	সরকারের/উর্ধ্বত্বন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মতে	মালামাল গ্রহণের পর পরই	স্টোর অফিসার/ পরিচালক/ উপ-পরিচালক

৭.৩.৩. বিতরন রেজিস্টার -০৪.খ

বিভিন্ন সময়ে বিতরনকৃত মালামালের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমান	গ্রহণকারীর নাম	গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তির স্বাক্ষর	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

মালামাল বিতরন লিপিবদ্ধ করার এই রেজিস্ট্রারটি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের স্টোর বিভাগ-এ সংরক্ষিত থাকবে।

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
প্রাপ্ত মালামাল বিতরনের তথ্য সংরক্ষণ	স্টোর কিপার	সরকারের/উর্ধ্বত্বন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মতে	মালামাল বিতরনের পর পরই	স্টোর অফিসার/পরিচালক/ উপ-পরিচালক

৭.৩.৪. ডেড স্টক রেজিষ্টার -০৪.গ

বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার অযোগ্য মালামালের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	ব্যবহারের অযোগ্য হওয়ার তারিখ	গৃহীত পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তির স্বাক্ষর	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবহার অযোগ্য মালামাল লিপিবদ্ধ করার এই রেজিস্ট্রারটি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের স্টোর বিভাগ-এ সংরক্ষিত থাকবে।

কাজ	দায়িত্ব	কিভাবে করবে	কখন করবে	তত্ত্বাবধান
ব্যবহার অযোগ্য মালামাল -এর তথ্য সংরক্ষন	স্টোর কিপার	সরকারের/উর্ধ্বত্বন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মতে	মালামাল ব্যবহার অযোগ্য ঘোষনা করার পর পরই	স্টোর অফিসার/পরিচালক/ উপ-পরিচালক

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ

৮.১. এক নজরে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় "করণীয়"ও "অকরণীয়" বিষয়াদি

৮.১.১. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় "করণীয়"

- উৎপত্তি স্থলেই বর্জ্যের পৃথকীকরণ।
  - সাধারণ থেকে ক্ষতিকারক বর্জ্য।
  - সকল বর্জ্য থেকে ধারালো বর্জ্য।
  - বিকিরণযোগ্য, ক্যামিক্যাল ও ঔষধ সম্পর্কীয় বর্জ্য।
  - সংক্রামক এবং প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য।
- রঙ্গিন ব্যাগ/পাত্রে বর্জ্য সংগ্রহ করা।
- সংক্রমক ও প্যাথলজিক্যাল বর্জ্যের জন্য হলুদ।
- সাধারণ বর্জ্যের জন্য কাল বিন/বাক্স।
- ধারালো বর্জ্যে জন্য লাল বিন/বাক্স।
- প্লাষ্টিক বর্জ্যকে কেটে ছোট করে তার আসল অবস্থা নষ্ট করা।
- নিড্‌ল এবং সিরিঞ্জ ধ্বংস করার যন্ত্র ব্যাবহার করা।
- বর্জ্য সংগ্রহ করার পর বর্জ্য সংগ্রহকারক কর্তৃক লেবেল লাগানো।
- বর্জ্যের ওজন নেয়া।
- পুনঃব্যবহার্য দ্রব্যের বেশি ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- বর্জ্য জমা করার বা সংগ্রহ করার পাত্রে ঢাকনা লাগানো।
- বর্জ্য সংরক্ষণাগারের নিরাপত্তা বিধান করা।
- বর্জ্য সংগ্রাহকদের নিরাপত্তাজনিত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।
- বর্জ্য নাড়াচাড়া বা সংগ্রহের সময় নিরপত্তাজনিত পোষাক পরিধান করা।
- সকল বর্জ্য সংগ্রাহকদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা।
- হাসপাতালের অভ্যন্তরে নির্ধারিত পথে ঢাকনাযুক্ত ট্রলিতে বর্জ্য পরিবহন করা।
- সংক্রামক জীবানু ধ্বংস করার জন্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সকল কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া।
- বর্জ্য পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা নেয়া।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নথি সংরক্ষণ করা।
- নির্ধারিত ব্যাক্তির নিকট নির্ধারিত সময়ে রিপোর্ট প্রেরণ করা।

৮.১.২. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় "অকরণীয়"

- সাধারণ বর্জ্যের সহিত ক্ষতিকারক বর্জ্য মেশানো।
- নিরাপত্তাজনিত যন্ত্রপাতি ছাড়া ও খালি হাতে বর্জ্য নাড়াচাড়া করা।
- যে পাত্র ধারালো বর্জ্যের দ্বারা কেটে যাবে বা ছিদ্র হবে এমন পাত্রে সংরক্ষণ।
- ব্যবহারের পর সুঁই-এ ঢাকনা না পড়ানো।
- বর্জ্য সংরক্ষণ বা পরিবহনের জন্য ব্যাগ ব্যবহৃত হলে তা তিন চতুর্থাংশের বেশি ভরা।
- ভাঙ্গা, ছেড়া ও ছিদ্রযুক্ত বর্জ্যের পাত্র ব্যবহার করা।
- মেঝের ওপর দিয়ে বর্জ্যের পাত্র টেনে হিচঁড়ে নেওয়া।
- বর্জ্য রাখার পাত্র বা ব্যাগ ঢাকনা না লাগিয়ে নাড়াচাড়া ও পরিবহন করা।
- ক্ষতিকারক বর্জ্য ও ধারালো বর্জ্যের পাত্র ঢাকনা ছাড়া ব্যবহার করা।
- ক্ষতিকারক বর্জ্য রাখার পাত্র হতে, অন্য পাত্রে বর্জ্য স্থানান্তরিত করা।
- পিভিসি যুক্ত প্লাষ্টিক দ্রব্য ইনসিনারেশন করা।
- হাসপাতালের যত্রতত্র খোলাভাবে ক্ষতিকারক বর্জ্য ফেলে রাখা।

৮.২. এক নজরে হাত ধোয়ার "প্রয়োজনীয়তা"

৮.৩. এক নজরে সার্জিক্যাল হাত ধোয়ার "করণীয়" বিষয়াদি

৮.৩.১. এক নজরে সাধারণ হাত ধোয়ার "করণীয়" বিষয়াদি

hands palm to palm

s of fingers to opposing
with fingers interlocked

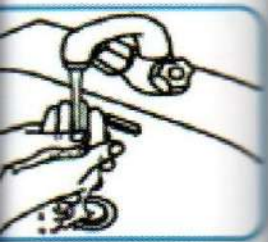

se hands with water

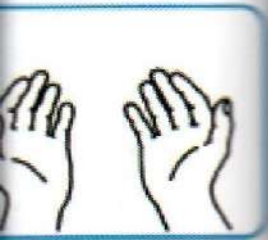

d your hands are safe.

১. স্বাস্থ্য বিধিসম্মতভাবে কখন হাত ধোবেন এবং কি প্রক্রিয়ায়

১.১. চিকিৎসক

কখন হাত ধোবেন	প্রক্রিয়া
কাজ শুরু এবং হাসপাতাল ত্যাগের পূর্বে	সাধারণ হাতধোয়া
/অন্তঃবিভাগ/জরুরি বিভাগে রোগী দেখা শুরু এবং শেষ করার পর	সাধারণ হাতধোয়া
/অন্তঃবিভাগ/জরুরি বিভাগে রোগী পরীক্ষা শুরু এবং শেষ করার পর	সাধারণ হাতধোয়া
রোগী অথবা রোগী বলে মনে হলে তাকে পরীক্ষা করার সময়	সাধারণ হাতধোয়া
রোগীর কাছ থেকে সরে অসংক্রামিত রোগীর সেবা প্রদানের আগে	সাধারণ হাতধোয়া
ক্ষততে ড্রেসিং করার পূর্বে এবং পরে	সাধারণ হাতধোয়া
সেবায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার পর	সাধারণ হাতধোয়া
লাগানো, সেলাই করা, রাইলস্ টিউব ঢুকানো, শিরায় স্যালাইন ঢুকানো বা খোলার পর	সাধারণ হাতধোয়া
অস্ত্রপচারের পূর্বে এবং পরে	সাধারণ হাতধোয়া/সার্জিক্যাল হাতধোয়া
কাছাকাছি অবস্থানরত যন্ত্রপাতির সংস্পর্শে আসলে	সাধারণ হাতধোয়া
পূর্বে এবং পরে	সাধারণ হাতধোয়া
পরীক্ষা করার পূর্বে এবং পরে	সাধারণ হাতধোয়া/সার্জিক্যাল হাতধোয়া
পরানো এবং অপসারণের পূর্বে এবং পরে	সাধারণ হাতধোয়া/সার্জিক্যাল হাতধোয়া
দৃশ্যত ময়লা/আমিষজাতীয় দ্রব্য/রক্ত বা দেহ রস ইত্যাদি দিয়ে সংক্রমিতহবে অথবা সংক্রমিত হয়েছে বলে করা হবে।	সাধারণ হাতধোয়া
সংস্পর্শে আসার পুর্বে এবং পরে	সাধারণ হাতধোয়া
খোলার পর	সাধারণ হাতধোয়া
দ্রব্য/বস্তু, রক্ত, দেহরস, লালা, নিঃসরন ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে	সাধারণ হাতধোয়া
অবসরে খাবার গ্রহণের পূর্বে এবং পরে	সাধারণ হাতধোয়া

১.২. নার্স

কখন হাত ধোবেন	প্রক্রিয়া
কাজ শুরু এবং হাসপাতাল ত্যাগের পূর্বে	সাধারণ হাতধোয়া
বিছানা গোছানো শুরু এবং শেষ করার পর	সাধারণ হাতধোয়া
মিত রোগীর বিছানা গোছানো শুরু এবং শেষ করার পর	সাধারণ হাতধোয়া
অথবা রোগী বলে মনে হলে তার সংস্পর্শে আসলে	সাধারণ হাতধোয়া
/অন্তঃবিভাগ/জরুরি বিভাগে কাজ শুরু এবং শেষ করার পর	সাধারণ হাতধোয়া
কাছ থেকে সরে অসংক্রমিত রোগীর সেবা প্রদানের আগে	সাধারণ হাতধোয়া
ক্ষততে ড্রেসিং করার পূর্বে এবং পরে	সাধারণ হাতধোয়া
সেবায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার পর	সাধারণ হাতধোয়া
কাছাকাছি অবস্থানরত যন্ত্রপাতির সংস্পর্শে আসলে	সাধারণ হাতধোয়া
খাওয়ানোর পূর্বে এবং পরে	সাধারণ হাতধোয়া
ইনজেকশন দেবার পূর্বে এবং পরে	সাধারণ হাতধোয়া
পরীক্ষা করার পূর্বে এবং পরে	সাধারণ হাতধোয়া
বিতরণের পূর্বে এবং পরে	সাধারণ হাতধোয়া
দৃশ্যত ময়লা/আমিষ জাতীয় দ্রব্য/রক্ত বা দেহ রস ইত্যাদি দিয়ে সংক্রমিত হবে অথবা সংক্রমিত হয়েছে বলে ধারনা করা হবে।	সাধারণ হাতধোয়া
খোলার পর	সাধারণ হাতধোয়া
দ্রব্য/বস্তু, রক্ত, দেহরস, লালা, নিস্বঃরণ ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে	সাধারণ হাতধোয়া
অবসরে খাবার গ্রহণের পূর্বে এবং পরে	সাধারণ হাতধোয়া

৮.৩.১.৩. টেকনোলজিষ্ট

কখন হাত ধোবেন	প্রক্রি[illegible]
হাসপাতালে কাজ শুরুএবং হাসপাতাল ত্যাগের পূর্বে	সাধারণ [illegible]
সংক্রমণক্ষম রোগী অথবা রোগী বলে মনে হলে তার সংস্পর্শে আসলে	সাধারণ [illegible]
বহিঃবিভাগ/অন্তঃবিভাগ/জরুরি বিভাগে কাজ শুরু এবং শেষ করার পর	সাধারণ [illegible]
সংক্রমিত রোগীর কাছ থেকে সরে অসংক্রমিত রোগীর সেবা প্রদানের আগে	সাধারণ [illegible]
রোগীর সেবায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার পর	সাধারণ [illegible]
পরীক্ষার জন্য রোগীর দেহ হতে স্যাম্পল সংগ্রহ করার পুর্বে এবং পরে	সাধারণ [illegible]
যখন হাত দৃশ্যত ময়লা/আমিষ জাতীয় দ্রব্য/রক্ত বা দেহ রস ইত্যাদি দিয়ে সংক্রমিত হবে অথবা সংক্রমিত হয়েছে বলে ধারণা করা হবে।	সাধারণ [illegible]
ব্যবহৃত গ্লাভস খোলার পর	সাধারণ [illegible]
সংক্রমিত দ্রব্য/বস্তু, রক্ত, দেহরস, লালা, নিস্বঃরণ ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে	সাধারণ [illegible]
কর্মকালীন অবসরে খাবার গ্রহনের পূর্বে এবং পরে	সাধারণ [illegible]

৮.৩.১.৪. ক্লিনার, আয়া, এম এল এস এস

কখন হাত ধোবেন	[illegible]
হাসপাতালে কাজ শুরু এবং হাসপাতাল ত্যাগের পূর্বে	[illegible]
সংক্রমণক্ষম রোগী অথবা রোগী বলে মনে হলে তার সংস্পর্শে আসলে	[illegible]
সংক্রমিত রোগীর কাছ থেকে সরে অসংক্রমিত রোগীর সেবা প্রদানের আগে	[illegible]
রোগীর সেবায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার পর	[illegible]
যখন হাত দৃশ্যত ময়লা/আমিষ জাতীয় দ্রব্য/রক্ত বা দেহ রস ইত্যাদি দিয়ে সংক্রমিত হবে অথবা সংক্রামিত হয়েছে বলে ধারণা করা হবে।	[illegible]
ব্যবহৃত গ্লাভস্ খোলার পর	[illegible]
সংক্রমিত দ্রব্য/বস্তু, রক্ত, দেহরস, লালা, নিস্বঃরণ ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে	[illegible]
কর্মকালীন অবসরে খাবার গ্রহণের পূর্বে এবং পরে	[illegible]
রোগীর খাবার বিতরণের পূর্বে এবং পরে	[illegible]

৮.৩.১.৫. বাবুর্চি/কুক

কখন হাত ধোবেন	[illegible]
হাসপাতালে কাজ শুরু এবং হাসপাতাল ত্যাগের পূর্বে	[illegible]
খাবার রান্না করার পূর্বে এবং পরে	[illegible]
খাবার সরবরাহ করার পূর্বে এবং পরে	[illegible]
যখন হাত দৃশ্যত ময়লা/আমিষজাতীয় দ্রব্য/রক্ত বা দেহরস ইত্যাদি দিয়ে সংক্রমিত হবে অথবা সংক্রমিত হয়েছে বলে ধারণা করা হবে।	[illegible]
কর্মকালীন অবসরে খাবার গ্রহণের পূর্বে এবং পরে	[illegible]

৮.৩.১.৬. সংশিষ্ট সেবা প্রদানকারী

কখন হাত ধোবেন	[illegible]
হাসপাতালে কাজ শুরু এবং হাসপাতাল ত্যাগের পূর্বে	[illegible]
সংক্রামিত রোগী অথবা রোগী বলে মনে হলে তার সংস্পর্শে আসলে	[illegible]
সংক্রামিত রোগীর কাছ থেকে সরে অসংক্রমিত রোগীর সেবা প্রদানের আগে	[illegible]
রোগীর সেবায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার পর	[illegible]
যখন হাত দৃশ্যত ময়লা/আমিষ জাতীয় দ্রব্য/রক্ত বা দেহ রস ইত্যাদি দিয়ে সংক্রামিত হবে অথবা সংক্রামিত হয়েছে বলে ধারণা করা হবে।	[illegible]
সংক্রমিত দ্রব্য/বস্তু, রক্ত, দেহরস, লালা, নিস্বঃরণ ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে	[illegible]
কর্মকালীন অবসরে খাবার গ্রহণের পূর্বে এবং পরে	[illegible]

৮.৩.২. স্বাস্থ্য বিধিসম্মতভাবে হাত ধোয়ায় সুপারিশমালা

যে কোন পদ্ধতিতেই হাত ধোয়া হোক না কেন, প্রথমেই

- হাতের ঘড়ি, আংটি, চুড়ি, ব্রেসলেট, নকল নখ ইত্যাদি খুলে নিন।
- দৃশ্যত ময়লা/আমিষ জাতীয় দ্রব্য/রক্ত বা দেহ রস ইত্যাদি প্রথমে ধুয়ে নিন।
- নখ/আঙ্গুলের ফাকে আটকে থাকা ময়লা/রক্ত/দেহঅংশ ইত্যাদি বর্জ্য ধুয়ে নিন।
- সকল সময় প্রবাহমান (Running) পানি ব্যবহার করুন।
- ছিটিয়ে পড়া পানি থেকে নিরাপদ থাকার লক্ষ্যে সিঙ্ক-এর যথাযথ ব্যবহার করুন।
- হাত ধোয়ায় ব্যবহৃত পানি নিরাপদ/গ্রহণযোগ্য না হলে, রাসায়নিক দ্রবণ ব্যবহার করা যেতে পারে
- হাত ধোয়ার সময় অবশ্যই হাতের কুনুই পর্যন্ত ধুতে হবে।
- হাতের নখ ছোট রাখুন (নখের আগা ০.৫ সেন্টিমিটারের কম)।

[illegible] ধরন	গ্রাম (+) ব্যাকটেরিয়া	গ্রাম (-) ব্যাকটেরিয়া	মাইকোবেকরিয়াম টিওবারকিউরোসিস	ফাংগাস	ভাইরাস	জীবাণুনাশক ক্ষমতা বৃদ্ধি	মন্তব্য
[illegible]কোহল	অধিক কার্যকর	অধিক কার্যকর	অধিক কার্যকর	অধিক কার্যকর	অধিক কার্যকর	দ্রুত	সর্বোচ্চ দ্রবণ ৭০% যা হাত বিশোধনে ব্যবহৃত তবে মিউকাস মেমব্রেন বা চামড়া পরিস্কারের জন্য নয়।
[illegible]হেক্সিডিন [illegible] তরল বা [illegible] ক্রিম	অধিক কার্যকর	অধিক কার্যকর	মোটামোটি কার্যকর	মোটামোটি কার্যকর	অধিক কার্যকর	মাঝামাঝি	হাত বিশোধনে বা চামড়া পরিস্কারের জন্য ব্যবহৃত তবে মিউকাস মেমব্রেন পরিস্কারে নয়। অনেক সময় চোখে জ্বালা ধরায়।
[illegible] [illegible]ক্লোরোকেন	অধিক কার্যকর	কম কার্যকর	কম কার্যকর	কম কার্যকর	কম কার্যকর	ধীরে	মিউকাস মেমব্রেন পরিস্কারে নয়।
[illegible]ডিন ইন [illegible]কোহল	অধিক কার্যকর	অধিক কার্যকর	অধিক কার্যকর	অধিক কার্যকর	অধিক কার্যকর	দ্রুত	
[illegible] [illegible]ডিন	অধিক কার্যকর	অধিক কার্যকর	মোটামোটি কার্যকর	অধিক কার্যকর	অধিক কার্যকর	মাঝামাঝি	মিউকাস মেমব্রেন পরিস্কারে ব্যবহৃত হয়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রবণ-এর প্রস্তুত পদ্ধতি

ক্লোরিন দ্রবণ প্রস্তুত প্রণালী

১ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম বিচিং পাউডার মিশিয়ে ০.৫% ক্লোরিন দ্রবণ তৈরি করা যায় (৮)। এই হিসাবে ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫ লিটার পানিতে যথাক্রমে ১০০, ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০ গ্রাম বিচিং পাউডার মিশিয়ে ০.৫% ক্লোরিন দ্রবণ তৈরী করা যায়।

ক্লোরিন দ্রবণ প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় উপকরণ (৮)

- ক্লোরিন দ্রবণ রাখার জন্য একটি লাল রং-এর ঢাকনাযুক্ত বালতি
- পরিস্কার পানি রাখার জন্য একটি সবুজ রং-এর ঢাকনাযুক্ত বালতি
- পানি পরিমাপক পাত্র/প্লাস্টিকের মগ
- বিচিং পাউডার পরিমাপক কাপ
- প্লাস্টিকের ছাঁকনী
- কাঠের নাড়ন কাঠি
- প্লাস্টিকের/মেলামাইনের লম্বা হাতলযুক্ত চামচ
- বিচিং পাউডার রাখার জন্য ঢাকনাযুক্ত পাত্র
- বিচিং পাউডার
- গগল্স, মাস্ক, ক্যাপ, ম্যাকিন্টোস, গ্লাভ্স

৮.৪.১.২. বিশোধনের ধাপসমূহ[৮]

কাজের শুরুতেই ০.৫% ক্লোরিন দ্রবণ তৈরী করতে হবে অতএব নিজের নিরাপত্তার জন্য গগল্স, মাস্ক, ক্যাপ, ম্যাকিন্টোস, গ্লাভ্স পরে নিন।

লাল ঢাকনাযুক্ত বালতিতে ১০ লিটার পানি নিন, এতে ২০০ গ্রাম বিচিং পাউডার মিশিয়ে নাড়ন কাঠি দিয়ে ভালভাবে নেড়ে দ্রবণ তৈরি করুন এবং প্লাস্টিকির ছাঁকনিটি বালতিতে ডুবিয়ে বালতি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ০.৫% ক্লোরিন দ্রবণ তৈরি করুন।

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পর পরই ক্লোরিন দ্রবণ পূর্ণ বালতিতে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে রাখুন। বিভিন্ন অংশে সংযুক্ত যন্ত্রগুলি বিভিন্ন অংশে খুলে তারপর ক্লোরিন দ্রবণে ডোবান। পুনঃব্যবহারযোগ্য কাঁচের সিরিঞ্জে ক্লোরিন দ্রবণ টেনে পূর্ণ করে তারপর ডোবান। লক্ষ্য রাখবেন সব যন্ত্রপাতি যেন দ্রবণে সম্পূর্ণ ভাবে ডুবে থাকে অতঃপর বালতি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন।

সর্বশেষ যন্ত্রটি ক্লোরিন দ্রবণে ডুবানোর পর ঢাকনা বন্ধ অবস্থায় ১০ মিনিট যন্ত্রপাতিগুলো ক্লোরিন দ্রবণে বিশোধিত হবার জন্য রেখে দিন।

১০ মিনিট শেষে যন্ত্রপাতি সমেত পাস্টিকের ছাঁকনি ক্লোরিন দ্রবণ থেকে তুলে বিশোধিত যন্ত্রপাতি গুলি পরিস্কার পানিভর্তি সবুজ বালতিতে রাখুন এবং সময় নিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

…বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়[৮]

- যন্ত্রপাতি ক্লোরিন দ্রবণে ডোবানো ও তোলার সময় অবশ্যই গ্লাভস্ পরিধান করতে হবে ও বিচিং পাউডার তোলার সময় প্লাস্টিকের/মেলামাইনের চামচ ব্যবহার করতে হবে।
- বিভিন্ন অংশে সংযোজিত যন্ত্রসমুহ (অংশ/প্যাচ/ক্যাচ ইত্যাদি) খুলে ক্লোরিণে ডুবাতে হবে।
- ধারালো যন্ত্রসমুহ ক্লোরিণ দ্রবণে ডুবাতে হবে।
- ১০ মিনিট পর সকল যন্ত্রসমুহ তুলে নিতে হবে।
- ক্লোরিন দ্রবণ তৈরি করার পর ২৪ ঘন্টা রাখা যাবে। প্রতিদিন নতুন দ্রবণ তৈরি করতে হবে এবং দিনের শেষে খোলা ড্রেনে বা মাটিতে গর্ত করে ফেলে দিতে হবে।
- ক্লোরিন দ্রবণ ময়লা দেখালে নতুন দ্রবণ তৈরি করতে হবে।
- বিচিং পাউডার অবশ্যই শক্ত ঢাকনাযুক্ত, রঙ্গিন প্লাস্টিকের পাত্রে রাখতে হবে যাতে আলো প্রবেশ করতে না পারে অন্যথায় ক্লোরিনের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাবে।
- কক্ষের আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী ০.৫% ক্লোরিন দ্রবণে ভিজানো কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে।

৮.৪.২. সোডিয়াম হাইডোক্লোরাইড এর ১% দ্রবণ প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি

রণ পদ্ধতি

রিমাণ পানি

ভাল ভাবে
ং ১০ মিনিট
করুণ।

ব্যবহারের জন্য
উপরের দ্রব

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সেবা প্রদানকারীদের গ্লাভ্স পরিধান এবং অপসারনের পদ্ধতি

পদক্ষেপ-১

রক্ত / দেহ রস / নি:সরণ / মেডিকেল বর্জ্য অথবা জীবাণু দ্বারা সংক্রমনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে, সকল সময় হাতে গ্লভ্স পরিধান করুণ।

পদক্ষেপ-২

গ্লভ্স পড়া হাতে শরীরের কোন জায়গা বিশেষ করে চোখ, মুখ, নাক চুলকাবেন না বা ধরবেন না এবং খাবার খাবেন না।

পদক্ষেপ-৩

কাজের শেষে গ্লভ্স পড়া হাত ভালভাবে পানিতে ধুয়ে ফেলুন।

পদক্ষেপ-৪

গ্লভ্সটি খুলে ১% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দ্রবণে ডুবিয়ে রাখুন।

পদক্ষেপ-৫

হাত ভালভাবে পানিতে ধুয়ে মুছে/শুকিয়ে ফেলুন।

৮.৬. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ছলকে/উপচিয়ে পড়া বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি

ছলকে পড়া তরল বর্জ্যের পরিষ্কার করণের পদ্ধতি

পদক্ষেপ-১

"থামুন" অথবা "সাবধান" লিখা বোর্ড দিয়ে ছলকে পড়া জায়গাটি চিহ্নিত করুন। দুই হাতে গ্লভ্স পড়ে নিন। তরল বর্জ্য ছলকে পড়ার জায়গাটি কাপড়/কাগজ/টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে, সংক্রামিত কাপড়/কাগজ/টিস্যু পেপার হলুদ পাত্রে ফেলুন।

পদক্ষেপ-২

ব্লিচিং পাউডার দ্রবণ দিয়ে ছলকে পড়ার জায়গাটি ঢেকে দিন, ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন। কাপড়/কাগজ/টিস্যু পেপার দিয়ে জায়গাটি ভালভাবে মুছে, সংক্রামিত কাপড়/কাগজ/টিস্যু পেপার হলুদ পাত্রে ফেলুন।

পদক্ষেপ-৩

পানিতে ভেজা কাপড় দিয়ে জায়গাটি ভালভাবে মুছে, সংক্রামিত কাপড় হলুদ পাত্রে ফেলুন।

পদক্ষেপ-৪

সবশেষে রাসায়নিক দ্রবণ দিয়ে জায়গাটি মুছে দিন অথবা শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

চিকিৎসা বর্জ্যের চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা

মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিটি করপোরেশন ও জেলা পর্যায়ে আউট-হাউজ/চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করবে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার বিভাগ। যদি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর সক্ষমতা না থাকে তবে, সক্ষম কোন এনজিও কে দায়িত্ব দিতে পারবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও "চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা প্লান্ট স্থাপন করে সঠিক ভাবে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা করবে।

তবে উপজেলা পর্যায়ে যতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা প্লান্ট স্থাপন না হবে ততদিন পর্যন্ত হাসপাতাল সমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পিট পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বর্জ্যের চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনায় তিন ধরনের পিট তৈরি করতে হবে। বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী এ সকল পিট-এর নির্মাণ ও নামকরণ করা হয়, যেমন- (১) সাধারণ বর্জ্যের পিট (২) সংক্রামক বর্জ্যের পিট এবং (৩) ধারালো বর্জ্যের পিট। চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য উপজেলা পর্যায়ে ব্যবহৃত এ সকল পিট-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো-

সাধারণ বর্জ্যের পিট

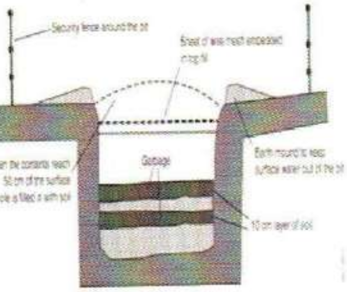

সাধারণ বর্জ্যের পিট সাধারণত মাটিতে গর্ত করে ভিতরের দেয়ালে শক্ত মাটি অথবা অন্যকোনো উপকরণ ব্যবহার করে লাইনিং করতে হবে, যাতে সহজে লিচেট ভূগর্ভস্থ পানিকে দুষিত না করে। পিট তৈরির স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ বর্ষায় পানিতে ডুবে যায় না এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে। বর্জ্য অপসারণের ফলে পিটটি ভরে গেলে সেটি ৬ ইঞ্চি পুরু মাটি দিয়ে ভরাট করে কমপক্ষে এক বছর সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরবর্তী বর্জ্য অপসারণের জন্য নতুন পিট বানাতে হবে।

সংক্রামক বর্জ্যের পিট

সংক্রামক বর্জ্যের চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ঢাকনাযুক্ত কংক্রিটের পিট বানাতে হবে। এটি তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, এই পিটের দেয়ালের কোনো অংশ দিয়ে লিচেট নির্গত হয়ে ভূগর্ভস্থ পানি ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন না করে। দুটি প্রকোষ্ঠের প্রথমটির তিন চতুর্থাংশ বর্জ্য দ্বারা পূর্ণ হওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ মাটি দিয়ে ভরাট করে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটির ব্যবহার শুরু করতে হবে। একটি প্রকোষ্ঠ পূর্ণ হওয়ার পর তা কমপক্ষে এক বছর সংরক্ষণ করতে হবে। সংক্রামক বর্জ্যের পিটে প্রতিদিন উৎপাদিত সংক্রামক বর্জ্য ফেলার পর বর্জ্যগুলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, যাতে মশা-মাছি বা অন্যকোনো পোকামাকড় সংক্রামক বর্জ্যের সংস্পর্শে এসে প্রকৃতি-পরিবেশের ক্ষতিসাধন করতে না পারে। এই পিটে বর্জ্য অপসারণকালে সংক্রামন বর্জ্যের সাথে দ্রুত পঁচনশীল সাধারণ বর্জ্য (বিশেষ করে রান্না ঘরের বর্জ্য) মিশিয়ে ফেলা হলে দ্রুততম সময়ে সংক্রামক বর্জ্যের পঁচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যাবে। এভাবে বছর শেষে প্রকোষ্ঠের সমস্ত বর্জ্য পরবর্তীতে নিরাপদে সাধারণ বজ্যের মত অপসারণ করতে হবে এবং প্রকোষ্ঠটি পুনরায় ব্যবহার শুরু করতে হবে।

ধারালো বর্জ্যের পিট

সংক্রামক বর্জ্যের অনুরূপ পিট তৈরি করে ধারালো বর্জ্যের চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা করতে হয়। তবে এই পিটে কোনো ঢাকনা থাকবে না। উপরের অংশ কংক্রিট ঢালাই দিয়ে একটি হপার (চোঙ্গ) যুক্ত করতে হবে, যাতে ঐ হপারের মাধ্যমে ধারালো বর্জ্য পিটে ফেলা যায়। প্রতিদিন ধারালো বর্জ্য পিটে ফেলার পর কিছু পরিমাণ বিচিং ছিটিয়ে দিতে হবে এতে ধারালো বর্জ্যে মিশ্রিত সংক্রামক জীবানু এবং ধাতব বর্জ্যে মরিচা ধরতে সাহায্য করবে। ধারালো বর্জ্যের চূড়ান্ত অপসারনের জন্য তৈরি পিটে ভিতরের গ্যাস নির্গমণের জন্য একটি গ্যাস পাইপ সংযুক্ত করতে হবে।

পিটের বাইরেও পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অব্যাহতভাবে অনুসরণ করতে হবে। পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্যের ব্যবস্থাপনায় ০.৫% ক্লোরিন দ্রবণের সাহায্যে জীবানুমুক্ত করে পরে তা বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্যের বেশিরভাগই প্লাস্টিক জাতীয় উপকরণ এক্ষেত্রে তা প্লাস্টিকের অন্যান্য উপকরণ তৈরি করে এমন কারখানায় তা কাঁচামাল হিসেবে পাঠাতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ সকল উপকরণ যাতে পুনঃব্যবহার না হয় এ জন্য জীবানুমুক্ত করার আগেই তা কেটে/ছিদ্র বা ছোটো টুকরো করে ক্লোরিন দ্রবণে রাখতে হবে।

৮.৮. এক নজরে চিকিৎসা বর্জ্যের চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ছক

শ্রেণী বিভাগ	*বর্জ্যের শ্রেণী*	*কতিপয় উদাহরণ*	*পরিশোধন ও বিনষ্টকরণ পদ্ধতিসমূহ*
শ্রেণী-১	সাধারণ বর্জ্য (অক্ষতিকারক/ জীবাণুমুক্ত/ অসংক্রামিত)	ব্যবহার্য কাগজ/মোড়ক, প্লাস্টিক বা ধাতব কৌটা, ঔষধের স্ট্রিপ, খালি বাক্স ও কার্টুন, প্যাকিং বাক্স, পলিথিন ব্যাগ, মিনারেল পানির বোতল, কাঁচের খালি বোতল, বিস্কিটের মোড়ক, ইনজেকশনের খালি ভায়েল, অসংক্রমিত ব্যবহার্য স্যালাইন ব্যাগ ও সেট, অসংক্রমিত ব্যবহার্য সিরিঞ্জ, অসংক্রমিত কাপড়/গজ/তুলা, অসংক্রামিত রাবার দ্রব্য/কর্ক, ফলমূলের খোসা, উচ্ছিষ্ট খাবার, রান্না ঘরের আবর্জনা, ডিমের খোসা, ডাবের মালা, প্রেশারাইজ খালি কৌটা ইত্যাদি।	(ক) প্রাঙ্গন বা গণ আবর্জনা ফেলার স্থানে অপসারণ। (খ) প্লাস্টিক বর্জ্য কেটে টুকরো করে পুনঃব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করা।
শ্রেণী-২	এনাটমিক্যাল বর্জ্য	মানব দেহের কাটিয়াফেলা বিভিন্ন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, টিস্যু, কাটিয়া ফেলা টিউমার, গর্ভফুল, গর্ভপাত/ গর্ভসংক্রান্ত বর্জ্য ইত্যাদি।	(ক) প্রাঙ্গণ/নিরাপদ স্থানে কংক্রিটের পিট (Pit method) পদ্ধতিতে শোধন/বিনষ্টকরণ। (খ) গভীর মাটি চাপা দেওয়া (পরিমাণে অল্প হলে) (গ) বাষ্প অটোক্লেভিং /মাইক্রোওয়েভ ট্রিটমেন্ট/ ইনসাইনেরেটর-এর ব্যবহার।
শ্রেণী-৩	প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য	ল্যাবরেটরি কালচার, মজুদ অথবা বিভিন্নড়ব টিকার নমুনা, বায়োলজিক্যাল টক্সিন, পরীক্ষার জন্য দেওয়া রক্ত/কফ/ মল/ সিরাম/শরীরের নিঃসরণ ইত্যাদি।	শ্রেণী-২ (এনাটমিক্যাল বর্জ্য)-এর মত।
শ্রেণী-৪	রাসায়নিক বর্জ্য	বিভিন্ন প্রকার রিএজেন্ট, ডেভলপার, ডায়ালাইসিস এ ব্যবহার্য ও রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি।	(ক) মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক বর্জ্য সরবরাহকারীকে ফেরত প্রদান (পরিমাণে বেশি হলে)। (খ) প্রচুর পরিমাণে পানি মিশাইয়া তরলীকরণের মাধ্যমে নিস্ক্রিয় করে পয়:নিস্কাশন প্রণালীতে অপসারণ (পরিমাণে অল্প হলে)। (গ) রাসায়নিকভাবে পরিশোধন/নিস্ক্রিয় করে সুয়ারেজ প্রণালীতে অপসারণ।
শ্রেণী-৫	ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য	বাতিলকৃত, মেয়াদ উত্তীর্ণ, সংক্রামিত বা ব্যবহার উত্তীর্ণ ঔষধ ইত্যাদি।	শ্রেণী-৪ (রাসায়নিক বর্জ্য) এর মত
শ্রেণী-৬	সংক্রামক/ জীবাণুযুক্ত বর্জ্য	রক্ত/পূজ/দেহ রস দ্বারা সংক্রামিত গজ, বেন্ডেজ, তুলা, স্পঞ্জ, সোয়াব, মব, প্লাস্টার, ক্যাথিটার, ড্রেনেজ টিউব, রক্ত সঞ্চালনের ব্যাগ/টিউব, রক্ত দ্বারা সংক্রামিত স্যালাইন সেট, জমাট বাঁধা রক্ত/দেহ রস, ডায়রিয়া রোগীর সংক্রামিত কাপড় চোপর, সংক্রামিত সিরিঞ্জ ইত্যাদি।	(ক) প্রাঙ্গন/নিরাপদ স্থানে কংক্রিটের পিট (Pit method) পদ্ধতিতে শোধন/বিনষ্টকরণ। (খ) গভীর মাটি চাপা দেওয়া (পরিমাণে অল্প হলে) (গ) বাষ্প অটোক্লেভিং/ মাইক্রোওয়েভ ট্রিটমেন্ট/ ইনসাইনেরেটর-এর ব্যবহার।
শ্রেণী-৭	তেজস্ক্রিয় বর্জ্য	রেডিও একটিভ আইসোটোপ, তেজস্ক্রিয় বস্তু দ্বারা সংক্রামিত সকল বর্জ্য, অব্যবহৃত এক্সরে মেশিনের হেড ইত্যাদি।	প্রতি কেজি বর্জ্যে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা ০.১ এম বি কিউ-এর বেশী হইলে উহা অবশ্যই Bangladesh Atomic Energy Comission-এর বিধান অনুসারে শোধন ও বিনষ্ট করতে হবে।
শ্রেণী-৮	ধারাল বর্জ্য (সংক্রামিত ও অসংক্রামিত)	মেডিকেলে ব্যবহৃত সকল প্রকার সুই, সকল প্রকার ব্লেড, ভাঙ্গা স্লাইড, ব্যবহৃত এ্যম্পুল, ভাঙ্গা বোতল/কাঁচ/টেস্ট টিউব/ পিপেট/জার, নেইল, স্টীল এর তার, অর্থোপেডিক কাজে ব্যবহৃত স্ক্রু, স্টীল প্লেট, পিন ইত্যাদি।	(ক) প্রাঙ্গণ/নিরাপদ স্থানে কংক্রিটের পিট (Pit method) পদ্ধতিতে বিনষ্টকরণ। (খ) এনক্যাপসুলেসন (Encapsulation) (গ) গভীর মাটি চাপা দেওয়া (পরিমাণে অল্প হবে)। (ঘ) ইনসাইনেরেটর (Incinerator)-এর ব্যবহার।
শ্রেণী-৯	পুনঃচক্রায়ন জোগ্য বর্জ্য (অক্ষতিকারক/ জীবাণুমুক্ত/ অসংক্রামিত)	ব্যবহার্য কাগজ/মোড়ক, প্লাস্টিক বা ধাতব কৌটা, ঔষধের স্ট্রিপ, খালি বাক্স ও কার্টুন, প্যাকিং বাক্স, পলিথিন ব্যাগ, মিনারেল পানির বোতল, কাঁচের খালি বোতল, বিস্কিটের মোড়ক, ইনজেকশনের খালি ভায়েল, অসংক্রমিত ব্যবহার্য স্যালাইন ব্যাগ ও সেট, অসংক্রমিত ব্যবহার্য সিরিঞ্জ, অসংক্রমিত কাপড়/গজ/ তুলা, অসংক্রমিত রাবার দ্রব্য/কর্ক।	ক) বাষ্প অটোক্লেভিং দ্বারা শোধন করে পুনঃব্যবহার [illegible] খ) রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা শোধন করে পুনঃব্যবহার [illegible]
শ্রেণী-১০	তরল বর্জ্য (সংক্রামিত ও অসংক্রামিত)	ব্যবহৃত পানি, পানের পিক, বমি, কফ, সাকশন করা তরল, পূজ, দেহ রস, সিরাম, তরল রক্ত, গর্ভের পানি, তরল রাসায়নিক দ্রব্য, অব্যবহৃত তরল ঔষধ, ড্রেনেজ ব্যাগের তরল বর্জ্য ইত্যাদি।	ক) প্রচুর পরিমাণে পানি মিশিয়ে তরলীকরণের মাধ্যমে পয়ঃনিস্কাশন প্রণালীতে অপসারন। খ) ১% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সলিউশন মিশিয়ে রাসায়নিকভাবে শোধন করে পয়ঃপ্রণালীতে অপসারণ
শ্রেণী-১১	প্রেসারাইজড বর্জ্য	প্রেসারাইজড কৌটা/ক্যান/কনটেইনার	ক) সরবরাহকারীকে ফেরত প্রদান (পরিমাণে বেশি [illegible] খ) পদ্ধতিসম্মত ভাবে ডিপ্রেসারাইজড করে সাধারণ/ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ যোগ্য বর্জ্যের সাথে অপসারণ (পরিমাণে)

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, সেবা গ্রহণকারী এবং জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত পোস্টারসমূহ এর নমুনা :

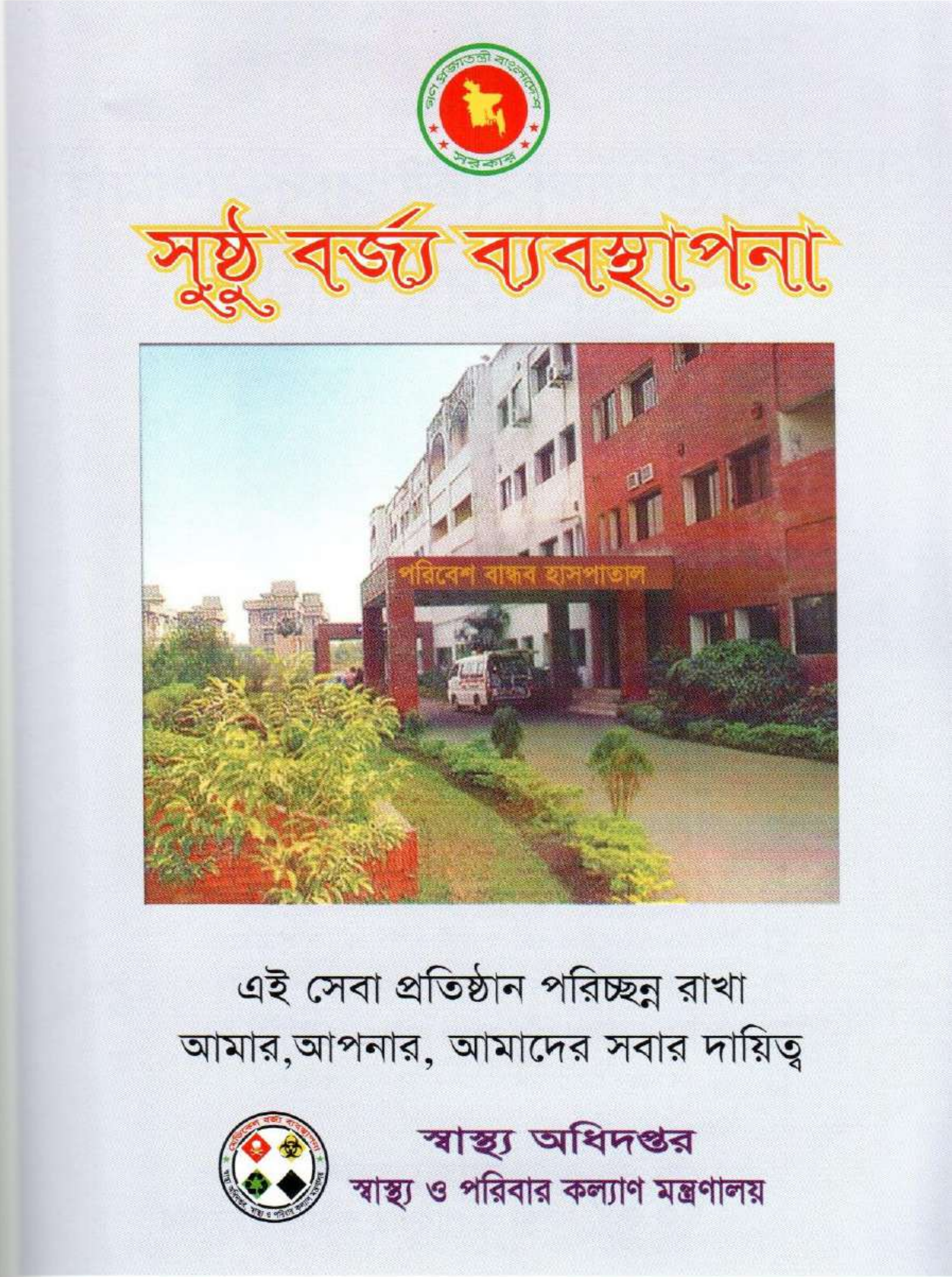

মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের দায়িত্ব

- বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী বর্জ্য চেনা
- উৎপত্তিস্থলেই বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট রং-এর পাত্রে রাখা
- বর্জ্যের নিরাপদ সংরক্ষণ এবং চূড়ান্ত অপসারণের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় প্রেরণ।
- বর্জ্য বিষয়ে পরিচ্ছন্ন কর্মীর কাজের তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করা
- পরিবেশ বান্ধব হাসপাতাল গড়তে সবার সংগে কাজ করা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বর্জ্য নাড়াচাড়া, পরিবহণ ও অপসারণের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন

► আমরা পরিচ্ছন্ন কর্মী, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষায় সতর্কতা অবলম্বন করি। আপনিও করুন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

থামুন
অনুসরন করুন
চিহ্নিত বর্জ্য ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট রং এর পাত্রে রাখুন
সাধারণ বর্জ্য
সংক্রমক বর্জ্য
পূনঃ চক্রায়নযোগ্য বর্জ্য
ধারাল বর্জ্য
তরল বর্জ্য
সাধারণ বর্জ্য
আমাকে ব্যবহার করুন
সংক্রামক বর্জ্য
আমাকে ব্যবহার করুন
আমাকে ব্যবহার করুন
ধারাল বর্জ্য
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পাত্রে রাখুন

তরল বর্জ্য

লয়

সংক্রামক বর্জ্য

হলুদ রং এর পাত্রে ফেলুন

- সংক্রমিত-কাপড়, ব্যান্ডেজ, স্পঞ্জ/সোয়াব, প্লাস্টার, সিরিঞ্জ
- জমাটবাঁধা রক্ত
- ব্যবহৃত স্যানিটারি প্যাড
- রাইলস টিউব
- গ্লোভ্‌স, মাস্ক
- এয়ারওয়ে টিউব
- ক্যাথেটর
- ড্রেনেজ টিউব/ব্যাগ

- রক্ত সঞ্চালনের নল ও ব্যাগ
- রেবিস রোগীর কাপড় চোপড়
- কালচার মিডিয়া (ব্যবহারের সাথে সাথে অটোক্লেভ করতে হবে)
- রক্ত নেয়ার সিরিঞ্জ
- শরীরের কর্তিত অংশ/টিউমার
- গর্ভফুল/গর্ভসংক্রান্ত বর্জ্য
- এম আর/ডিএনসি সংক্রান্ত বর্জ্য

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

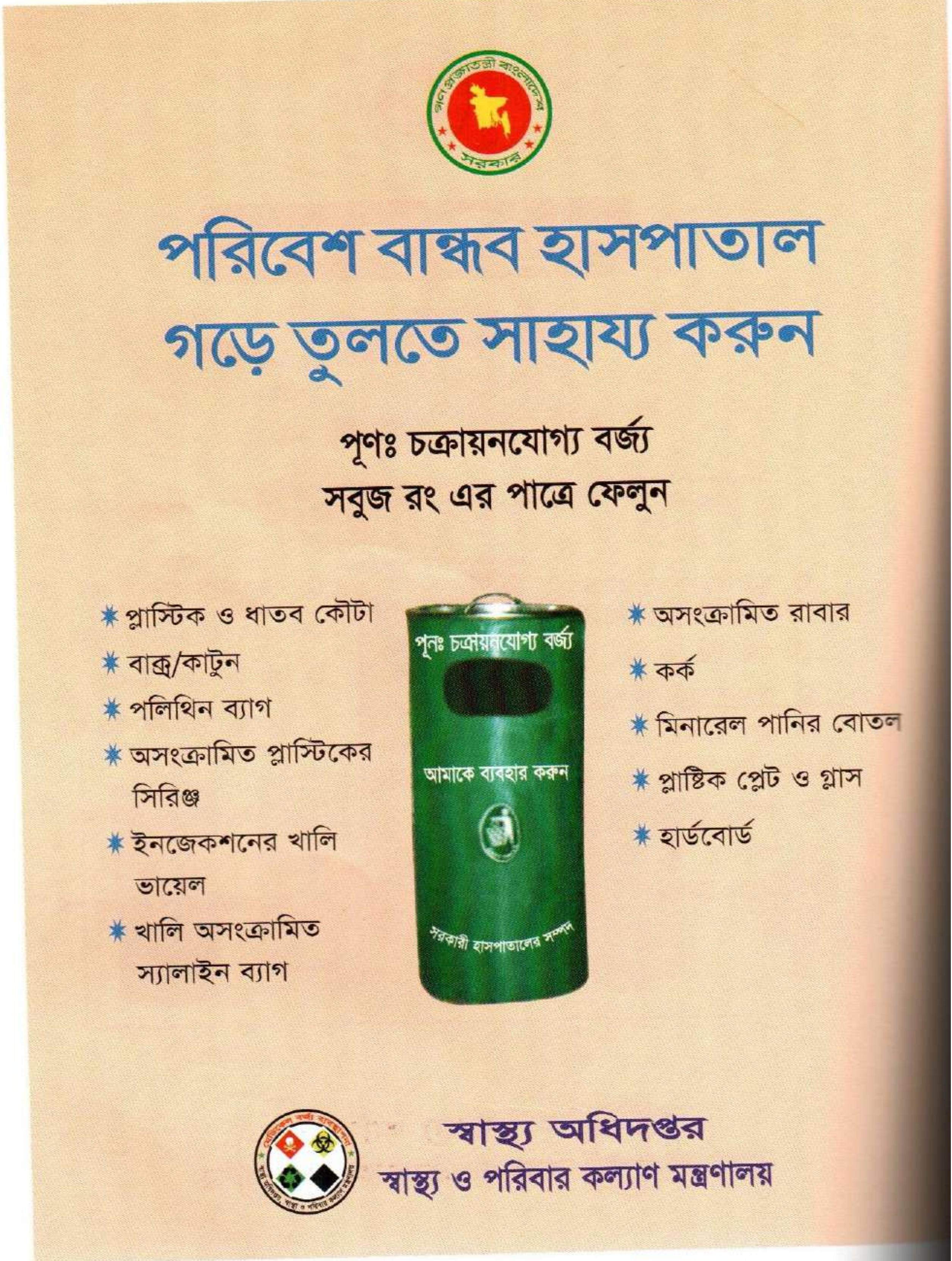
পরিবেশ বান্ধব হাসপাতাল
গড়ে তুলতে সাহায্য করুন
পূণঃ চক্রায়নযোগ্য বর্জ্য
সবুজ রং এর পাত্রে ফেলুন
* প্লাস্টিক ও ধাতব কৌটা
* বাক্স/কাটুন
* পলিথিন ব্যাগ
* অসংক্রামিত প্লাস্টিকের সিরিঞ্জ
* ইনজেকশনের খালি ভায়েল
* খালি অসংক্রামিত স্যালাইন ব্যাগ
পূনঃ চক্রায়নযোগ্য বর্জ্য
আমাকে ব্যবহার করুন
সরকারী হাসপাতালের সম্পদ
* অসংক্রামিত রাবার
* কর্ক
* মিনারেল পানির বোতল
* প্লাষ্টিক প্লেট ও গ্লাস
* হার্ডবোর্ড
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

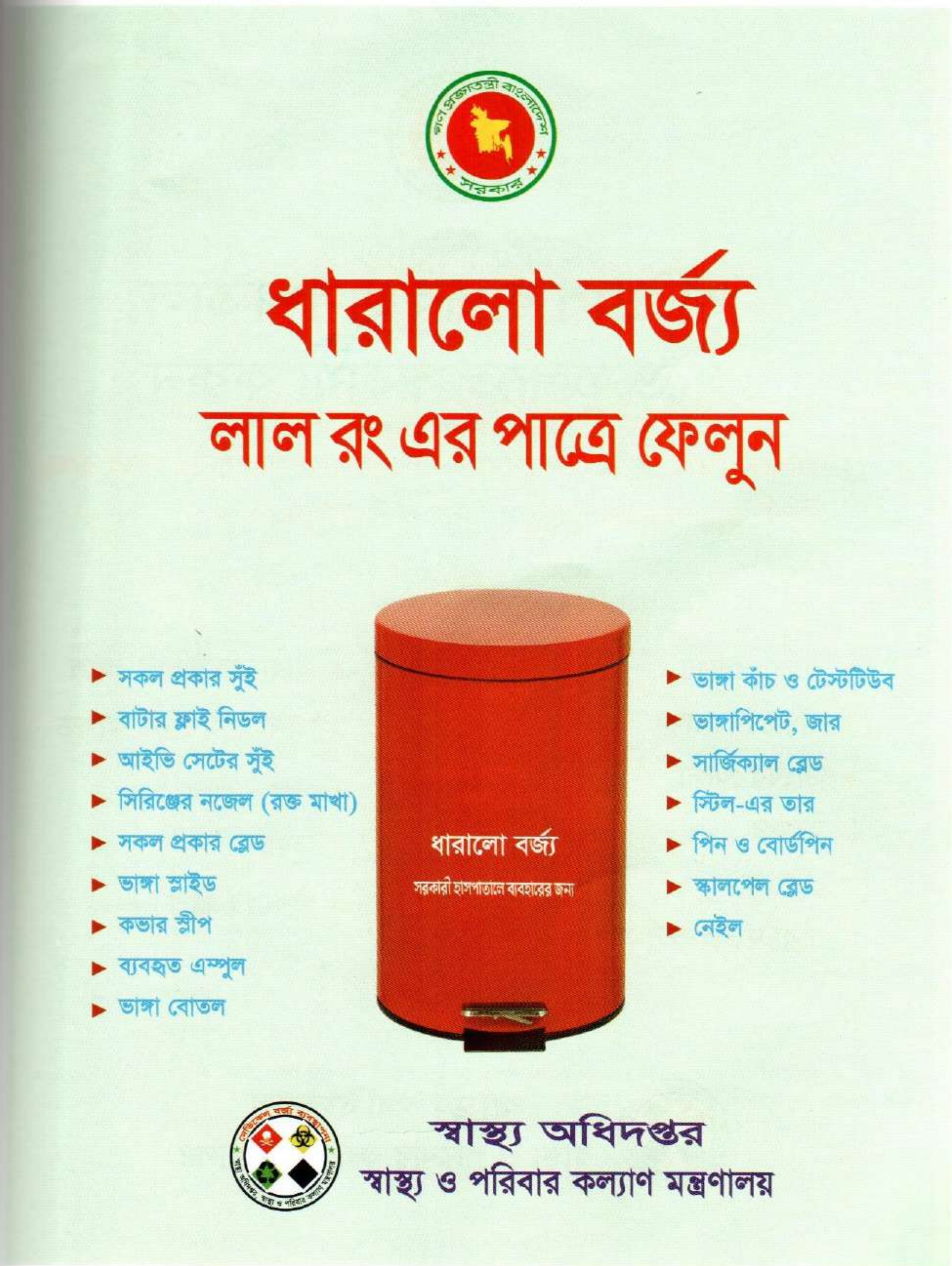
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধারালো বর্জ্য
লাল রং এর পাত্রে ফেলুন
সকল প্রকার সুঁই
বাটার ফ্লাই নিডল
আইভি সেটের সুঁই
সিরিঞ্জের নজেল (রক্ত মাখা)
সকল প্রকার ব্লেড
ভাঙ্গা স্লাইড
কভার স্লীপ
ব্যবহৃত এম্পুল
ভাঙ্গা বোতল
ধারালো বর্জ্য
সরকারী হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য
ভাঙ্গা কাঁচ ও টেস্টটিউব
ভাঙ্গাপিপেট, জার
সার্জিক্যাল ব্লেড
স্টিল-এর তার
পিন ও বোর্ডপিন
স্কালপেল ব্লেড
নেইল
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবেশ বান্ধব হাসপাতাল গড়ে তুলতে সাহায্য করুন

* আবর্জনা/ময়লা যেখানে সেখানে ফেলবেন না। আপনার পার্শ্বে রাখা নির্দিষ্ট কাল রং-এর পাত্রে সাধারণ বর্জ্য ফেলুন।

- কলার খোসা
- বাদামের খোসা
- ডাবের খোসা
- কাগজ
- মোড়ক
- রান্না ঘরের বর্জ্য

- খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ
- অসংক্রমিত নষ্ট কাপড়
- গজ
- তুলা
- ঔষধের ষ্ট্রিপ।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়